অরুণ মিত্র

প্রথম মুদ্রণ : শ্রাবণ ১৩৬৭

প্রচ্ছদশিল্পী : শুভাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য

প্রকাশক : গোপীমোহন সিংহরায়, ভারবি, ১৩/১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট,
কলকাতা ১২ ॥ মুদ্রক : নির্মলেন্দু দাশগুপ্ত, বাল্মীকি প্রেস,
৬১ সূর্য সেন স্ট্রীট, কলকাতা ৯

ভূমিকা

কবিতা আমি এ যাবৎ যেমন লিখেছি তার একটা ধারাবাহিক পরিচয় এই সঙ্কলনে পাওয়া যাবে। খারাপ, না ভালো, তা অন্তেরা বলবেন। আমার তো কিছু বলবার নেই। অবিশ্যি খারাপ হলে তার সঙ্গে শ্রেষ্ঠতা কেন যুক্ত হল, এ প্রশ্ন উঠতে পারে। তার উত্তর দেবার দায়িত্ব আমার নয়, সহৃদয় প্রকাশকের। কারণ নামকরণ তাঁর। কিন্তু কবিতাবিষয়ক খারাপ-ভালোর মতামতে বাংলাদেশের কিছু আসে যায় কি? এবং লেখকেরই বা ক্ষতিবৃদ্ধি কতটুকু? এ সব প্রশ্নও আছে। এদিক থেকে ভারবির কবিতা-সঙ্কলনমালা প্রকাশের উদ্যম আমাকে খুব কৌতূহলী করেছে। এর ফলে কবিতার ক্ষেত্রে যদি একটা বয়স্ক পরিপ্রেক্ষিত তৈরির কাজে সাহায্য হয়, তা হলে আমরা নিশ্চয় উপকৃত হব।

অরুণ মিত্র

ভ্রম সংশোধন

৪৬ পৃষ্ঠার ষষ্ঠ পংক্তিতে 'মুহূর্তে' হবে 'মুহূর্ত'। ৫০ পৃষ্ঠার উনবিংশ পংক্তিটি হবে 'আমার হাসির চূর্ণ পাত্র'। ৬৫ পৃষ্ঠার চতুর্দশ পংক্তিতে 'ঝলঝল' হবে 'ঝলমল'। ৬৫ পৃষ্ঠার শেষ পংক্তিতে 'সকালের' হবে 'সকলের'। ৬৯ পৃষ্ঠার 'অমরতার কথা' কবিতার দ্বাদশ পংক্তিতে 'হাত' হবে 'ছাত'।

সূচিপত্র

প্রান্তরেখা [প্রকাশ ১৯৫৩]

উৎসের দিকে [প্রথম প্রকাশ ১৯৫৬, পরিবর্ধিত সংস্করণ ১৯৫৭]

ঘনিষ্ঠ তাপ [প্রকাশ ১৯৬৩]

* চিহ্নিত কবিতাগুলি ১৯৪৪ ও ১৯৪৭-এর মধ্যবর্তীকালে রচিত। ** চিহ্নিত কবিতা দুটির রচনাকাল ১৯৭০। এই কবিতাগুলি ইতিপূর্বে কোনো গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়নি। অনুবাদ-কবিতাগুলিও এ যাবৎ গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত।

টুলি-কে

হে হৃদয়

আমার কুঠরী ’পরে এক টুক্‌রা নীলে
আহ্নিক চক্রান্ত চলে। দিবসের চাঁদে
নিশান্ত তারার সুর কখনো বা কাঁদে ;
রথচক্র-রেশ লাগে মেঘের মিছিলে
তারপর ; কল্পনায় হৃদয়ের মিলে
খুশী হয় হৈম দিন ; সমূহ প্রমাদে
ক্ষণিকে বিস্রস্ত ঝরে জনশূন্য ছাদে ;
অরক্ষিত ছায়াপথ ভরে তিলে তিলে।

আশা-আশঙ্কায় জাগা থর অনুভব—
কম্বুরেখা ওঠে তার উর্ধ্বে অবিরাম ;
[illegible] লেগেছে সেখানে
ঈগল নখরাঘাত, বিচ্ছিন্ন পল্লব
পাখ্‌সাটে উড়ে যায়, নিষ্ঠুর সংগ্রাম।
হে হৃদয়, [illegible] পাষাণে।

ইতিবৃত্ত

পদনখে উড়ালাম ধুলো।
হাটে মাঠে রাস্তায় গলিতে
সিন্দু শাল তমালের তলে
অস্বচ্ছ গৈরিক বৃত্ত ঘুরে ঘুরে লক্ষপাক।
উজ্জ্বল তির্যক রশ্মি ভেঙে গেল ইন্দ্রধনু রঙে
বিভ্রান্ত দৃষ্টির পথে ;
ক্ষণপরে কুজ্‌ঝটিকা—ধুলার আড়াল পূর্ণচ্ছেদ।
কৌতুক-কাহিনী এই।
খণ্ড খণ্ড ভাগ্য যেন মহা ইতিহাস!

তোমাকে দিয়েছি উপহার—
শহরের ইট-খসা কোঠার ভিতরে,
গ্রামের কুটীরে—
উদ্বেগে জীয়ানো আশা,
বহু আশাভঙ্গের আক্ষেপ ;
তোমারও চোখের আগে আমার পায়ের
উড়ানো ধুলার ইন্দ্রজাল।

আশ্বিনের ঝড়
সঙ্গীন মুহূর্তে আসে,
নিশ্চিহ্নে তাড়ায় সব সূক্ষ্ম রেণু স্নায়ুতে কর্কশ।
উড়িয়ে দিলাম ঝড়ে আমাদের বিজয়-পতাকা।

রূপান্তর

সিঁদুর মেঘের রঙে ক্ষীণ সিঁথি ক্ষতরেখা
রক্তঝরা বেলা ;
প্রহরী পাখার ব্যর্থ বিধুনন তৃণে লাগে ;
লুব্ধ চোখ মেলা
জঙ্গলের জটলায় ; সহিষ্ণু প্রহর
ক্ষ'য়ে যায়, ক্ষ'য়ে যায় মর্মরের ঘর
প্রাণান্ত প্রণয় শুধু নিশীথ আভাসে হবে
হয়তো বর্বর।
চূর্ণ কুন্তলের জালে ললাটিকা উল্কামুখী।
দক্ষিণ বাতাসে
আগুনের আঁচ লাগে ; গম্ভীর গানের রেশে
শ্লথ তৃষ্ণা ভাসে।

দিয়েছ বিদায় সদ্য গোধূলি-ধবল
শুকতারা— সন্ধ্যামণি তারা সুকোমল ;
অগ্নিবাষ্পে নবস্বাদ ওষ্ঠাধরে, স্বেদ-মুক্তা-
দীপ্ত করতল।

পুষ্পতনু টানিয়াছি ; দেখ না কি মাঝখানে
অসিধারা-সীমা ?
টঙ্কারে বেজেছে যত গত দিন মুহুর্মুহু,
তাদের মহিমা
মিলায় যে চক্রবালে ; আরেক আকাশ
স্পন্দমান ; শূন্য পত্র শাখার বিন্যাস
বায়ুস্তরে ; লাল ফুল স্তবকে স্তবকে খালি
এনেছে উচ্ছ্বাস।

চকিত আলো

জ্বলন্ত মশাল-মুখ বিঁধিয়াছে অপরাহ্ণ
বিহ্বল গুহায়।
আলোর ঝলক লাগে— কর্কশ হাতের শিরা,
মণিবন্ধটুকু,
পাঁজরের ওঠানামা, দক্ষিণ উরুতে টান,
তির্যক ভুরুর
ভগ্ন রেখা— চিত্রময় শূন্যতল। রাজধানী
ভুলিয়াছে কথা।

এখন যে বিরামের সুরভি সময় ছিল
নিত্য নিয়মিত,
এখন যে উষ্ণ স্নায়ু মধ্যাহ্নের স্তূপ ঠেলে
পুরানো অভ্যাসে

বাতাসে জুড়ানো যেত। অস্তাচলে নিদ্রালীন
মিড়ে বাজিবার,
দ্বারপ্রান্তে ছুটি পেয়ে বাজিবার তন্ত্রী যত
কাল্পনিক সব।

দ্বারে দ্বারে চোখ খোঁজে করধৃত দৃপ্ত শিখা,
বিগলিত নভ,
সমস্ত নখের সারি ফুটিয়াছে দুরান্তের
তারকারা যেন—
খোঁজে উল্লসিত চোখ, যে চোখে ত্রাসের বাসা
তাহারও সন্ধান।
চকিত আলোকে ঝলে পাঁজরের ওঠানামা,
মণিবন্ধটুকু।

সৈকত

কটি-মেখলায় বৃথা বাজিয়াছে বিলম্বিত তাল;
তরঙ্গের করতালি ভুলে যাও। সিক্ত সিকতায়
মারাত্মক পদচিহ্ন; সঙ্কুচিত সমুদ্র বিশাল।

নৌকা বিহারের পালা শিশুমুখ ঢেউয়ের খেলায়
এতক্ষণে ভুলেছ কি? বজ্রধর আবেগ-সঞ্চার
উৎক্ষিপ্ত শীকরে আর আগন্তুক ইস্পাত-ভেলায়।

রৌদ্রালোকে বালুকণা হীরাজ্বলা, জ্যোৎস্নার বাহার
বিগলিত উপকূলে, নারিকেল মাথার ঝালর—
সুবিন্যস্ত পটভূমি ছবিতেই মানাবে এবার।

জাহাজের ভগ্ন খণ্ড ভাসমান, জলের কবর
অলক্ষিত ; মাঝে মাঝে অনির্দিষ্ট ছত্রভঙ্গ শব
তীরে ভেড়ে ; প্রাণ কেড়ে সঞ্জীবিত নির্জন সাগর

কলরোলে তালভঙ্গ—বহমান নৃত্যের পরব
সাঙ্গ হল ভ্রান্ত লয়ে। প্রসারিত রূঢ় প্রহরণে
ক্ষিপ্র গতি ছন্দহীন। উপকূলে নূতন উৎসব।

যতই ঝরুক অশ্রু, হারাবে তা সমুদ্র-লবণে।

বন্ধনী

শৌখীন ছায়া যবনিকা টানে দীর্ঘতর।
তপ্ত ভ্রমণ অচল তবে ?
দীর্ণ সময় পালক ছড়ায় প্রতিক্ষণে,
ফেননিভ ছোঁয়া শয্যা ছেয়ে।
আঙুলে আঙুলে রক্তিম ছিল কী আগ্রহ—
সে আদি পর্ব লুপ্ত কবে !
শীতল শিরায় ঘুম আনা সোজা দু-চোখ যত
হবে অসহায় সামনে চেয়ে।

বহ্ন্যুৎসব কই ভোলা যায় অসঙ্কোচে ?
স্ফুলিঙ্গ তার উড়ছে কোনো
দখিনা হাওয়ায় জান্‌লার ধারে, হয়তো কোনো
ঝোড়ো কুন্তলে তারার মতো।
লঘু আশ্রয়-বিলাসী প্রণয় নিরুদ্দেশে
হৃদয়কে চায়, জড়ায় মনও।
বিদ্রোহী স্মৃতি পটভূমিকায় আগুন আঁকে,
লাল আভা কাঁপে ইতস্তত।

অপঘাত চাওয়া বিদ্যুতে সেই পাহাড়-পথে
সফল হল কি আলিঙ্গনে ?
দুঃসহ পদশব্দ নেই বা এখন কানে,
চমকায় দীপ সঙ্গোপনে।

দোটানা

ঘূর্ণিত পতন আছে আশেপাশে যোজন-গভীরে ;
অসম্ভব অভিপ্রায় দোলায় শিকড়-কাটা মাটি ;
দ্বিখণ্ডিত রশ্মি হায় নিরুদ্দিষ্ট দিগন্ত-সমীরে।

বঞ্চিত সে-দ্বিপ্রহর পুড়ে পুড়ে হয়েছে কি খাঁটি ?
দীর্ঘশ্বাসে তীক্ষ্ণ ধার, কলঙ্ক পড়েছে সাদা চাঁদে ;
ঊর্ধ্বরেখা হ্রস্বতর, হ্রস্বতর মনের কথাটি।

দু-বাহু ঘেরাও করে বারবার অভ্যস্ত আহ্লাদে
সোনার হরিণ আর স্মরণের বিপর্যস্ত সোনা ;
দু-হাতে পাথর-কাটা কঠিন কাঠামো বুঝি বাধে।

হৃদয়ের আন্দোলন ঘড়ির কাঁটায় যায় শোনা।

মোহ

ক্রূর ভ্রূকুটি পর্বতপ্রমাণ হল—
বিদ্বেষের ঈপ্সিত কাল
অসংযত।

আমাদের অজ্ঞাতবাস শেষ হয়েছে।
তবু আশ্চর্য লাগে।

রাস্তায় সেদিনকার পায়ের ছাপ এখনো রহস্যময়,
গলিত প্রাসাদের গাম্ভীর্য
কী গভীর এখনো !
পিছন ফিরে তাকাই—
প্রগল্‌ভ লগ্ন কতদূর !
উচ্ছৃঙ্খল আকাঙ্ক্ষার আড়ালে তো ছিল মূর্ছা—
খণ্ডবিখণ্ড জঘন্য তৃপ্তি ।

মোড়ে মোড়ে, চকে
ব্যগ্র অসংখ্য নিশান ।
ওরা যেন ডাকে
সেদিনকার ফ্যাকাশে প্রিয় মুখগুলোকে ।
আশ্চর্য লাগে ।

প্রবাস

সমুদ্র-পৃষ্ঠের বেড় ছাড়ালাম নীচে দূর নীচে—
তুষারের মায়াবী সীমানা
শূন্যচর ।
মেঘলোকে
কোন্ রাজ্য আবিষ্কার ?
শোচনীয় সমতল ভুলে যাওয়া যাবে ।
ঘন পত্র-সন্নিবেশে কতকাল ধরে'
অভ্যর্থনা—
সমতল স্বপ্নহর এখানে বিস্মৃত ।

পাহাড়ে ফসল ফলে !
পাথুরে মাটিতে থাকে থাকে
অবরোহী ক্ষেতের বিথার ।

উত্তর প্রান্তের শীতে ঘাম ঝরে' গেছে
উদ্ভিদ লালনে।
তুহিনে ঝাঁঝালো রোদে চারাগাছে প্রাণের আবেগ
(প্রাতরাশে অপূর্ব নির্যাস);
বাগিচার তুলনা বিরল।
বসতি বিরল হল আবাদের ক্ষিপ্র ইন্দ্রজালে।

এখানে শহর!
চেনা মানুষের ডেরা
দূরগত স্মৃতি ঘেরা
জমাট শহর।
উদ্ভিন্ন পর্বতচূড়া সন্তর্পণে রহস্য জমায়;
তখনো হোটেলে বাল্‌ব জলে।
পিচ-ঢালা সর্পিল রাস্তায়
মোটরের হর্ন বাজে,
উপত্যকায় ঘোরে প্রতিধ্বনি··· প্রতিধ্বনি;
আর থাদে থাদে
আলো বিঁধে কুয়াশার
অতল শিহর।
তারপর হোটেলে আরাম,
তারপর চেনা মুখ, প্রাসাদের ভিড়, পদভরে কম্পিত মেদিনী।

পাহাড়ের সন্ততিরা শশব্যস্ত—
এক ফোঁটা জমি যদি পায়
বাসা বানাবার
এমন আকাঙ্ক্ষা যারা পোষে।
হিমগিরি ধ্যানাতুর।
যোজন যোজন জমি উর্বর আবাদে গেছে ছেয়ে।

এখানে এবার নাই বরফের মোহ,
চড়াই এলাকা খালি ;
বনগিরিমাঠ স্বপ্ন দেখোক সেধে—
সুদূর গৃহস্থালি।
পৃথিবী অসীম—ধাবমান ধূমকেতু
অধিত্যকায় হয়তো নিখোঁজ হবে,
পরম যত্নে বাঁধা শড়কের সেতু
পার হয়ে চলো, চলো কোনোদিকে অবাধ।

দিক্‌জয়ী পথ চারিদিকে আছে পাতা,
নদীতীরে কাছাকাছি
বাঘের থাবার ছাপ লাগে অতি মৃদু—
অধীর সব্যসাচী।
শিকারীর দল। আর কারা রাস্তায় ?
রেঙ্গুনে চায় ছ'মাহিনা ভর কাজ—
খনি-খামারের দেশ কি দেয় বিদায় ?
শিকার—শিকার—বনভূমি পদদলন।

এই পথ গেল পাহাড়ের পিঠ বেয়ে—
অধোতরঙ্গে নেশা—
তারপর ঘুম চল্‌তি পথেই ছোটে,
আঁখি-বিস্ফারে মেশা
দুর্লভ জ্ঞান : এখন লড়াই চলে
রাজায় রাজায়। জঙ্গী আমেজে ভারি
অরণ্যপথ, নিভৃত কৌশলে
ইমারত ওঠে—ব্যারাক বন্দিশিবির।

ভূমিকা

প্রান্তরে কোনো আলেয়া কোথাও গিয়েছে নিবে—
অস্থির দিন এসেছে বুঝি !
স্বপ্ন-শহর চূর্ণ তারায় ছিটিয়ে দিয়ে
রৌদ্রের ডাক হঠাৎ এল।
বেলায় বেলায় ধারালো সময় আসে,
স্টীলের কুঠিতে কঠোর পরিক্রমা ;
নগণ্য রাত তন্দ্রায় গেল মুছে ;
আশু ইতিহাস শিথিল-স্মৃতি।

পিছনে ছড়ানো ভঙ্গুর ভিড় জমাট বাঁধে,
মিছিল মিলেছে জনস্রোতে ;
ঘনিষ্ঠ মন দ্রুত মুহূর্তে অনাবৃত,
ফাটলে ফাটলে ছায়ারা ডোবে ;
আবিষ্কারের চমক লেগেছে সবে—
নাবিকের চোখে দ্বীপের সীমানা ভাসে,
পায়ের তলায় দ্রুততম হল যেন
বহু দিনকার উধাও গতি।

ভাগ্যের সীমা খড়্গের মতো আসন্ন কি ?
প্রস্তুতি, মানি, সমুদ্ধত ;
তীক্ষ্ণ বাঁশিতে সুর কেটে গেছে সকালবেলা—
রোদের ফালিতে হাড়ের গুঁড়ো।
সংহত বেগ ঘন সঙ্কটে চাপা ;
উড়ন্ত ধুলো কালো মেঘ হবে নাকি ?
নিশুতি চাঁদের মমতা তো নেই মনে,
অন্তরায়ণে দিনের সুরু।

এবার

কঙ্কাল-মুঠি বাড়াও।
নির্বোধ দ্বিধা—দাবানলে ছাখো
অরণ্য যায় পুড়ে।
পাতা-ঝরা গান নেই আর পথ জুড়ে।

চোখের মণিতে সে মরীচিকার ছায়া
মোছে নি কাঁকর বিঁধে ?
কুহকী সূর্য বিকল নভশ্চর।
এতদিনকার বিষণ্ণ হাসি
এবার অবান্তর।

হাড়ের ভেল্কি লাগুক বিসংবাদে।

উত্তরমেঘ

ছোট ঘর ঘিরে মেঘাড়ম্বর নিরন্তর।
রূপকথা হবে জীবন্ত, এই আশা তোমার।
ভাঙা পালঙ্কে সোনার কাঠির মৃদু পরশ
অঝোর শ্রাবণে লাগে যদি আহা লাগেই আজ !

দুয়ার দিলাম সন্তর্পণে : চতুর্দিক
কাছাকাছি আসে, গাঢ় হতে চায় বিনা কথায় ;
আর দেখি হায় তোমার নয়নে দিবাস্বপন।
মুখ গুঁজে থেকে প্রতীক্ষা করে কক্ষকোণ।

মেঘ-পর্বত বাহিরে তুলেছে শ্যাম শিখর।
জানলায় চেয়ে ছাখো অলকার গৃহ অলীক ;

মৌশুমী বায়ু কখনো পাগল, দূরাগতের
হাহাকার বেঁধে ভিতরের ছাদে বারংবার।'

ঘোর ভ্রূ-ভঙ্গ তোমার, বিঘ্ন দুঃসহন ;
ছোট্ট একটি বাতায়ন আনে শত বেতাল।
ভুজ-বল্লরী বাড়ালে, বন্ধ কর কি তাও ?
তবে নিশ্বাস নেবার কি হবে, কোন্ উপায় ?

বিড়ম্বনা

শেষ বর্ষায় মরা গাঙে দেখি এল প্লাবন।
আজকে তোমার অধরে হাসির ভরা জোয়ার ;
গ্রীষ্মের জ্বালা বিছানো যে-মুখে প্রতি রেখায়
ফুটল সেখানে ঘন আনন্দ রস-মধুর।

বহুকাল পরে প্রথম প্রেমের লাগে আমেজ,
নব অনুরাগে তোমার শরীর লীলাকমল,
অপাঙ্গে আজ অভ্যর্থনা রবাহূতের ;
কলকাকলিতে ভরালে ঘরের চাপা বাতাস।

এই যে আমার কণ্ঠে জড়ালে কর-ভূষণ !
আমি যেন দিগ্বিজয়ী, আমায় পারিতোষিক
দিলে বাহুমালা। অতলস্পর্শ মায়া তোমার।
আশ্লেষে দিতে চাও অতীতের ক্ষতিপূরণ।

গভীর তোমার ফল্গু-প্রেমের ধারা উছল।
ধন্য আমার দীর্ঘ বেকার দশা-মোচন !
পাগলা বাঁশিতে চমকাও কেন ? করা কি আর ?
এলো যে বোমারু, নীচের তলায় চলো পালাই।

একটি নিবেদন

স্থবর্ণ হাসির তীর বেঁধাও দেওয়ালে
ঝাঁকে ঝাঁকে, তারা সব ভোঁতা হয়ে ঝরে।
তূণ কেন শূন্য করো ? পোষাবে না পরে
এতখানি মেহনত। এবার কপালে
চমৎকার ভাগ্যলিপি লিখেছে সরকার :
অন্নবস্ত্র নিরুদ্দিষ্ট, হয়তো গ্রেপ্তার।

সেই নগ্ন দিনের খাতিরে
কিছু বাণ থাক্ না তূণীরে।

লাল ইস্তাহার

প্রাচীরপত্রে পড়োনি ইস্তাহার ?
লাল অক্ষর আগুনের হল্‌কায়
ঝল্‌সাবে কাল জানো !
(আকাশে ঘনায় বিরোধের উত্তাপ—
ভোঁতা হয়ে গেছে পুরনো কথার ধার।)
যুগান্ত উৎকীর্ণ : এখনি পড়ো
নতুন ইস্তাহার।

ভিড়ে ভিড়ে খোঁজো, ফৌজ আছে তৈয়ার,
প্রস্তুত হাতিয়ার।
শক্ত মুঠোয় স্বর্গ ছিনিয়ে নেওয়া
দেব্‌তারা পারে ঠেকাতে আর কি বলো ?
শৃঙ্খলে এল সৈনিক-শৃঙ্খলা—
উঁচু কপালের কিরীট যে টলোমলো।

নিশ্বাস চাই; হাওয়া চাই, আরো হাওয়া!
এই হাওয়া যাবে উড়ে—
দেব্‌তারা, সাবধানী—
ঘোরালো ধোঁয়ায় হাঁপাবে অন্ধকার;
মানুষেরা, হুঁশিয়ার!
ঘরের জান্‌লা হয়তো বিপদ ডাকে;
মরচে-ধরা ও ঝিমোনো গরাদেগুলো
গোপন রেখেছে আব্‌ছা গারদ নাকি?
ঘরের মানুষ, মৃত রাত নয় ভুলো।

প্রাচীরপত্রে অক্ষত অক্ষর
তাজা কথা কয়, শোনো;
কখন আকাশে ভ্রূকুটি হয় প্রখর

এখন প্রহর গোনো।
উপোসী হাতের হাতুড়িরা উদ্যত,
কড়া-পড়া কাঁধে ভবিষ্যতের ভার;
দেব্‌তার ক্রোধ কুৎসিত রীতিমতো;
মানুষেরা, হুঁশিয়ার!

লাল অক্ষরে লট্‌কানো আছে ছাখো
নতুন ইস্তাহার।

কসাকের ডাক : ১৯৪২

আজভের পিঠের উপরে
চাবুকের শিস্‌ শোনো।

দুই হাজার মাইল দূরে
ঝড় উঠে মিলিয়ে গেল সুমেরু-শিখরে,

মিলিয়ে গেল তুন্দ্রার তুষার-শিবিরে,
ভালদাই পাহাড়ে
রক্তের দাগ শুকিয়ে এল বুঝি।
গাঁজোয়া থাবা বাড়িয়ে সেই বুড়ো জানোয়ার
ছিঁড়তে চেয়েছে হৃৎপিণ্ড—
বিশ্বাসঘাতী বাঘনখ প্রতিহত—
মস্কো··· মস্কো !

তারপর অগণিত প্রেতমূর্তি নামে
দক্ষিণে
কালো মাটি চিরে—
১৯১৭-র নভেম্বরের সকাল
বিদ্যুৎগতি অন্ধকারে
জারজের উত্তরাধিকারে আচ্ছন্ন আবার।
এবার কসাকের কড়া পাঞ্জায় চূড়ান্ত মীমাংসা।
মজ্জায় মজ্জায় এ কৃষাণকে চেনো :
ইউক্রাইনের গমের চারায় কুলাকের হাড়ের সার,
আর ধমনীতে ডনের স্রোত।
জনসাধারণ অসাধারণ।

কৃষ্ণসাগরের কাল ফণায় অপূর্ব আক্রোশ—
দুশমন !
আজভের মাথার উপরে ঝাপট,
ডনের রক্তস্রোতে ডাক :
সাথী, কাঁধে কাঁধ মেলাও—
সাদা রুশিয়ার ভাই হো
বড় রুশিয়ার ভাই
সারা দুনিয়ার ভাই হো
এক সাথে দাঁড়াই
দুশমন রুশিয়ার

দুশমন দুনিয়ার
হাতিয়ার দাও ভাই হো
হাতিয়ার।

সমতলের শব্দ পাথরে পাথরে বাজে কঠিন।
উরালে কলকারখানায় ঘর্মস্নান,
দীর্ঘ পদক্ষেপে অগ্রসর সাইবেরিয়া অশ্রান্ত,
পামীরে ককেশাসে কঠিন আওয়াজ—
সাথী, কাঁধে কাঁধ মেলাও।

স্টেপ্‌-এর আদিগন্ত মায়া মরুবালুতে বিলীন।
সার্থবাহপথে কে যায়—কারা?
উটের কঙ্কালের ছায়ায় অস্পষ্ট কবন্ধের পাল্‌।

খিবা বোখারা সমরকন্দ থেকে লোহার গাড়িতে
আসে মানুষ কাতারে কাতার।
ডনের দুই তীরে অশ্বক্ষুর-স্ফুলিঙ্গ,
খোলা তরোয়ালে রক্তের তাল,
আর ডনের মোহানায় ডাক :
গোলামের দল ফাঁস জড়ায়
পূবে পশ্চিমে বিষ ছড়ায়
সাপের শ্বাস
প্রভু আমাদের চায় মরণ
অগ্রদূতের প্রাণহরণ
সর্বনাশ
ভাই হো

জান দিয়ে গড়লাম রুশিয়া
সোভিয়েট রুশিয়া

জান দিয়ে রাখব এ তুনিয়া
রাখবই
ভাই হো
তোমাদের তুনিয়াকে রাখব
রুখবই তুশমন রুখব
দোসরের মুখ চাই ভাই হো…
হাতিয়ার।

বসন্ত-বাণী

বসন্তে আহ্বান এলো : অস্ত্রে অস্ত্রে প্রতিরোধ করো,
তড়িতে আঘাত তীক্ষ্ণ অব্যর্থ সন্ধানে হানো দেখি।
শীতের তুষার ক্ষ'য়ে রক্তের প্লাবন খরতর ;
আকাশের শ্যেন দৃষ্টি, জল স্থল ক্ষুরধার যেন।
বসন্ত-বিহ্বল লোভ ঘিরে নিল ঘরে ও বাহিরে
সর্ব অঙ্গ। অনিবার্য আমন্ত্রণ সকলের কাছে ;
প্রবেশের দ্বার খোলা নিষ্প্রদীপে সশস্ত্র শিবিরে।

শৃঙ্খলার সমারোহে স্তরে স্তরে সংঘাতের বীজ ;
প্রত্যক্ষ মৃত্যুর ফাঁদ দেখে নেওয়া চূড়ান্ত এবারে,
অবিশ্রাম উন্মাদনা বিস্ফোরণ আমুক নিকটে।

বসন্ত-বাণীতে জ্বালা। ধ্বংসের প্রাচীন অধিকারে
একাত্ম অস্ত্রের শানে শেষের অধ্যায় গাঁথা আছে।

অরণ্য

গাঢ় বনানীর শাখা প্রশাখায় নড়ে
দিবসে-ঘুমানো রাত-জাগা পাখি সারা রাজ্যের যত,
নখে নখে হয় তরু-বল্কলে ক্ষত,
পাংশু সবুজ পাতায় পাতায় পক্ষের ছায়া পড়ে।

নিঃঝুম বন অসংখ্য শিরে তার
ঝিম ধরে' থাকে স্থবিরের মতো গহন অন্তরালে,
বৃক্ষলতায় জড়াজড়ি, ডালে ডালে
জট বেধে যায়, ঘেঁষাঘেঁষি করে' রচি' রাখে কারাগার।

তৃণগুল্মের ঝোপেঝাড়ে দূরে কাছে
নিঃসাড়ে জাগে বহুরূপী নানা সন্দেহ সংশয়;
কি জানি কোথায় কি যে অদৃশ্য রয়,
শিকার ধরার লোভ কোন্‌খানে লালায়িত হইয়াছে!

এই অরণ্য—গূঢ় বেষ্টন এর,
মূলে মূলে আর লতায় পাতায় জড়ায় তোমারে মোরে।
মাটি ফুঁড়ে ফুঁড়ে গুঁড়িগুলি রাখে ভরে'
হাঁপ ছাড়িবার ফাঁকা জমিটুকু, রং ঢাকে আকাশের।

দুজনেই মোরা অরণ্য-শিশু জানি,
এরি ফলে জলে, এরি প্রাচুর্যে পুষ্ট মোদের দেহ;
তুমি জানো সখি জানো নিঃসন্দেহ
কত স্মৃতি ফোটে বন ফুলে ফুলে মর্মের সন্ধানী।

তবু আমি এই অরণ্য ঘৃণা করি,
সমস্ত মোর অন্তর দিয়ে অনায়াসে করি ঘৃণা,
বিশ্বাস করো, কাতরা কণ্ঠলীনা—
মুকুরের মতো নয়নে তোমার আমার মনেরে ধরি।

শাখা প্রশাখায় জটিল বনানী ব্যেপে
রোজ শুনি ওঠে টুঁটি-চাপা টানা গোঙানো আওয়াজ কার,
ঘন নিশ্বাসে কোঁসায় অত্যাচার ;
বনবাসী সবে তবু সুখে সাধে গায়ে গায়ে থাকে লেপে।

অরণ্য মোর অসহ্য তাই লাগে,
শোনো তুমি শোনো, সম্ভব নয় এরে মোর ভালোবাসা ;
যারা ভালোবাসে তারা তো বেঁধেছে বাসা,
দিবসে ঘুমায় রাত জাগে তারা বঙ্কলে নখ দাগে !

দিবস-রজনী

অকস্মাৎ শঙ্কা কেন জাগিল তোমার ?
শঙ্কা কেন কাঁপিতেছে নয়ন-পল্লবে ?
কটাক্ষ নিবেছে আঁখি-তারকার নভে,
ওষ্ঠে সদ্য পলাতকা হাসির রেখার
চিহ্নটুকু লেগে আছে এক প্রান্তে শুধু।
চকিতে কি মরীচিকা ছবির মতন
মুছে গেল মরু-পারে, বিহ্বল গগন
ঝলসিয়া ওঠে আর বালু করে ধূ ধূ ?

বুঝেছি তোমার দুঃখ এল আকস্মিক,
তোমার সুখের নীড় ভেঙে যাবে, তাই
ক্ষতির হিসাবে আজ মন কাঁদে ঠিক—
তোমার খেলার ঘর পুড়ে হবে ছাই।
যারে নিয়ে লুব্ধ লীলা প্রতিটি নিমেষ,
জেনেছ আসন্ন হল তার নিরুদ্দেশ।

২

কি আছে সান্ত্বনা বলো, কি আছে বলার ?
জানো মোর ললাটের অলঙ্ঘ্য লিখন ;

উৎসর্গ-অঞ্জলি ভরি' রক্তিম যৌবন
ধরিল যে তার কিছু নাই বলিবার।
কানাকানি পড়িয়াছে, অবুঝের দল
তোমারে ঘিরিয়া এল সমবেদনায় ;
ওদের দরদ দেখি তোমারে কাঁদায়,
কি জানি এমন শোকে আছে কিবা ফল !

কথার সুযোগ নাহি, শ্বসিতেছে বায়ু,
অস্থির আক্রোশে চাহে বিপদের বলি
কক্ষচ্যুত গ্রহ যত, দাবি দুর্নিবার ;
অধৈর্য হয়েছে মোর শরীরের স্নায়ু।
নিশ্চিন্ত নীলিমা হ'তে পড়ে যাব স্খলি',
জীবন জ্বলিয়া যাবে তোমার আমার।

কোথায় উঠেছে চাঁদ, কোথায় তপন !
আমাদের দুজনার রাত্রি আর দিন ;
ওখানে কাঁদিছে রাতি, এখানে কঠিন
দাহনে জ্বলিছে দিবা পাষাণ-দ্রবণ।
তোমার চাঁদের 'পরে অশ্রুর তুহিনে
আমার সূর্যের শিখা হিম হ'য়ে গেলো,
আব্ছা আলোয় কাঁপে ছায়া এলোমেলো-
নিষ্ঠুর দিনের ছায়া রাত্রির গহীনে।

পৃথিবী হয়েছে দ্বিধা যে-পৃথিবী মোরা
গড়িয়াছিলাম যত্নে মাটির মায়ায়,
ভিন্ন আজি দুই লোক উদয়াস্ত পার।
মিলন-সাথীরা নাই, কখন যে ওরা
নিঃশব্দে ঝরিয়া গেছে সেই অবেলায়।
এখন রজনী তব, দিবস আমার।

বর্ধমান

থমথমে বাড়ির সারিকে
অসহায় ক'রে
বৃষ্টি এলো।
এক বন থেকে অন্য বনে বিচ্ছুরিত সঘন গমক
এসে জোটে চৌকাঠের ধারে
মাথা কোটে বিষাক্ত গরজে,
সর্বাঙ্গে আপন ক'রে তাকে ঘুম পাড়াবার
আমার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হল,
কয়লার ধোঁয়ার কুয়াশার
গ্রন্থিল স্পর্শের নীচে ধমনী কাতর।

পাঁচিলে গুলির দাগ স্ফীত হয়
জলে ভিজে,
দৈত্যের প্রকাণ্ড লুব্ধ মুঠির আকারে
স্ফীত হয় স্তম্ভিত প্রদোষে,
খরশান হাজার বল্লমে
পর্দাগুলো ছিঁড়ে কুচি কুচি
অলিন্দ চত্বর অসহায়।

আমার এ শহরের মাঝখানে নির্জন নদীর
ঘাস-মোড়া পাড়ে
পায়ে পায়ে মরা পথ বেয়ে
জাহাজ-ঘাটায় আজ যদি যাওয়া যায়
দেখা যাবে সমস্তই অস্পষ্ট কাঠামো।
ঝাপসা ওড়না ছিঁড়ে
জাগল মন্থর
সঙ্কীর্ণ কপাল সাদা,
সাদা ঠোঁট হিম গাল

স্তনভাঙা নিমীলিত ত্বক।
করুণ আশ্রয়প্রার্থী অবয়বে দ্বিধা
আমাকে পীড়িত করে,
সায়াহ্নে দুঃস্বপ্ন আসে জলে ভেজা পাঁচিলের কূলে

দ্বিধা ছাড়ো
তুমি দ্বিধা ছাড়ো
অন্ধ গলি মুখে
নিঃশব্দ কী হাসির বিদ্রূপ তোমাকে বিশ্লিষ্ট করে
তুমি জানো আমিও তা অনুভব করি।
বিভক্ত প্রতীক্ষা কেন
আর কেন ?
হে সাথী
বৃষ্টি এল।

সঞ্জীবন

অপরিচিত জ্যোৎস্নায় পাহারা-বদল হল ;
চলন্ত লৌহ শিরস্ত্রাণ শ্রেণী যেন করাতের দাঁত
আমাদের কারাগারের কপাট কেটে
আমাদের বনেদী শিকলের জোড় ফেড়ে
বুড়ো বটের অগুন্তি শিকড় দ্বিখণ্ড ক'রে
আমাদের দাঁড় করিয়ে দিল শড়কে ময়দানে।

করাতের দাঁত আমাদের রক্তাক্ত করেছে ;
চামড়া ছিঁড়েছে, ছিঁড়ুক
মাংস চিরেছে, চিরুক
হাড় পর্যন্ত আঁচড় লেগেছে, লাগুক—
আমরা বাঁচলাম।

মন্ত্রলোপ

দশটা আঙুল জড়ো ক'রে
করজোড়ে হয়েছি প্রার্থনাময় ;
ইতিহাস-বিখ্যাত তোরণে
অবসন্ন ঘণ্টার আওয়াজ
যেন মন্ত্র-উচ্চারণ,
গড়েছে অদ্ভুত আবহাওয়া,
প্রতিনিধি-সঙ্কল্পকে ছিনিয়ে নিয়েছে প্রায়
আবিষ্ট আমার মুঠো খুলে ;
বহুতর রুক্ষ অভিযোগ
আমার নয়নে ফুটে হয়ে গেল পূর্ণ অনুনয় :
পিছনে নামিয়ে বোঝা আমি
সুঠাম মুদ্রায় কমনীয়,
ব্যক্তিগত ভঙ্গীর বাহার
মনে হল অনির্বচনীয়।

আর আজ ?
একাগ্র উত্তাপে দগ্ধ পাষাণ-প্রচ্ছদ,
দশ আঙুলের ডগা অগ্নিবিন্দু।

গলি

কুটিল দংশন কাটে ধানশীষ মাঠে মাঠে,
গেঁয়ো সন্ধ্যা ভয় পায় ;
পাকা বীজ টুং টাং মিঠে নাচে
বেজেছিল ক্ষেতের ডেলায়,
পাগল ঝাউয়ের ফাঁকে
এখন হিংস্র সেই বোল।

দু-একটা লণ্ঠন বুনো চোখ
ডুবে গেল অচেনা গলিতে
সবাইকে টেনে গেল রক্তাক্ত যাত্রায় ;
সে-গহনে অগণ্য প্রিয়ের চলা,
স্নায়ু ফুঁড়ে আয়ুর দুর্বল গ্রন্থি বাঁধা
উন্মুখ বিশ্বাস পোষা বুকে।

দাওয়ার ওপারে
সন্ত্রস্ত গলির কোনোখানে
ছায়া-আঁটা আঁধার ফটকে
অগ্রদূত হৃদয় ঘা দেয়।
তারপর কোন্ রাজ্য, কোন্ রাজধানী ?
প্রিয়তম কোন্ ভবিষ্যৎ ?

মরযাত্রা

ধ্যানী বৃক্ষের ছায়া হ'টে গেল—
তেপান্তরের নৃশংস তেজ নীল বিদ্যুৎ—
স্পর্শের মার দিয়েছে শরীরে,
মরযাত্রায় সহিষ্ণু পিঠ হরধনু-ভাঙা,
ললাটপটের লেখা চৌচির, ভারতবর্ষ।

কালের গরজ ক্রূরবিভঙ্গ—
গণ্ডূষে ধরা সফরি ভদ্র জীবনকে খোঁজে,
ব্যঙ্গে অকাল মরণ সাগরে মন্থন তোলে ;
দেশবিদেশের কথকেরা দেখি
গলা-জড়াজড়ি, করুণ গল্পে অশ্রুসজল ;
চাঁদোয়া ঢাকা সে আসর ছাড়াই পাগলা ঝোরার
অশান্ত টানে।

আদি গঙ্গায় পাড়ি দিয়ে কোন্
স্তূপ গড়ি? তার শিখরে কেতন উড়বে কখন?
ভস্মলোচন উপসংহারে
দাঁড়ি টেনে দেবে অমর মুষ্টি, ভারতবর্ষ?

জুয়াড়ীর দানে দুর্ভিক্ষের
উপহার গাঁথা মুণ্ডমালায়,
কূপমণ্ডূক লালসায় চিতাসজ্জার ঘটা,
অস্তাচলের নিষ্ঠুর ছোপ
রাঙায় কুটীর রাঙায় খামার,
ঊর্ধ্বমুখের যুগ্ম কোটরে
স্থির দৃষ্টির ছুরিকাফলক, গগনস্পর্ধী
সন্ধানী আলো।

দামী কঙ্কালে পথ বাঁধালাম—
জনসঙ্গীর অবিনশ্বর এই মূল্যের
পরিশোধ চাই;
ইতরজনের জিজ্ঞাসা জমে,
শেষরক্ষার সমস্ত ভার তুলে দিয়ে ছেলে-
ভুলোনো ছড়ার মুখস্থ গানে
নেই তার কোনো উত্তর নেই।
করাল প্রাচীরে সম্মুখ রেখা
ছিন্ন এখনো, ভারতবর্ষ।

জয়গান

আমার জয়ের গান টলায়
কলকাতার অথই ঘুম সাগর,
আমার ভেলায় ভিড় জমাট,
উৎসবের আশায় রাত জাগর।

শতেক দূরের সাত তলার
দীপমালায় সাজলো লাখ কবর,
কৃষ্ণচূড়ায় ঝড় দাপায়,
কাল সকালে রটবে জোর খবর।

ঝড়ের ফুকার সুর লাগায়
জয়গানের নিখুত মীড় গমক
দোসর বাতাসে ঠাসবুনন,
হৃৎপিণ্ডে অসঙ্কোচ ঠমক।

তাকাই অবাক আজ, হঠাৎ
ছিন্নহার কঠিন ঐ গ্রীবার
মরু যে আমার চোখ ধাঁধায়
আর তৃষ্ণা হঠাৎ দুর্নিবার।

আমার কণ্ঠে সেই দহন
রাজধানীর প্রবল মেঘবহর
চিরলো বিদ্যুতের পাখায়।
পাশ ফেরে কি চিরন্তন শহর?

অনেক আগের ফুলহারের
সব পাপড়ি ঘিরেছে জলকবর,
লক্ষ কপালে তার তবক,
বিষ শায়কে ছেয়েছে মুখ শবর।

চাকায় চাকায় দেয় কাতার ;
এই দীর্ঘ সরীসৃপ শয়ন
নড়বে মরণ-যন্ত্রণায় ;
উন্মুখর দিনের গীত বয়ন

আমার ভেলায় ; ঘুমসাগর
কলকাতার কুয়াশা মেঘবরণ
ফেড়েছি আমরা কয়জনেই,
গাই আমরা অথই শোকহরণ।

সীমান্ত

আমার বয়সের খাদে গুরুগুরু গড়ায় তারা ;
প্রতিমাগুলো ব'য়ে এনেছিলাম
মাথা ভ'রে কাঁধ ভরে এত উঁচুতে
তারা এখন ভাঙল ;
আমার চিন্তায় ভাবনায় তাদের ভাঙা হাতের করকরে চাপ,
আমার মগজে তাদের পতনের উদ্বেগ.
তাদের ক্ষতবিক্ষত ঠোঁটের বাঁকে আমার আগ্রহ থুবড়ে পড়ল,
গড়িয়ে-যাওয়া মিলিয়ে-যাওয়া জোড়া উরুর আদিম প্রতাপ
আমাকে নাড়িয়ে দিল ভূমিকম্পে ;
তারা ভাঙল
তাদের উল্টোনো চোখের ছোঁয়ায়
বোবা দৃষ্টি ফুটল ঢিবিগুলোয়,
কাঁটা দিয়ে উঠল ঘাসের শুকনো শীষ।

এই অনুর্বর অধিত্যকার উপর দাঁড়িয়ে আমি
ফাঁকা আলিঙ্গনে কাকে জড়াতে চাই ?

একদিন কাদা থেকে পা দু'খানা জোর ক'রে উপড়ে উঠে এসেছিলাম,
হাস্যকর বসতি দু'পায়ে দ'লে
নিজের তৈরী ধাপ বেয়ে উঠে এসেছিলাম।
আমার সেই সিঁড়ি ভাঙার কাহিনী মহৎ কাহিনী,
দুটো মুঠোয় দুটো কাঁধে বাঁকানো কোমরে
আমার ভারবহনের সে ছবি মহৎ শিল্প ;
সমবেদনার ঝাঁঝে আমি গলে যাইনি,
মিরগি হাসিতে সুরেলা কান্নায় স্তোকে উপহাসে
সকাল বিকেলের ঘুরন্ত চাকায়
সমবেত সঙ্গীতে
আমার টগবগে শিরা উপশিরা বেজেছিল জঙ্গী বাজনায়,
আমি অতিকায় মূর্তিতে এগিয়ে গিয়েছিলাম।
এক সময় থেকে আর-এক সময় পর্যন্ত গহ্বরের উপর দিয়ে
যে-সব সেতু বেঁধেছিলাম
সেগুলো কিন্তু চমৎকার দেখায়,
শীতে গ্রীষ্মে এলোমেলো ধাক্কায় এখনো তারা টিকে আছে
গুরুভার পদক্ষেপের পর এখনও তারা গমগম করছে।

নিঃসঙ্গ অধিত্যকার পিঠ থেকে ঐ সব অতীত কীর্তি নজরে পড়ে ;
সে কি যন্ত্রণা ? সে কি সান্ত্বনা ?
বিপন্ন শিখরে আমি দাঁড়িয়ে আছি,
নীচে তাকিয়ে গড়ানো প্রতিমাগুলো দেখি,
পরিশ্রমের আরকে জীয়ানো আমার দৈত্যমূর্তি চুপসে আসছে ;
ভবিষ্যতের পটে কি একটা তিলপরিমাণ বিন্দু হয়ে আমি
লেগে থাকব এইখানে ?

কিন্তু এক প্রবল স্বস্তির শূন্য আমাকে টানছে আর এক অভিজ্ঞতার শিখরে,
আসন্ন দিনে পাখা ভর দেবার সুযোগ পাব যেন ;
ইতিমধ্যে অনুভব করছি আমার কপালের ঘাম নিঃসাড়ে শিশির হয়ে
ফুটছে।

চিতা

চিতার আলোয় আনাচ-কানাচ ফর্সা হয়ে এল ;
একটা দুর্দান্ত ভয়
যেখানে ওৎ পেতে থাকত ফুলে উঠত
মাটিতে ন্যাজের বাড়ি মারত
সেখানে কিছু নেই।

তাকে অনুভব করা যেত :
ক্ষেতের আলের কিনারে উইঢিবির ফোকরে
কারখানায় মেশিনের ইস্ক্রুপের খাঁজে
ডেসকের উপর লেজারের জাব্দা পাল্লায়
তার মারমুখো অস্তিত্ব গরগর করত।

প্রেমের স্তব মন্দির হয়ে উঠেছিল
কিন্তু দমকা ভয়ে ধ্বংসে পড়েছে তাসের ঘরের মতো,
তার কত যে শোচনীয় ভগ্নস্তূপ পড়ে থাকল ইতস্তত,
প্রত্নতত্ত্বের ধুলোমাখা পবিত্র সব গম্বুজ ;
লতার মতো যারা জড়িয়ে জড়িয়ে উঠেছিল
তারা চমকে সাপের ছোঁয়া লাগিয়েছে,
তাদের মুখে চেরা কথার কামড়,
দেখা যাবে চেতনার বিষাক্ত দলগুলোয় তারা কিলবিল করছে।

দু'মুঠো লাল ভাতের স্বাদে চোখের জলের নুন এখনও মাখা আছে,
এই কয়েক মিনিট আগে সবাই তাতে মুখ দিয়েছে
এবং যথারীতি কুঁজো হয়ে ঘামের ফোঁটা ফেলে জমেছে এসে মশানে.

ঘানি ঘোরার টালে
লাঙলের ফালে
লোহাগলানো আঁচে
কে বাঁচে কে বাঁচে ? কে ?

চিঠিপত্রে জমাখরচে দলিলদস্তাবেজে
কালোহলদে ডোরা
হাড়মাস চিবিয়ে-ফেলা শাসানি
একসঙ্গে পাহাড় হয়ে পুড়ছে ;
গনগনে আনাচে-কানাচে
সেই বাঁকা অস্পষ্ট দুরন্ত রেখা আর নেই,
চিতার অবিশ্বাস্য আলোয়
এ-কোণ ও-কোণ ফর্সা হয়ে এল,
সকলের চেহারা ঝলসে উঠেছে
চামড়ায় ধরেছে টান,
আকাঙ্ক্ষায় প্রত্যাশায় সন্দেহের গভীরতায়
ধনুকের ছিলার মতো টনটন করছে এতগুলো প্রাণী।

কে বাঁচে ?
ঘানিঘোরার টালে
লাঙলের ফালে
লোহাগলানো আঁচে
কে বাঁচে কে বাঁচে ? কে ?

বিষ

শান্ত বিষ একদিন ফেনায়।
বুকভর সাদানীল কুঁড়ি
দুলে ওঠে রংচটা ক্ষেতে
ঘনঘোর অরণ্যের কোনায়।

প্রত্যহের নিষ্পলক কুঠার
থমকায় কপালের পাশে
কাঠুরিয়া মন যায় খ'সে
খ'সে যায় বাঁধ সেই মুঠার।

মাঠের আকাশে রংবদল
আনে দূর সাগরের ছায়া,
কুঁড়ির দোলায় সাদানীলে
ঘনায় নিবিড় শূন্যতল।

অনিবার তরঙ্গের প্লাবন ঃ
আমার তৃষ্ণার কূল ভাসে,
কায়মনোবাক্যে লাগে নেশা,
আমার ইন্দ্রিয়ে লাখ শ্রাবণ।

অবনতমুখী প্রেম মাতাল,
রোমাঞ্চে ছেয়ে যে গেল জমি,
পৃথিবীর ঘুর সোনাগড়া,
স্বর্গ নেই, নেই আর পাতাল।

নিটোল জগতে পৌঁছিলাম;
আমাদের বাস এতদিনে
অনবদ্য হয়ে ওঠে যেন ;
ফুলফল ফসলের নীলাম

বন্ধ হল ; প্রিয়মুখ-বলয়
নিটোল মুকুরখানি ঘেরে।
কোরক ফাটুক এর পরে
তেজী বিষে এসে যাক প্রলয়।

ভ্রূকুটি

সে এক হাস্যকর সময় ছিল—
আমরা রাতের পর রাত বাইরে এসে মেঘলা আকাশটা দেখতাম
আর মনের ইচ্ছাগুলো মোলায়েম ক'রে মেলে ধরতাম
যদি গুমোট ভাঙে।
খোদাই-করা ঝাপসা ভ্রূকুটি আরো জ'মে উঠত
ঠোঁটে ঠোঁট বুকে বুকে আঙুলের জোড়ে টাটকা ক্ষতগুলোর
কানায় কানায় সমস্ত ফাঁক ভরতি ক'রে আকাশ জুড়ে থমথম
করত ভ্রূকুটি,
তার দিকে তাকিয়ে আমাদের হাঁপ ধরত।

যখন ঘরে ঢুকে বসতাম হাত-পা কুঁকড়ে
আমাদের জরদগব আলাপে নুয়ে পড়ত ফাটা ছাত
কড়িকাঠগুলো ঝুলত খাঁড়ার মতো
আমরা পাঁজর চেপে ধ'রে হৃদয়যন্ত্রটা বাঁচাবার চেষ্টা করতাম,
আমাদের কানে কানে ঘুরত শোকসঙ্গীতের মহড়া দীর্ঘ অদম্য।

এখনো সেই ভ্রূকুটি খোদাই হয়ে আছে
বাইরে যখন আসি দেখি
কিন্তু আমরা তার প্রত্যেকটি রেখা আলাদা আলাদা ক'রে বেছে
নিতে পারি চোখ দিয়ে,
আমাদের হাত নিসপিস করে;
আমাদের শরীরজোড়া জখমের দাগ বর্মের মতো কঠিন মনে হয়।
ঘরের মধ্যে আলাপ গভীর গভীরতর হয়ে জমাট বাঁধে
আমাদের পরস্পরের কথাবার্তা জুড়ে গিয়ে সবুজ এক দ্বীপ তৈরী হয়
সেখানে সকাল এসে পড়ে ছাতের ফাটল দিয়ে,
আমাদের পরস্পরের কথাবার্তা জোড়া লেগে লেগে স্তম্ভ হয়ে দাঁড়ায়
তার উপর ভর দিয়ে ঘরটা অটল থাকে,
আমাদের পরস্পরের কথাবার্তা ফুলতে ফুলতে বন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে যায়
একঘেয়ে গোঙানি।

যখন পায়চারি ক'রে বাইরে আসি
তাজা তাজা মৃত্যু দেখি এধারে-ওধারে।
কিন্তু কি আসে যায়?
এ-সব মৃত্যু আর মৃত্যু নয় আমাদের কাছে।
আমরা জ্বালিয়ে দিয়েছি জ্বালিয়ে দিয়েছি নিজেদের,
স্বচ্ছ উত্তপ্ত অনির্বাণ জ্বলছি আমরা,
আগেকার সেই বশম্বদ ইচ্ছাগুলো আমাদের মধ্যে পুড়ে মরছে দেয়ালী পোকার মতো;
আমাদের সারা কাঠামোয় আগুন হয়ে আছে মাত্র একটি উলঙ্গ ইচ্ছা:
উপরে নিশানা ক'রে ঠিক মাঝখানে মারব হাম্বর তুলে
খিঁচোনো রেখাগুলো খানখান হয়ে যাবে, একেবারে চুরমার গুঁড়োগুঁড়ো হয়ে যাবে
তারপর ঝমঝম ক'রে বৃষ্টি হয়ে নামবে।

জাগর

এ কোন্ নির্জন ভালোবাসা
আমাকে উত্তাল ক'রে রাখে
শিখরে শিখরে রক্তে রক্তোচ্চার গানে?
ফেনার তুফানে অন্ধকারে
কলার ভেলায় ভেসে ভেসে
অন্তরে জড়াই শুধু সমৃদ্ধ উত্তাপ;
এই কেন্দ্র-উষ্ণতায় লেগে
উঠবে কি অফুরান আলোর ফোয়ারা দাহ্য রাতে
উরুর কটির প্রান্তে তারা ঝরে দূর তারা ঝরে
শূলে-ফোঁড়া সময়ের খুলি ভরে
অজস্র বুদ্বুদে অন্ধকারে
উদ্দাম শিখরে তুলি আমি।

ঢেউয়ের পরতে আমি যে বীজ ছড়াই
ফাটে তা ডুবন্ত চাপে,
অনেক অঙ্কুর ভাসে
জীয়ন্ত আবেগে আর আমার মুখের চারিদিকে
জ্যোতি হয়ে চায় ঝলকাতে।

যে মুহূর্তে গ'লে গিয়ে অতলে তলায়
সেখানে গর্জায় স্ফীত রক্তের প্রপাত,
আমার নাড়ীর বেগ
অস্থিমজ্জা ধুলো ক'রে বহমান অন্ধকার রাত ;
এ কোন্ নির্জন ভালোবাসা
তালি দিয়ে ভ'রে দেয় আকাশের ছাত ?

উন্মাদ ক্ষয়ের বিন্দুগুলি
হার গাঁথে পৃথিবীকে ঘিরে ;
জন্মান্তর উপহারে হঠাৎ কি শোভা পাবে
নদীবন পাহাড় নগর,
নির্বাসিত জন্মের নগর ?
মনে হয় রক্তের এ উচ্চারণ যেন মিলে যাবে
জোয়ার-সমুদ্র-ঘূর্ণি-মনে,
আমার ভেলার সেতুমুখে
সন্তানেরা পার হবে ক্ষিপ্র থেকে ক্ষিপ্রতর পায়ে
রাত পুড়ে ছাই হবে তাদের পায়ের উল্কা লেগে।

তাই কি নির্জন ভালোবাসা
আমাকে উত্তাল ক'রে রাখে
শিখরে শিখরে রক্তে রক্তোচ্ছাস গানে !

শিশুর কান্নার ঘর

শিশুর কান্নার ঘর
গড়া হয় বুকে বুক রেখে,
আদিবাস লগ্নে চোখে চোখে
বলা হয় একটি জীবন্ত ভাষা
বিদ্যুতের মতো বাঁকাচোরা,
ঘুমভরা আঁধার সুষমা
দুরন্ত সাড়ার রুক্ষ
বিচ্ছুরিত মশালের মতো,
পৃথিবীর দেউলিয়া মাঠে
একটি বিপন্ন ঘর গড়া হয় বুকে বুক রেখে।

অহঙ্কারে কৌতূহলে
দূর থেকে কাছ থেকে সমাগত মন
ব্যূহ বেঁধে ঘিরে ফেলে তুচ্ছ কোণটুকু,
আশীর্বাদী বাণী ঝরে
বোজা দুই চোখের পাতার 'পরে,
তারস্বরে প্রত্যাশার মুষলধারায়
ভাসে ঘর ভাসে তার উঠানের পথ।

আহা সে কী ছলছল রক্তের ভৃঙ্গার!

পোড়া গাছ একক শাখার
উদ্বেগের ছায়া ফেলে দাঁড়ায় শিয়রে,
নতুন নিশ্বাস পড়ে বাষ্পাকুল হাওয়ার ভিতরে
তারপর জ'মে হয় ভারী ভারী ভয়ের মুখোশ।
বিদ্যুতের মতো ভাষা
ভোরবেলা হলুদ আলোয়

মিশে যায়, কাঁচা রোদে ঘরের দুয়ার
অলঙ্কারে সাজে।
ভিড় বাড়ে ;
কোটি কোটি প্রাণ
একটি প্রাণীকে চায় যে তার চরম প্রতিশ্রুতি
ঢেলে দেবে সাগরে মরুতে ময়দানে
ঘামে রক্তে প্রাণে।

আশার আদলে গড়া একটি মুখের
পরিধি বিস্তীর্ণ হয়,
নিরবধি কাল
আর নয় উদাসীন নয়
বরাভয় আর নয়,
সকালের রোদে ধরে জ্বালা,
রঙীন পেয়ালা
ভ'রে ওঠে হত্যার আস্বাদে,
উজ্জ্বল মুখের শব্দ
মেশে গিয়ে পাথরের পাতালের খাদে।

এ কী ভাষা
মৃতবৎসা পৃথিবীতে
এ কী আশা
শিশুর কান্নার ঘরে !

আহা সেই ছলছল রক্তের ভৃঙ্গার !

সুকান্ত

মৃত্যুর আগের দিন পড়ন্ত রোদের দিকে তাকিয়ে কী ভেবেছিল সুকান্ত? যে ছোট্ট বুকটা আর ছোট্ট মাথাটা অনবরত কবিতায় উথলে উঠত তাদের নিঃশব্দ শেষ ডাক শুনতে পাওয়া গেল না। আমি নিশ্চিত জানি তা একদিন হঠাৎ চীৎকার ক'রে উঠবে। যাদবপুর হাসপাতালের মাঠ বাড়ি পুকুর তার আওয়াজে গমগম করতে থাকবে। ভালোবাসার, আশার, নৈরাশ্যের, মৃত্যুর, আরোগ্যের, সংগ্রামের সেই উদ্দাম হারানো ভাষা যাদবপুরের রোগীদের বিছানা ছাড়িয়ে আমাদের সকলের ঘরে এসে তোলপাড় বাধিয়ে দেবে। কিন্তু ততদিন আমার মাঝে মাঝে মনে হবে, মৃত্যুর আগের দিন পড়ন্ত রোদের দিকে তাকিয়ে কী ভেবেছিল আমাদের সুকান্ত? রোদের একটা ঝলক যদি সুকান্তর অন্ধকার অন্ত্র আর ফুসফুসের মধ্যে ঢুকতে পারত!

নেপথ্য

মেঘে ভারী ঘুম আচমকা বিদ্যুতে
চিরে যাবে, সেই ঝলকে দেখবে
আমার রাজ্য-নেপথ্য-মায়া,
দেখবে মাড়ানো মরা পাতাগুলো
সেজেছে তোরণে, দুরান্ত মন ছুঁতে
ভ'রেই ফেলেছে হাতছানি দিয়ে
কঠোর উদাস গুহাগর্ভের
পাতাল বিসার, গ্লানি পরাজয়
সর্বনাশের মুকুট পরেছে তুলে
আমার পিছনে সারিবাঁধা ছায়া,
দেখবে আমার স্নায়ুর উপরে
ঝরে চাঁদ ঝরে অবাক প্রেমের
শিশির রাত্রি-বিস্মৃতি-কালো চুলে।

দেখবে আমার ধ্বংসের নীড় ভ'রে
কিশোর গ্রীবার অপেক্ষা আর
অটল চাহনি চোখের কোনায়,
পাথুরে মাটিতে নাম লিখে চলে
ছুঁড়ে-ফেলা হাড় অরণ্য অক্ষরে,
শোকমূর্তির মুখের শিলায়
অক্ষয় হয়ে রয়েছে আমার
কল্পনা মন, হাজার হৃদয়
টলটল করে যেন কোনো গোধূলিতে,
ছেঁড়া শিরাগুলি স্রোতের মতন
বয়েছে দেখবে নিরন্ন মাঠে
শস্যের বান ডাকার কুহকে
বয়েছে অবিশ্রান্ত ধূসরে পীতে।

দেখবে আমার মৃত্যু বলাকার আশা
ছেয়েছে সন্ধ্যা ছেয়েছে তৃষ্ণা-
দুর্গম হ্রদ, অঝোর পালকে
তুষারের দীপে ভাস্বর এক
পরিক্রমার স্বর্গমুখর ভাষা,
আমার হ   পাত্র
হীরে বুনে দেয় অতল খনিতে
বিরল আভার সুড়ঙ্গে নেমে
জড়ো হয় যত ছত্রভঙ্গ সাথী,
দেখবে এমন মেঘের বেলায়
নিশ্বাস-চাপা কঠিন সাগরে
আমার অজেয় মাল্লারা ঝোড়ো
আবেগে সামনে ঠেলেছে বুকের ছাতি।

অপরিমাণে

১

হে বেগবতী নদী
আমাদের শিথান ভিজে গেল ঘরঘেঁষা বহতার চাপে।
জমাট মাটির ভিতরে দেয়ালের ভিতে রুবরে
অতীত বৃত্তান্ত ক্ষমাহীন
ধ্ব'সে পড়ার স্পন্দন যেন মূর্ছনা,
আমাদের হাত-পায়ের জটিল জোড় খুলে গেল
খুলে গেল জোয়ারবাঁধ ফটক,
আমি উঠে বসেছি অস্ত-রঙের বিছানায়,
শোনা যায় ঘনঘটার আকাশে বিদায়ের ঘণ্টা
কিশোর আমার কিশোর
সে যেন জোয়ান হয়ে উঠল পলকে
প্রাপ্তবয়সে বেড়ে উঠল অনিবার্য হয়ে,
মুহুর্মুহু গেরুয়া টানে
তার বুকের দু'খানা বাতা হাপরের মতো ফোঁসে,
আমি কান রেখে শুনি দুন্দুভি বাজে।

হে বেগবতী নদী
সমস্ত পৃথিবীর ভস্মস্তূপ নিঃশেষে ধুয়ে নিয়ে যাও।

২

হে বিশাল মোহনা
তোমার ডাক পৌঁছেছে বালকের কাছে,
কচি ঠোঁটে উড়ে এসে লেগেছে শীকর
রাশি রাশি শস্যকণার মতো,
পুষ্টির অপরিমেয় উৎসের দিকে তার মুখ ঘোরানো,
ঘোলাজলের পলি ছেড়ে সামনে বৃষ্টির দিগন্ত,

ঘরদোর মুছে ফেলে বন্যা প্রান্তর ডুবিয়ে অগাধ সেই অভিযান,
জানা নেই অজানা নেই মৃত্যুর আর জীবনের ঘূর্ণির আকর্ষণে
বিস্তর বিলোপে এক হয়ে মিলিয়ে যাবার আগ্রহে
তমসার গর্ভে প্রথম অনুভব-করা জন্মদেশের আবিষ্কারে
অদ্বিতীয়
আমার কিশোর।

হে বিশাল মোহনা
ভবিষ্যতের উপকূলে বিশ্রামের স্পর্শ কি লাগে ?
পীতসবুজ বিস্তার ফুলে ফেঁপে একাকার ক'রে দেয়
বালির বসতি তৃষ্ণার মরীচিকা,
উদ্‌ভ্রান্ত চাঁদে উদ্‌ভ্রান্ত সূর্যে গ্রামনগরে
পূর্ণ গ্রাসের ছায়া পড়ে।

হে বিশাল মোহনা
সমস্ত পৃথিবীর ভস্মস্তূপ নিশ্চিহ্নে তলিয়ে দাও।

আহ্বান

কখনো কখনো
মাথা তুলি পিপাসার গহ্বর ছাড়িয়ে ;
তোমার অমৃত-চোখ কী দেখে তখন
কী দেখে আমার মুখে ?
হয়তো মহিম্ন স্তোত্র পাঠ করো বিধ্বস্ত কপালে,
প্রথম পাখির উষা বুঝি জেগে ওঠে বন্য চুলে
কিম্বা কোনো জ্যোতিষ্মান কথার ঝঙ্কার তুমি শোনো দুই ঠোঁটের পেষণে

তোমার উদ্বেল বাহু তরঙ্গের জোয়ারে ভাসায়
দিগ্বলয় অন্ধ পথ সূর্যাস্ত বাসনা :

আমি কি অবাধ্য নৌকা
আলেয়ার তীর ঘেঁষে ডুবে যাব উচ্ছ্বাসের ফুঁয়ে ?
হয়তো তা জানো তাই বননীল জাদু
ভুলে গিয়ে কাঁপো তুমি
শীতের গাছের মতো কখনো কখনো।

এর চেয়ে ভালো তুমি
নেমে এসো পিপাসার গহ্বরে আমার,
তোমার অমৃত-চোখ খুঁজে পাক দিশা
অঙ্গের জ্বলন্ত রোদে,
জ্বলুক নিখুঁত মিলে আমাদের সহমর তৃষা।

একাগ্র দুঃখের তপে

একাগ্র দুঃখের তপে জটাজাল নড়ে, গ্রামচূড়া
ভগ্ননীড় অপরাহ্ণে ডাকে স্বচ্ছ ধারা
পবিত্র পত্রের পুটে, বট অশ্বত্থের ডালপালা
শোনে এক আগন্তুক কাকলীর কাল
ঘূর্ণির আকাশে,
মৃত্যুর মতন ঠাণ্ডা ঘাটে
রোদে ঠাঠা আকালের মাঠে
সর্পিল শিকড় ফের পেয়ে যায় জন্মের ঠিকানা।

হাতে হাত দিয়ে ঘেরা মরা জমিটুকু
রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে ঘাসের ডগায়,
আধখানা চাঁদের আলোয়
কিম্ভূত সে মুখগুলো
গ্রীষ্মের হাপরে জ্বলা ঠোঁটগুলো

শিশিরের স্বাদে যেন কুঁড়ির মতন ঠাসা
সে পিপাসা
হৃদয়ে হৃদয়ে ঘুরে কোন্ এক প্রস্রবণে দিয়েছে চুমুক,
জীবন-উৎসুক
মানুষেরা দাঁড়িয়েছে পায়ের কিণাঙ্কে কাঁটা দ'লে
হাতে হাত দিয়ে মত্ত নৃত্যের ভঙ্গীতে।

দৃষ্টির অগাধ বন্যা
ডোবায় অসাড় শোক লোকসান নীলামের হাট,
অপূর্ব কপাট
যেন খুলে যায় গাঢ় অতলস্পর্শের দেশে,
চায় অনিমেষে
একটি চরম আশা আবর্তের অস্থির গহনে,
দুর্বল মন্থর কলি
দ্রুত ফেরে স্বরে স্বরে, কণ্ঠের দমকে
ঝড় মেশে,
উন্মত্ত জটার জাল ঘিরে
ফুলে ফুলে ফেঁপে ওঠে আদিগন্ত বিশাল গর্জনে।

চৈতালি

গ্রীষ্মের ধূসর ফণা দোলে
ফণীমনসার ঝাড়ে তুলসীতলায়,
ভিটেমাটি উচ্ছন্নের উজাড় চৈতালি
ওড়ায় সন্ধ্যার দেশ
ঘুমন্ত স্নেহের রাত,
নিশ্বাসের ঝড়ে
অমৃতসমান কথা ছিঁড়ে ছুটে একাকার,

হাহা করে বুকের আগল,
শতমূল অদৃশ্য বারণ
ঝুরঝুর মাটি ঝ'রে আলগা হাওয়ায় খোলে দরজায় দরজায়,
গোধূলি-স্মরণ বাসা
চিতা যেন চৈত্রের দুপুরে
নগ্ন মন নগ্ন ভাষা
প্রখর বিদ্রূপে তাতে পাঁজরের আকাঙ্ক্ষার মোহের পিছনে।

তবুও আমরা মুগ্ধ গ্রীষ্মের ফণায়
আমরা ধুলায় মন্ত্র খুঁজি ;
আঙিনার পারে এসে দাঁড়িয়েছি, শপথের মুঠি
তুলেছি তোমার দুটি পদ্মহাত ছেড়ে,
তোমার মুখের দিকে আশা মেলে সূর্যমুখী ফুলে জেলে
প্রান্তকাল প্রান্তরের রোদমোড়া সীমানায়, সীমানা ছাড়িয়ে
সঙ্কল্প রেখেছি, দূর দূর পথে
ছড়িয়েছি কঠিন আহ্বান।

ঘরছাড়া বাতাসে বাতাসে
আঁচলের পাল ওড়ে, মানুষের অগাধ মোহনা
দিগন্তে কোথাও কলকল, সমুদ্র-দমক
পায়ে লাগে উড্ডীন ডানার তালে, তোমার স্বপ্নের
গুহা এক অগ্নিগিরি, স্বপ্নের স্তবক
চঞ্চল শিখায় উঠে সকাল রাত্রিকে মুছে ফেলে,
আয়নার মতো এই হৃদয়ে তির্যক পড়ে
আলো দিন ধাঁধানো ঝলক ছোটে তীব্র আলো দুঃসহ মুক্তির সূর্যপারে।

উৎকর্ণ

রুদ্র এক রাত্রি ঠেলে বিহঙ্গের ডানা
শব্দের রেখায় পথ পথান্তর পার হয়,
বুকচাপা ঘরের ভিতর
শিহরায় আশা স্বপ্ন অন্ধকার উন্মুখ জঠর ;
নিথর উৎকর্ণ জাগি
কখন মিলবে তারা
ভোরাই রক্তের স্বরে জীবনের প্লাবনের রোলে।

বাঁধ

এ নির্মম নদী
সাপের মতন ফোঁসে, লোহার নিশ্বাসে দিনভর
থমথম কালো মেঘ, অরণ্যের ভয়
তীরে তীরে চেপে বসে, জিঘাংসার দাঁত
কুরে নেয় মধুমূল,
আমাদের হাতগুলো জোড়া লাগে দুঃসাহসী বাঁধে,
মৃত্যুর শপথে উচ্চকিত দুর্দম বিস্তার।

স্বাক্ষর

শহরের পাথরের গায়ে দিলাম স্বাক্ষর,
লক্ষ লক্ষ কণ্ঠ তূর্যে জাগে
ঘরছাড়া দল জমে সমুদ্র-গভীর
জমে সকাল সন্ধ্যার আগে
জমে তামাশার আসর ভাঙার আগে,
টলমল ধূসর সময়ে
স্তম্ভগুলি আগুনের শিখা
দীর্ঘ রাতে আলো পড়ে,
ইটকাঠ ইস্পাতের স্তূপে
নিশানের মতো ওড়ে একটি মশাল।

পরিখার পার

নিস্তব্ধ শস্তের ভিড়ে হারিয়ে যাবার ডাক দিয়ে
দিন যায় জ্যোৎস্নার মন্ত্রের মতো,
উর্বর প্রস্তুতি
রুদ্ধ হৃদয়ের চাপে উত্তরোল আন্দোলনে
সীমান্তের সঙ্কীর্ণ এলাকা জুড়ে অস্ফুট চীৎকারে।

মৃদুদীপ ভালোবাসা দাবানল হতে চায়
জঞ্জালের স্তূপ ছুঁয়ে ছুঁয়ে,
তীব্র গূঢ় ক্ষত
অশ্রান্ত নির্ঝরে ধোয় বপনের কাল,
প্রতীক্ষা শেষের দৃষ্টি
দেখে এক ভবিষ্যৎ ফোটে শুভ্র বিশাল পুষ্পের দলে
শান্তির শিশির-মুক্তা ঝলমল পৃথিবীকে দেখে।

আমরা মুঠোয় নিয়ে অবিনাশী বীজ
পা বাড়াই নিষেধের পরিখার পারে।

প্রবাসী

সাত সমুদ্রে বিলুপ্তির মাঝে থেকে তোমায় ধরলাম
আকাশ-তরঙ্গে ছড়ানো নিরুদ্দেশ পথ থেকে,
সন্ধ্যায় এক স্থির বিন্দু জ্বলে আমার দিগন্তে
রৌদ্রে জ্বলে কঠিন মণির মতো,
পাইনের হাওয়ার বন স্বপ্নস্বর খুঁজে পায় :
তোমার মন্ত্র তোমার হাসিকান্না তোমার নিশ্বাসপতন।

বসন্তের বিভোর গান আমাকে ছড়িয়ে দেয় দূর মাটির ধুলোয়
আমার বুক দিয়ে আমি অনুভব করি দুরবগাহ স্পন্দন
বিষুব রেখার নিবিড় তাপের স্রোত,
অশ্বারোহী সেনার মতো আমার প্রখর ইচ্ছা প্রবল আশা
যাত্রা করে উন্মনা ঝিঁঝি-ডাকা ছায়াবেলায়
তারা আবার জয় ক'রে নেবে হারানো প্রিয়তম ভুবন।

নতুন মহাদেশের জঠর থেকে
এ যেন এক রক্তাক্ত সত্যের জন্ম।

নিস্তব্ধ ঘর গভীর কথায় ভ'রে সাড়া দেয় :
তোমায় ভালোবাসি ভালোবাসি।
প্রতিধ্বনিতে হৃদয় পূর্ণ আমার পাহাড় প্রান্তর মুখর
মুখর বিস্মিত অপরিচিত বিদেশ।

ভয় হয় কানের পর্দা বুঝি ছিঁড়ে যাবে,
কোলাহলের মধ্যে ডুবে যখন রত্ন খুঁজি
মাঝে মাঝে ওই রকম মনে হয়।
অতলস্পর্শ বধিরতার নিচে শয্যা পাতা থাকে
কবরের আস্তরণে মোড়া,
বেহুঁশ বিশ্রামের তাগিদ আসে অনবরত
মাপা যায় না এমন অচৈতন্য টান দেয়।
কিন্তু কোথা থেকে আলো পড়ে,
আবছা দেখি
বেওয়ারিশ বাঁচা-মরার এলাকায় থমকে দেখি
কিছু ঝলমল করে,

কবরের চেয়ে তাকে কঠিন লাগে
অপঘাত মৃত্যুর চেয়ে তেজীয়ান ;
আমি অজস্র হাতে তাকে খুঁজতে থাকি।

এক-একবার ভয় হয় ফেটে যাব ;
আজন্ম বেঁচে থাকার তাপ বোমার মতো উগ্র-বিস্ফোরক হয়েছে,
আমার এক সঙ্গে আঁটো হয়ে থাকার মানে একেবারে উল্টে যায়,
মাত্র একটি দেশলাই-কাঠির মুখে উড়ে ছড়িয়ে যেতে পারি
অথচ আমাকে পাথর-ঠোকা ঝাঁক ঝাঁক স্ফুলিঙ্গ মেখে নামতে হবে।
চারপাশের আবহাওয়ার সমুদ্র গলা সীসের ঢেউ তোলে ;
আমার অনায়ত্ত রাজত্বের মুখোমুখি আমি ধ্বংসোন্মুখ হয়ে থামি,
অভাবনীয় আমূল বিস্ফোরণে আমি মিলিয়ে যাব
অদৃশ্য হয়ে যাব দায়হীন অনস্তিত্বে
এই রকম পরিণাম পরিপূর্ণভাবে নিজস্ব হয়ে ওঠে ;
জগৎ-সংসারের কেন্দ্রে আমি যাবজ্জীবন উৎসর্গের শেষ নিষ্ফল
পরমাণুতে কাঁপতে থাকি।

কিন্তু কোথা থেকে ঠাণ্ডা ঝাপ্টা লাগে,
পাঁশুটে অস্পৃশ্য সমুদ্রে গা-জুড়োনো সোঁত চলে
একটা প্রায়-হারানো খাতে ;
সেই প্রবাহের সীমানায় কিছু ঝলকায়,
বিস্ফোরণের চেয়ে তাকে জোরালো মনে হয়
বিলুপ্তির সমুদ্রের চেয়ে বলীয়ান।
আমি দৃক্‌পাতহীন ঝোঁকে নিজেকে ছেড়ে দিই।

বিদারণ

নখ বসিয়ে নিজের কল্‌জেটা ফেড়ে ফেলেছ
স্নেহময় কোমল বুক কেমন সহজে ফাঁক হয়ে গেল :
পরতে পরতে রক্তে মাংসে জড়াজড়ি
দরদে সহানুভূতিতে করুণায় অনুকম্পায় খাপি জমিন ;
রক্ত বেরিয়ে এল প্রথমে হুড়মুড় ক'রে বাঁধভাঙা প্রেমের মতো
তারপর ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে ঝরতে লাগল যেন শাশ্বত শান্ত ভালোবাসা।

তুমি দেখতে চাও তোমার হৃৎপিণ্ড ?
এখন নখ দিয়ে তাকে ছোঁয়া যায় :
মখমলের মতো মোলাম
আল্‌তো একটু চাপ দিলে আঙুলের ফাঁক দিয়ে গ'লে ছড়িয়ে পড়ে
তিন কোণের নির্যাসে যেন চাঁদের আলোর বুনন টের পাওয়া যায়
অনুভব করা যায় বুকের হাড় চামড়ার চেয়ে কত বেশী নরম।
রক্তের এক-এক ঝলকে ভালোবাসা চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দেয় আমার।

তুমি স্পর্শ করেছ কিন্তু দেখতে পাচ্ছ না,
আহা তোমার কি আকুলতা !
মাথা ঝুলিয়ে চোখ ঠিকরে খুঁজছ তুমি
কিন্তু এখনো দেখা যাচ্ছে না,
এরপর তুমি হয়তো ঝটকা মেরে ওটা উপড়ে আনবে নীলপদ্মের মতো
এবং অঞ্জলিতে মেলে ধরবে
আশ্চর্য আত্মবিসর্জনের ভঙ্গীতে ;
তার আগে প্রেমের নাড়ীনক্ষত্র একবার চিনে নেবে
এই তোমার শখ।

কিন্তু অন্ধকার ঘনাতেই আলোগুলো সব নিবিয়ে দিলে তুমি,
তাহলে বুকের ভেতরটা কি ক'রে দেখা যাবে ?

মূর্খ নগরী মূর্খ মূর্খ জননা।

হৈমন্তী

গ্রীষ্মের চড়াই ভেঙে পৌঁছলাম
পড়ন্ত রোদ্দুর-লাগা নীড়ের এলাকায়
পলাশের ঝলকে এখন চোখ ধাঁধায় না, তাই
তোমার শ্যামল মুখ দেখতে পেলাম
দেখতে পেলাম দীঘির মতো থইথই চাউনি

আমি ছুঁয়েছি এক অবসরের কোণ
আমার পায়ের আঙুলে লাগে
আকাশের নীল রেশ, উড়ন্ত পাখায় কাঁপা হাওয়ায়
হৃদয়ের ছন্দ যেন মাটির ঢেউ। আমার
ক্লান্ত আশার পাপড়ি ছড়িয়ে পড়ছে। পড়ুক।
তার সৌরভের রঙের উজাড় আলোয়
আমাদের দিগন্তকে টানতে চাই।

তৃষ্ণার প্রান্তরে চলতে চলতে
তোমার দূর গুঞ্জরন শুনেছিলাম, তা
মনে হয়েছিল কান্না,
সুরের আমেজ তাতে বুঝি এইবার লাগল।

সামনে শীতের রাত
গোধূলির রঙে জ্বালানো বাতি
হুহু বাতাসে নিবে যাবে
দাঁতে দাঁতে চাপা কথা সব টলতে থাকবে, দূরে
আবার মিলোবে আলাপের মীড়।
এ পাশে পোড়া পাহাড়
ও পাশে হিমের শিখর
মাঝখানে এই সঙ্কীর্ণ উপত্যকায় তুমি
স্নিগ্ধ ধারায় বও, সেখানে

আমাকে সম্পূর্ণ ক'রে প্রতিবিম্বিত করো
আমাদের উপর পাতা ঝরতে থাকুক,
ফুল ঝরতে থাকুক ঝরতে থাকুক।

এই হেমন্তের গুণে
তোমার সমস্ত মায়া
নদী হোক আজ।

ফসলের সুরে

বসন্তের পাতা আর বৈশাখের ঝড়
আমাকে উৎকর্ণ করে,
বর্ষার ঝমঝম বা আশ্বিনের ভোরের সানাই
আমাকে আচ্ছন্ন করে,
শীতশেষের গ্রাম
আমার কানে এক অপূর্ব নাম জপে।

আমি পলিমাটি ছুঁলেই বুঝি
নিজেদের জগতে এলাম।
তোমার শরীরে অঙ্কুরের শিহর খুঁজি,
আমার আলিঙ্গনের মধ্যে দুর্বোধ্য বিস্তার সঙ্কীর্ণ হয়ে আসে,
আশেপাশে অসংখ্য ইশারায়
তোমার ঠোঁটের প্রত্যাশা উদ্ভিন্ন হয়,
জীবনের আগ্রহে
আমার পৃথিবীময় সেই প্রতীক্ষা।

আমাদের কানে-কানে কথার সৌরভে
দশদিক ভরবে

এই আশা দিগন্তকে ঘনিষ্ঠ করে,
মুখের ভাষা যে ফুলের মতো জীবন্ত হতে পারে
তা তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে বিশ্বাস হয়।
নদীমাতৃক দেশের হৃদয় আমাদের কাছে খোলা
তাই এখানেই ফিরে আসি
তাই তোমাকেই ভালোবাসি,
এখানে আমরা আপন হতে পারি দূর্বার মতো
কিংবা বৃষ্টির মতো
ইতস্তত যে-ভয়
জড় শুষে নেয়
যে-মরুভূমির দাপট মেঘ উড়িয়ে দেয়
তাকে ঠেলে আমরাই ভবিষ্যৎ হতে পারি।

সমস্ত অপরিচয়ের কাঁটা দ'লে দিই পায়ে
আমার ক্ষত যেন উর্বর করে এই দিন,
বিশাল নদীতে আমাদের নিবিড় স্বর ভাসাই
রোমাঞ্চিত সমতল যাতে গান গেয়ে ওঠে।

গহীন চোখের মধ্যে ডুবে
আমরা ফসলের মতো নতুন হতে চাই।
কখনো সন্ধ্যাতারার নিচে
কখনো পাখি-জাগার লগ্নে
অথবা কখনো পোড়ো ভিটের দুপুরে
তোমাকে টানি সব কানাকানি সরিয়ে দিয়ে
মানুষের আবেগে,
জরাজীর্ণ স্মৃতিকে অস্বীকার ক'রে বলি
তুমি মঞ্জরীর মতো জাগো
বলি ধানশীষ হও সর্ষের ঢেউ
বলি গভীর কল্লোল দিয়ে আমাকে জড়াও।

ছয় ঋতু সঞ্চয় করি

ছয় ঋতু সঞ্চয় করি
বছরের পর বছর জমা করি আমাদের চোখের শূন্য কোটরে
একদিন তাদের আদলে আমরা দেখব
হাজার হাজার বর্ণহীন দিনের পর একদিন
একদিন ছয় ঋতুর আদলে তোমাদের দেখব
পৃথিবী পুত্রকন্যা
তোমাদের মুখ।

সেই যৌতুক আমরা চাই
অন্ধ জীবনের কাছে
তারই জন্যে প্রস্তুত হই।

কত যোজন জুড়ে উপুড় হয়ে থাকে মাঠ
কত কথা হারিয়ে চুপ ক'রে থাকে নদী
শহরের পথে কখন গাছের পাতা ঝরে পাতা আসে জানি না
জানি না কেমন ক'রে শিশুরা আগুন পোহায় শীতে
কেমন ক'রে
খুশিতে প্রথম আষাঢ়ের বৃষ্টি নামে
গ্রীষ্মের বেলা ফলের রসে ডগমগ হয়
বিকেলের মেঘে দেখা দেয় সমুদ্রের আভাস
চিনতে পারি না তকতকে নীল আকাশ
কিংবা গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল ফুলের কুঁড়ি
তোমাদের আকুল শরীর
যেন ছায়া।
একটা মুহূর্তে তো এর বদল হবে
রক্তে মাংসে মাটিতে জলে সমস্ত মুখ সুডোল হয়ে উঠবে
কালো পর্দা সরিয়ে তোমাদের সম্ভ্রম মূর্তি নেবে
হে পৃথিবী হে পুত্রকন্যা।

অন্ধকারের মধ্যেও আমাদের চোখের পাতা পড়ে না।

উৎসর্গ

ধ্বংসের প্রান্তরে হিরণ্ময় আমার ভাবনা
তোমাকে উৎসর্গ করলাম
তোমাকে স্মরণ করলাম
রোদের জোয়ারে জ্যোৎস্নায় অনবদ্য রঙে
আলোর গন্ধ মাখিয়ে
মৃত্যুকে অতিক্রম ক'রে
অবিরাম গতির শিখরে
দৃষ্টির সমস্ত আকুলতা নিয়ে
তোমার দিকে ঘুরলাম
নিজেকে উৎসারিত ক'রে সামনে উপরে সব দিকে
তোমার জন্যে ছড়িয়ে রাখলাম অভ্যর্থনা
জানি তুমি যখন পা দেবে আকালের মাটিতে
তার হৃদয় ভরবে জলের কলকলে
অঙ্কুরের গুঞ্জনে প্রতিবিম্বে ঝলঝল
আকাশের আলিঙ্গনে।

আমি চোখ খুলেই আকাশের যে প্রান্তে
সকালকে খুঁজি
সেখানে ভারী নিশ্বাস জ'মে ওঠে
এক একটা দিন যেন কবর
চাপা পড়ে হাসি ভালোবাসা
সমবেদনার ভাষা হাতড়ে ফেরে দেয়ালে দেয়ালে
খুশীর খেয়ালে উজ্জ্বল হবার মুখ
থমকে যায় দরাজ গলার স্রোত
ভাটার টানে বয়
ক্লান্ত বেলা ধুলোয় ধূসর
সকালের অবসর করুণ দৃশ্যে ভেঙে পড়ে।

ঘুমের পর মেয়ের দল আসে
শহরের আনাচে-কানাচে
তাদের রাতের প্রদীপের ছায়া
ঘোমটায় ওড়নায় থরথর করে
তারা আসে কুয়াশার মতো
ক্ষতবিক্ষত পথে
হাটবাজারে
অস্পষ্ট বন্দরের পসরার ভিড়ে
কে শুনবে সম্ভাষণ
আপনার জন কে চিনবে
কে কড়ি গুনবে ভালোবাসার
বুকের মধ্যে মুমূর্ষু কত অহঙ্কার
মেয়েরা আসে তাদের ঘুমভাঙা চোখের
অন্ধকার নিয়ে।

নিঃসঙ্গ চিলের ডাকে পানাপুকুরের মতো কাঁপে
মরা ক্ষেত
আলের ধাপে ধাপে ওরা নেমে যায়
দলকে দল
বর্ষার ঢল যেন চকিতে দেখা কীর্তিনাশার পাড়ে
জোড়া জোড়া নিটোল বুক
বোঝার মতো ভারী হয়ে আসে
শিশুদের ক্ষীণ চীৎকার
চলার তালে ওঠে পড়ে
শুধু যেখানটা ইটের পাঁজা পোড়ে শিখা ওড়ে
সেখানে এক আহামরি আভা লাগে।
নিবদ্ধ চোখ ঘুমে ঢুলে এলে
কালো চুলের বন্যা দুললে কপালের টিপে
রহস্য ঘনালে
স্বপ্নের ঐশ্বর্য উবে যায়

বিশ্রামের জমি এমন ক'রে উথলে উঠে এমন ক'রে
নিবিড় মেঘে মেঘে তেপান্তরের নিরুদ্দেশ ঝড় লাগে

বিধ্বস্ত তন্দ্রা আর জাগরণ
একাকার হয়ে থাকে
এক অশান্ত নীহারিকা প্রসারিত
বর্তমান থেকে ভবিষ্যতে
বাষ্পের পরিমণ্ডলে পৃথিবীর জন্মের মতো
তোমার মুখ জাগে
তার উদ্দেশে আমাকে সমর্পণ করলাম।

দুপুরের সূর্য

দুপুরের সূর্য গুঁড়িয়ে গেল আর আমি অনুভব করলাম
তোমার স্পন্দন থমথমে রাতের মতো
তোমার শুকনো মুখ শস্যের শিকড়ে শিকড়ে ছাওয়া
অনুভব করলাম।

বাইরে থেকে যখন

বাইরে থেকে যখন ফিরে আসি ঘরে ঢুকতে যাই
মনে হয় একরাশ খড় এখনি হাওয়ায় উড়ে যাবে
আর তার নীচে মাটি চোখের জলে ভেজা মাটি
সমুদ্রের মতো উদ্বেল হয়ে উঠবে।

এ জ্বালা কখন জুড়োবে

এ জ্বালা কখন জুড়োবে ?

আমার এই বোবা মাটির ছাতি কেটে চৌচির। উঠোনের ভালোবাসার ভোর এক মুঠো ছাই হয়ে ছড়িয়ে যায় শুকনো লাউডগার মাচায়, খড়ের চালে কাঠবিড়ালীর মতো পালায় অনেক দিনের আশা, শুধু ভাসা-ভাসা কথার শূন্যে লেগে থাকে এক জলয়োছা দৃষ্টি দুপুরের সূর্য হয়ে। কোথায় সে আকাঙ্ক্ষাকে পোষবার সংসার, ভবিষ্যৎকে আদর করবার সংসার। গড়বার, আদর করবার, ফুলে ফলে কাকলিতে মিলিয়ে দেবার। মিলিয়ে গেল তা এই ক্ষোভে।

এ জ্বালা কখন জুড়োবে ?

আমার কন্যাকুমারী কপাল কোটে পাথরে। কতদিন তুষার-শীতল স্রোতের প্রার্থনা পেতেছে সে দোরগোড়ায়, চেয়েছে উত্তুরে হাওয়ায় সন্ধ্যাঝরা বর্ষণ। কিন্তু ঝাঁক ঝাঁক বর্শার বিষ উত্তাল করল তার তিন সমুদ্র, এপার-ওপার জুড়ল কান্নার কল্লোল। দাওয়ায় ব'সে আর ছায়াপথে স্বপ্ন পাঠানো যায় না, হারানো তারাগুলো শুধু কাঁটা হয়ে ওঠে আগাছার ঝোপে।

এ জ্বালা কখন জুড়োবে ?

পুরনো খবরের কাগজের পাতায় বলির তারিখগুলো চাপা পড়েছে। খালি হৃদয়ের বাঁচার আন্দোলনে তারা বেঁচে। শোভাযাত্রায় শোকযাত্রায় যন্ত্রণার মিলনে ভিতরে ভিতরে ফুঁসে-ওঠা ফুঁপিয়ে-ওঠা আবেগ শরীরের সমস্ত তন্তুতে থরথর করে। সেখানে শান্তি ঝরে না, সান্ত্বনা ঝরে না। ছেলে-ভুলোনো আসরে কাঠ-পুতুলের একটা একরোখা ভঙ্গী শক্ত হয়ে থাকে যেন এখনি ছিটকে পড়বে বিক্ষোভে।

এ জ্বালা কখন জুড়োবে ?

গোমুখীর পাহাড়-চূড়ায় অন্ধকার উড়িয়ে এ কোন্ জয়ের উল্লাস! তার তাড়নায় আঁকাবাঁকা সুতোলি নদী সাপের মতো মোচড়ায়। লাখ লাখ বুকের তুষানলের আভায় কালো দিগন্তে পাড় বোনা, দুর্গের গড়ে সঙীনের চকমকির ফুলকি আর রাজবাগিচায় জঙ্গলের চাউনি। আরো বলি চাই। অনেক তো

দেওয়া গেল, অনেক প্রিয়জনের পাঁজর গুঁড়িয়ে গেল আচমকা তোপে। আর কত! কবে আমার এই ধুলো পবিত্র বৃষ্টিতে ধোবে?

এ জ্বালা কখন জুড়োবে?
কখন?

অমরতার কথা

বাসনগুলো এক সময়ে জলতরঙ্গের মতো বেজে উঠবে। তার ঢেউ দেয়াল ছাপিয়ে পৃথিবীকে ঘিরে ফেলবে। তখন হয়তো এই ঘরের চিহ্ন পাওয়া যাবে না। তবু আশ্চর্যকে জেনো। জেনো এইখানেই আমার হাহাকারের বুকে গাঢ় গুঞ্জন ছিল।

আমার বন্ধ বাতাসে যে গান পাষাণ হয়ে থাকে তা ভেঙে ছিটিয়ে পড়ুক, কল্পনার স্বর সমুদ্র হোক এই আশায় আমি অথই। অবিশ্রাম অনুরণনে পাঁচিল ধ্বসে যাবে, কলরোলে ভিটেমাটি তলাবে তখন ঘূর্ণির পাকে বুঝে নিও কোথায় সেই বিন্দু যেখান থেকে জীবন ছড়িয়ে পড়ল মৃত্যুর গহ্বরে।

কাঠকুটো আসবাব আবার বন্য হয়ে উঠবে। ওরা কচি পাতার ঝিলিমিলি মুড়ে ঝিমোয়, ভিতরে ভিতরে কোথায় হারিয়ে থাকে অঙ্কুরের ঝাপটানি। তবু সূর্য ডুবলে আমার চোখে বার বার ঘনিয়ে আসে বন।

ওরা আবার বন্য হয়ে উঠবে। আমার হাত দেয়াল মেঝের শূন্যতা ভ'রে অরণ্য জাগবে। সবুজের প্রতাপে এই শুকনো কাঠামো চূর্ণ হবে। সেই ধ্বংসের গহনে খুঁজে নিও আমার বসতি যেখানে পোড়ামাটি-ইঁটের ভিতরে রস ছিল অমৃতের মতো।

রাতের পর দিন

ঘুলঘুলি থেকে তারার আকাশ স'রে গেল। ভেবেছিলাম আমাদের মিলিত বাহুর ধারা সেখানে উপচে উঠবে, ব'য়ে যাবে চারিধারে। কিন্তু তা হয়নি। আমার প্রত্যাশা পাথর হয়ে থাকল।

ভেবেছিলাম আমরা বাঁধ হব অন্ধকার প্লাবনের মুখে, কিন্তু বালির মতো ধুয়ে গেলাম।

তোমার চোখে তাকিয়েছিলাম, সাড়া পেলাম না। সে প্রান্তরে আমার ডাক মিলিয়ে গেল। কোনো অশ্রুর গণ্ডি দিয়েও তুমি তাকে ঘেরোনি।

সকাল এল। শিশিরের রুপোর মাঠ খানখান হয়ে গেল এই মুহূর্তে। আমাদের জাদু লাগলে যেখানে পরীর রাজ্য নামত, সেখানে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে শক্ত মাটির ঢেলা, অসাড় নির্জন পথ।

সকাল এল। আমাদের সদর দরজার কাছে শিউলির বরফের রাশ স্তূপীকৃত হয়ে প'ড়ে। কবে একে হটানো যাবে? দুই বুকের মাঝখানে ফোটানো যাবে দিনরাতের ফুল?

এখন আলোর স্ফটিকে কত নির্বাসিত মুখের ছায়া। তাদের সকলের স্তব্ধ শ্বাসের চাপে এই স্তব্ধতা কি ফাটবে না?

হে বন্ধ্যা, তোমার গর্ভে যন্ত্রণা একবার নড়ুক।

কয়েকটি কথা

আমি তোমাদের ডাকছি
তোমরা সূর্যাস্ত পার হয়ে এস
তোমাদের দ্যুতির আঘাতে আমি যেন চূর্ণ হই
তারপর বিকীর্ণ হই তোমাদের মতো।

*

আমার সামনে প্রখর বসন্ত
বসন্তের রং ফুল লতাপাতার শিখা
আমার আশার অন্ত নেই
আমি জ্বলব পৃথিবীর রঙে
আমি জ্বলব সকলের চোখে।

*

এই সৌরভ আমার নিশ্বাস
যদিও সবুজ নিবে যায়
পায়ের ছাপ বিবর্ণ হয়ে আসে
তবু ধুলোয় গভীর ঘ্রাণ
সমস্ত প্রাণ ভ'রে নবান্নের উৎসবের আহ্বান।

*

আমি গাছের রসের মতো প্রবাহিত হই
তোমাকে ফুটিয়ে তুলব
জল নড়ে না একটুও
ছায়া দোলে না কোথাও
নিস্পন্দ মাটি থেকে তোমায় ফোয়ারায় ওঠাব আমি

এক একটা শান্ত দিন

এক একটা শান্ত দিন নিয়ে বিভোর হই·
তাকে মৃদু নদী দিয়ে ঘিরে রাখি
কুয়াশায় মুড়ে রাখি
ভোর ভোর আলো কিম্বা গোধুলির গভীরে নিয়ে যাই
আমার জানাশোনা মানুষেরা স্তিমিত হ'য়ে হ'য়ে নিবে'যায়
তাদের কথাগুলো হিম হয়ে থাকে
হিম শীতের রোদ আর ছায়া
কোন্ জলের শব্দ
নিস্তব্ধ মাঠ
মনের কপাট খুলে এই সব সংগ্রহ করি।

রাশি রাশি·পাতায় আমার উঠোন ঢেকে যায়
রাশি রাশি ঘুম যেন ভর দেয়
সমস্ত চিন্তার উপর
পৃথিবী এক ছবি হয়ে থাকে চোখে
অপলকে তাকে দেখি যতক্ষণ পারা যায়
শুধু বুকের টিপটিপটুকু
তাকে পুষে যেন বেঁচে থাকি ঘুমন্ত শিশুর মতো
আর সব দূর পাখি
শীতের দিন ফেলে উষ্ণ আকাশের দিকে চ'লে গেল
তারা কি যেন ব'লে গেল
আহা আমার নিভৃত প্রাণ আমার গুঞ্জন আমার মুগ্ধ নিশ্বাস।

সন্ধ্যা নেমে এলে খেলাঘরে বাতি নেই
তখন হৃদয় জ্বালাতে ইচ্ছে করে মোমের মতো
শত সহস্র সন্ধ্যার ভিতরে এক নিবন্ত শিখা
তার চারিপাশে আদ্যিকালের গল্প
যার দিকে ফিরে মনের আগ্রহ আস্তে আস্তে গ'লে গ'লে ঘুম হয়ে যায়।

এক একটা দিন এমন
সমস্ত তারের ঝনঝন যেন এক দীর্ঘ স্থির রেখা
সমস্ত বিক্ষোভ এক সুপ্ত আগ্নেয়গিরি
সমস্ত অশ্রু জমাট তুষার।

আর এক আরম্ভের জন্যে

আমি বিষের পাত্র ঠেলে দিয়েছি
তুমি প্রসন্ন হও।

আমি হাসি আর কান্নার পেছনে আমার প্রথম স্বপ্নকে ছুঁয়েছি
তুমি প্রসন্ন হও।

আমি অরণ্যের কাছে গিয়ে ঘাসের ফুলের উপর নত হ'য়েছি
অবাক হয়ে পুবের দিকে তাকিয়েছি
অবাক হ'য়ে ঝর্ণায় সোনার রং দেখেছি
আমার আশ্চর্য হওয়ার উপহার তুলে ধরেছি
তুমি প্রসন্ন হও।

আমি সূর্যের নিচে স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছি
প্রত্যেক রোমকূপ দিয়ে শুষে নিয়েছি রোদের বিন্দু
আর চৈত্র থেকে আষাঢ়ে আমাকে এগিয়ে দিয়েছি
তুমি প্রসন্ন হও।

আমি হাটে হাটে ভেসে এসে থেমেছি
মাটিতে পা গেড়ে দিয়েছি
ফুসফুসে ভ'রে নিয়েছি মহুয়ার আর ধানের বাতাস
আমের বোলের বাতাস

মনের মধ্যে এঁকে রেখেছি অঙ্কুর আর কিছু নয়
তুমি প্রসন্ন হও।

আমি জনতার মধ্যে শিশুর কণ্ঠ শুনতে পেয়েছি
আমি কোলাহলের খরজে আমাকে বেঁধে নিয়েছি
এই তো নিশ্বাস নেওয়ার মতো উচ্চারণ করেছি মানুষ
আমি তোমার প্রতিশ্রুতি বিশ্বাস করতে পেরেছি
তুমি প্রসন্ন হও।

কলকাতায়

কলকাতা আমাকে ডেকে নেয়
বহুকালের ডাকে
বেনামী ভিড় থেকে টেনে নেয়
তীব্র চেনা বাঁকে,
আমি তার পাথরের উপর ফিরে যাই,
আমার পায়ের দাগে যেন
বাংলার শস্যঘন মাটি শিউরে ওঠে
তার পথে,
তার আকাশে আমি ফের পাই
কবেকার আবছা গাছের জটলা
ঘোর-ঘোর বেলায় লতা বুনো ফুল
কোনো উদ্‌ভ্রান্ত গন্ধ দূরান্তর স্বর,
আমার গাঁয়ের বাংলা ফিরে ফিরে আসে
কলকাতায়।

কুঁড়ে ঘরে কোন্ কান্না শুনেছিলাম
সন্ধ্যায় বা শেষ রাতে

মজা গাঙের ধারে সর্‌সর্‌ হাওয়ায়
তা যেন কলকাতার কোলে মুখ গুঁজে ফোঁপায়,
শূন্য খেতের হাহুতাশ
জ'মে জ'মে উঁচু বাড়ির মাথা ছোঁয়,
অলিগলি টলমল করে,
শ্মশানের গা-ছমছম রাস্তা যেন চ'লে আসে
কত ক্রোশ পার হ'য়ে
কলকাতায়।

আমি পাকা ধানের হাসি দেখেছিলাম
বুড়োবুড়ীর ঠোঁটে,
ছেলেমেয়ের মেলায় দেখেছিলাম
আলো,
তা জ্বলজ্বল করে
হঠাৎ কলকাতায়।

আমার পেছনে জানলাগুলো একে একে
নিবে গিয়েছিল
আবার তারা জ্ব'লে ওঠে
বস্তিতে কখনো চূড়ার কুঠুরিতে
আমি চিনি ভালোবাসার সেই দীপ
যন্ত্রণার চেয়ে থাকা,
যে আবেগের ঢেউ আলের সীমানা ছাড়াত
উঠোন নারকেলতলা মুহুর্মুহু টলাত
বাধা পেয়ে ব্যর্থতায় আরেক সঙ্কল্পে
তার কল্লোল ভেঙে পড়ে
পাষাণের কলকাতায়।

কলকাতায় আমার বন্ধুরা
আমাকে অভিভূত করে,

আমার সামনের যবনিকা তারা তুলে ধরে,
তাদের অবিস্মরণীয় কথায় আমি নিবিষ্ট হয়ে যাই,
তারা আমাকে বাঁচবার কথা বলে,
ঘৃণাকে প্রবল ক'রে
ক্রোধকে প্রবল ক'রে
প্রেমকে প্রবল ক'রে
এক শুদ্ধ আগুন জ্বালিয়ে রাখতে বলে,
তারা বলে ঈর্ষাকে সে আগুনে পুড়িয়ে দিতে
ছোট ছোট মনগুলো জঞ্জালের মতো সে আগুনে ফেলে দিতে
তাদের সেই ভঙ্গীগুলো
জ্যোতির রেখায় ভবিষ্যৎ এঁকে দেয়,
আমার বিস্মৃতি সরিয়ে
জীবনের সকালের পাখিদের জাগায়
সকালের উদ্‌ভ্রান্ত গন্ধ ঝুমকোলতা জল
আমাদের দল বেঁধে বেরিয়ে পড়া বাংলার মেঠোপথে বনে।

কলকাতা আমার খুব কাছে আসে
আমি তাকে ধমনীতে পাই,
তরাই থেকে সাগরদ্বীপ তার কণ্ঠে বাজে
আমাকে তা হৃৎস্পন্দনে শোনায়।

২

আমার কাছে বদলে যায়

আমার কাছে বদলে যায়
কান্নার দুটি চোখ রাত্রি
যেখানে আরও রাত্রির দিকে দরজা খোলা
টুপটাপ ফুল আর শিশিরের মাঝখান দিয়ে যে নিরুদ্দেশ
তার সামনে আমার অবস্থান
ঘণ্টা বেজে বেজে যখন ঝিমিয়ে পড়ে

আমি নাড়া দিয়ে নতুন কণ্ঠ জাগাই
প্রেম আর বাসনার চিত্রপট আলোর গুচ্ছে সাজাই
তখন আমার বহু চেনা মন অন্ধকার থেকে মুক্তি পায়
বহু মিলে আমি তাদের মেলাই
দীর্ঘ মলিন সময়
টুকরো টুকরো হয়ে যেন হীরের মতো প্রভাময়।
আমি এক পলকেই দেখে নিই
ভাঙাচোরা সমস্ত ঘর
ভরসার সমস্ত দুর্গ
কোনো বিদ্রূপের এত জোর নেই তাদের কখনো ধূলিসাৎ করে
আমার চোখের সামনেই
খুব মৃদু কথাগুলো
একটি প্রতিজ্ঞার মতো গ'ড়ে ওঠে
এক বুক থেকে আর এক বুকে
এক গলা থেকে আর এক গলায়।

আমি বিরলতম হাওয়াকে পাই
তার মুখে উড়িয়ে দিই
পিছল শ্যাওলা কালো জলের ঘাট
ডুব দিয়ে বুদ্বুদে শেষ হয়ে যাওয়া
আমাকে আর টানে না মৃতভার
আমি যাদের আবিষ্কার করি তাদের কাউকেই টানে না
এক লঘু উজ্জ্বল খাঁচায় আমরা দোসর
এক অপার কৌতূহলে।

সব বদলে যায়
আমি বুঝতে পারি কখন মার শোক
আবার ঘুমপাড়ানি গান হবে।

তোমার নাম মিলিয়ে দিলাম

তোমার নাম মিলিয়ে দিলাম
ফসল নদী উৎসবের সঙ্গে
আমাদের রহস্য মিশিয়ে দিলাম
পরমাশ্চর্য লোকালয়ে
তুমি এবার ব্যর্থ ভঙ্গিমা থেকে বাঁচবে
দিনের আলোয় হাসবে
অথবা অন্ধকার তোমার ব্যঞ্জনা হবে
আমার যা কিছু বলার তোমার কাছ থেকে তার অর্থ পাবে।

সমতলে আর দূর টিলায় অনেক কণ্ঠ
অনেক কণ্ঠ এক উৎস থেকে ব'য়ে আসে
সেই উৎসে তুমি আমাকে উড়িয়ে নিয়ে চলো
স্থানকাল পার হয়ে যত ঘনিষ্ঠ ঘর
তাদের ছায়া রোদ রংবদল নানা আকাঙ্ক্ষার মতো
আমি তা তোমার চোখে দেখব।

খোয়া মাটির উপর আসন্ন বর্ষা
ঘনশ্যাম বৃক্ষ
নয়তো অফুরন্ত ফুল বৈশাখের সামনে
তারা তোমাকে ছবির মতো ঘিরে নিক
পাতা-ছলছল শীত
নয়তো গ্রীষ্মের ধ্যান
তোমাকে বুকের মধ্যে রাখুক।

প্রতীক্ষার দীপে দীপে তুমি জেগে থাকো।

প্রতি বিদায়ে

গঙ্গা পদ্মা মেঘনা ছাড়ালে
একাকার নীলে উধাও হয়ে যেতে হয়
যেখানে হাওয়ার পারাপার নেই
দক্ষিণের বিহ্বলতা নেই
কিম্বা উত্তরের স্মৃতি।

গঙ্গা পদ্মা মেঘনা আড়াল হ'লে
মাটির ঝলক হারাতে হয়
দুধারে আর চিহ্ন নেই
সে ঋতুগুলোর ফলফুলের
সে মানুষদের আশা ভরসা ভয়ের।

তাই প্রতি বিদায়ে আমার শুভ কামনা থাকে
অশ্রুর মুহূর্তটা আমি মুক্তোর মতো রেখে দিই।

ওরা পৌঁছয় না

এখন তো ধান তুলবার সময়
স্বপ্নগুলো স্তবকে স্তবকে ফুটিয়ে তুলবার
পাথরের চিকন রং
এখনই ঝরণায় ফেটে পড়তে পারে
অশুস্তি মিনারে
উচ্ছ্বাসের সমস্ত আলো জ্ব'লে উঠতে পারে
বাতাসের গলায় গলা মিলিয়ে
পাতার ঝিলিমিলিতে কেঁপে
আকাঙ্ক্ষার কথাগুলো এখনই ছড়িয়ে দেওয়া যায়।

কিন্তু এখানে ওরা পৌঁছয় না
এই ইন্দ্রজালের সামনে
করুণ নদীতে ওরা আচ্ছন্ন
তারই কাছে যায়
পায়ে পায়ে ক্লান্তির ধারায় সে এক বিরাট সঙ্গম
জনপদের দুর্গম কোলাহল সেই সীমায়
একটা নতুন অরণ্যের মতো ঠাসাঠাসি হয়ে ওঠে
ওদের পেছনের নৃশংস পথে
পাখার ঝটপটানিতে বাতাস কাঁপতে থাকে
উৎক্ষিপ্ত গানের শিস তীরের মতো আকাশে বিঁধে থাকে।
শহর গ্রাম ধুয়ে ধুয়ে অশ্রুর কাহিনী যেখানে ছলছল করে
সেখানেই ওদের সমাগম
অভিজ্ঞতার মিলে মিলে একটানা
আলো বনচ্ছায়া তিমিরের জালে জড়ানো
কিছুই স্পষ্ট ক'রে দেখা যায় না
জোয়ার আসবে কি আসবে না
এ জিজ্ঞাসাও শোনা যায় না
আকাশ বাতাস প্রার্থনায় প্রার্থনায় কাতর হয়ে পড়ে।

অনেক পরে ঘোলাজলের পলি যখন থিতোয়
স্বচ্ছ মনের মধ্যে নেমে অবগাহনের ইচ্ছে জাগে
তখন ফেরার সময় আসে
দূরের আশ্চর্য যেখানে শেষ হয়
আবার সেই যাত্রার শুরুতে।

বিচ্ছেদের পথে

বিচ্ছেদের পথে আমি বেরিয়ে এসেছি
দিনের চেঁচামেচি শেষ হয়েছে এখন চলা
এখন মনে মনে রইল নাম কত কথা
নীরবতা নিস্তুতি আকাশ চলা
হৃদয়কে চেনাবার জন্যে কিছু ধুলোর চিহ্ন ।

রক্তজবার মতো মুঠো মুঠো অন্ধকার আমি জড়ো করেছি
শেষ নিশ্বাস থেকে
আমার রক্তের উপর তা চেপে নিয়েছি ।

অন্ধ চারটে দেয়াল পেছনে ঠেলে দিলাম
তারা অর্থহীন
নির্বিকার মাটি থেকে আলগা হয়ে এলাম
তাকে কখনো কি আপন মনে হত
দিনের আলো একটু ভস্মের মতোই
গঙ্গার জলে ধুয়ে গেল
তারপর আমার একার গান আমি গাইলাম
আর ভেঙে গেলাম কড়ি থেকে কোমলে
পর্দায় পর্দায় নেমে এলাম রক্তের সমতলে
সেই গানের মূল আমার স্নায়ুর মধ্যে কাঁপছে
শেষ আলোর রেশ আমার আঙুলে এসে থেমেছে
মুঠোকরা অন্ধকার ছুঁয়ে ।

জন্ম আর পরবের পৃথিবী
তোমারই ভোরের মধ্যে আমি নিঃশব্দে মিশে যাব ।

যেখানে উত্তাপ নেই

আমি বন্ধু হতে চেয়েছি
তাই দেয়ালে ঘা দিয়ে কথা বলেছি
আড়ালের ওধারে
সঙ্কেত করেছি
প্রান্তর আকাশ আর শস্যের
মোহনায় '
আমার কথার মধ্যে নিয়ে এসেছি কত ঢেউ
ঘরের যে অল্প আলোয় কেউ আমার মুখ দেখতে পায় না
আমি তাকে নিবে যেতে দিইনি
আমার সমস্ত আশার মধ্যে তাকে ধ'রে রেখেছি
মনে মনে সূর্যের মতো বাড়িয়েছি
নিথর বাতাস
আমার ফুসফুসের আবেগে কাঁপিয়েছি

তাই তো অবশেষে মৃত্যুকে বন্ধুর মতো বললাম
তুমি আমার উত্তাপ নাও
তুমি আমার দৃষ্টি নাও
পৃথিবীকে ধ'রে রাখবার আগ্রহ
তুমি আমার এই হাত থেকে টেনে নাও।

কিন্তু মৃত্যু সে কথা শোনেনি।

শস্যের সীমানা থেকে আমি এখন কতদূরে
তার কোন হদিস পাই না
আমার পায়ের শব্দ স'রে এসেছে এক গহ্বরের ধারে
তার মধ্যে তাকালে আমি অন্ধ হয়ে যাই
যেখানে সব উষ্ণতা উবে গেল
সেখানে আমাকে এখন স্মৃতির মতো কারা রাখবে
আমাকে নতুন বন্ধুত্ব দেবে ?

আমি ঘুরেছি পাথর পোড়ামাটির দিকে
কাঁটাবন রাত্তিরের দিকে
বলছি আমাকে পাথর আর পোড়ামাটিতে গড়ো
আমাকে কাঁটাবন আর রাত্তিরের মধ্যে ধরো।

অন্তরঙ্গ

ঠাহর ক'রে দেখে বুঝলাম এই ভিড়ের মধ্যে যারা আছে তারা প্রত্যেকেই আমার খুব অন্তরঙ্গ। প্রথম সকালটা আমি ভুলিনি। আমার সঙ্গে হাত ধরাধরি ক'রে সবাই বাইরে এসেছিল। মনে আছে সবুজ তোরণের নিচে আমরা একসঙ্গে হেঁটেছিলাম। বেশীক্ষণ নয়, কিন্তু তার মধ্যেই আমাদের রক্তে সমস্ত দূরত্ব লুপ্ত হ'য়ে গিয়েছিল, আমাদের মন সমস্ত দূরত্ব নিয়ে খেলা করতে চেয়েছিল। কেউ একজন (আমিই কি?) হঠাৎ বলেছিল, চলো, ঝর্ণা কোথা থেকে বেরিয়েছে খুঁজে দেখি। হৈ হৈ ক'রে পাহাড় বন মাড়িয়ে আমরা উঠে গিয়েছিলাম। কিন্তু কিছু পাইনি। অত উঁচুতে নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। আরও উঁচুতে ওঠার জন্যে ব্যাকুল হ'য়েও আমাদের নেমে আসতে হয়েছিল এই সমতলে, আকাঙ্ক্ষার এই পোড়ামাটিতে। তারপরই ভবিষ্যদ্বাণীর জন্যে সকলে উৎকর্ণ হ'য়ে উঠল। অন্য কথা আর কে শুনবে? তবু আমি নতুন বৃষ্টি, পাখি, চোখের মণি এই সবের দিকে দেখালাম, বললাম, এরা হয়তো কোনোদিন সব খোঁজখবর আমাদের দেবে। কিন্তু আমার সে কয়েকটি কথা গভীর অন্যমনস্কতার ভিতরে তলিয়ে গেল।

আমার চারপাশে তারা আবার ভিড় ক'রে এসেছে। এ জায়গায় বিপুল জলের ভাঙন লেগেই আছে, স্পষ্টতার এলাকা এটা নয়। ভাল ক'রে দেখে তবে তাদের চেনা গেল। তাদের আলাদা আলাদা নাম আমি আর বলতে পারি না। আমার মনে হল নিঃসঙ্গতাকে যদি কোনো নাম ধ'রে ডাকা যায় তাহলে তারা সবাই একসঙ্গে সাড়া দেবে।

তাদের মুখগুলো নিবে গিয়েছে, তাই সেখানে কিছুই পড়া গেল না। তবু আমার বন্ধুতা আমি তাদের কাছে রাখলাম, তাদের কথা জানতে চাইলাম। কোন্ সম্বল নিয়ে তারা এতদূর হেঁটে আসতে পারল এই প্রশ্ন শুনে তারা চেটোগুলো খুলে হাতের রেখা আমার সামনে মেলে ধরল। কোনো রেখা যে এমন বিষণ্ণ দেখাতে পারে আমি জানতাম না। আমার ভয়ানক ইচ্ছে হল তাদের সমস্ত হাতের উপর আমার হাত রাখি।

তারা সব আমার রক্তের দোসর।

কাঁটাতার

কাঁটাতারের সামনে এসে থেমে পড়তে হল। এটা সূর্য ওঠার সীমানা। এর আগে পর্যন্ত রাত্রি আমাকে একটানা ব'য়ে এনেছে।

যে-তারাটা অসম্ভব স্নেহ নিয়ে ম'রে গেল সে আমাকে স্বপ্ন উপহার দিয়েছিল। তাই আমার চারপাশে কোনো গণ্ডি ছিল না। অজস্র কল্পনা আমাকে ভুলিয়েছে; হাওয়ায় হাওয়ায় আমার স্মৃতির রাশ শস্যের মতো আন্দোলিত হয়েছে। ক্রমাগত ঢেউ ভেঙে ভেঙে আমার চোখের আলো বিকীর্ণ করেছে।

কিন্তু এবার থামতে হল। কাঁটাতারের উপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে ধরি: কেবল শূন্যের চাপ। আমার নাগালের বাইরে অনেকগুলো ফুল নিবে যাওয়ার মতো দপদপ করে। একটি সুগন্ধি শরীর আমার দিকে ফেরে, তারপর ঘাসের বিবর্ণতায় মিশে যায়। গাছগাছালি সব দুর্বোধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে, তাদের কথা শিকড় বেয়ে বেয়ে পাতালে গিয়ে সিঁধোয়।

ভূমিকম্পের আর দেরি কত? আমি অন্তিম ইচ্ছার মতো বলছি: সব কথা গন্ধ রং এই সীমানা দিয়ে ফেটে বের হোক। আমি আর না থাকি না-ই থাকলাম।

ঘুমের দরজা ঠেলে

ঘুমের দরজা ঠেলে তারা ঢুকল। কোন্ ভোরের নদীকে ছুঁয়ে এসেছে, কোন্ কচি পাতায় হাত বুলিয়ে এসেছে তার ঘোর যেন তাদের সর্বাঙ্গে লেগে আছে। আমি অবাক হ'য়ে দেখলাম।

বাঘা পাহাড়টা পেছনে ফেলে অনেকখানি রাস্তা পাড়ি দিয়ে তারা এল। সঙ্গে নিয়ে এল আশ্চর্যরকম অন্তরঙ্গ হবার স্বভাব।

ছবিতে ভরা একখণ্ড আকাশ তারা চালচিত্রের মতো সাজিয়ে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে কল্পনার একটা দিন আমার সামনে যেন জীয়ন্ত হ'য়ে উঠল।

দুরন্ত পাহাড়টাকে তারা কি ক'রে বাগ মানাল জানি না। সে কথা তারা বলল না। আমি শুধু টের পেলাম সেটা দূরে ঝিমিয়ে পড়েছে। কালবৈশাখীর কথাও তারা বলল না। অথচ তাদের কপালে ঝঞ্ঝার অনেক রেখা। বেশ বুঝলাম, তারা মাঝ-রাস্তায় ঝড়ের কেশর মুঠো ক'রে ধরেছিল আর বাঁশঝাড়ের মাথায় লকলকে বিদ্যুতের দিকে সামনাসামনি তাকিয়েছিল। কিন্তু সে-সব তারা একটুও বলল না। তারা বলল কেবল জল আর নরম মাটির কথা।

মনে আসবে

প্রজাপতি ওড়ার ছোট্ট জায়গা। হাল্কা আর গাঢ় কিছু রঙে হাওয়া বুঁদ হয়। গুটিকয় মাত্র কুঁড়ি, কিন্তু তারা বুঝি সারা আকাশ জুড়ে ফুটবে। নরম জমিতে কয়েকটা উল্লসিত পায়ের দাগ। কারা ছুটে গিয়ে সূর্যের আলোর মধ্যে উধাও হয়েছে।

অস্থির উত্তাল ক্ষেতটা আরও দূরে। তবু এখান থেকেই দেখা যায় কাস্তেগুলো হঠাৎ অবাক হ'য়ে থেমে গিয়েছে। এক প্রতিশ্রুত অপরূপ আকাশ যেন তাদের উপর। মাঠভাঙা দুরন্ত নিষ্ঠুর স্রোত থিতিয়ে সোনার দীঘির মতো হয়েছে।

কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে থাকার সময় নেই। রোদের ভিতর নতুন নগর উঠেছে। বাড়ি ঘর রাস্তা যদি জ্যোৎস্নায় বা অন্ধকারে ডুবে যায় তাহলে প্রদীপ্ত উৎসব হবে কি ক'রে? ঝাড়বাতি সাজাবার আছে, তোরণ তুলবার আছে। তারপর আবার নতুন নগর।

বড় বড় স্তম্ভের পেছনে হয়তো বন্ধুদের মুখ; তারা অভ্যর্থনা অভিনন্দন উচ্ছ্বাসের দমকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাবে। আমরা কেউ কারো খোঁজ পাব না। কিন্তু এ জায়গাটুকুর কথা আলাদা ক'রে আমাদের সবারই মনে আসবে। অশ্রুর পথ পেরোতে গিয়ে এখানে সবাই এক মুহূর্ত দাঁড়িয়েছি। একা একা।

ঘরের মধ্যে

বাইরে কেউ একজন মোক্ষম কিছু একটা বলে আর অমনি পাথুরে হাওয়া গ'লে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। আমার চেয়ারটেবিলে ব'সে সেটা আমি টের পাই। কিন্তু সেই আশ্চর্য কথাটা যে কি তা ধরতে পারি না। আলো নিয়েও এক কাণ্ড। আশপাশে গাছের পাতাগুলো এক সময় অসংখ্য প্রদীপ হ'য়ে যায়, তাদের রোশনাইয়ের একটা রেশ আমার চোখ দুটোকে ছুঁই-ছুঁই করে। আমার চেয়ারটেবিলের উপর যে অন্ধকারের ঝোপ তার কিন্তু নড়বার নাম নেই। কাজেই বিজলী বাতি আমার নেবানো চলে না। খরা বছরের বৃত্তান্তে যখন আমার নিশ্বাস আটকে আসে তখন বাইরে এক উচ্ছ্বাসের জোয়ার লাগে। বেশ বুঝতে পারি মাটি হেসে উঠেছে প্রাণ খুলে। কিন্তু কোন্ মন্তরে?

চেয়ার আর টেবিলটাকে কোথায় বা সরিয়ে নিয়ে পাতব? আমার ঘরের মধ্যে এক কোণের সঙ্গে আর-এক কোণের সত্যিকার তো কোনো তফাত নেই। একমাত্র এই আশা নিয়ে আমি টিঁকে আছি যে কাঠের চেয়ারটেবিল দুটো একদিন শিকড় গজিয়ে মাটি থেকে রস টানতে শুরু করবে এবং সেই সঙ্গে আমি ওইসব আলো-হাওয়ার শরিক হ'য়ে যাব।

ইস্টিশানে

ট্রেন ছেড়ে গেল। ধ্বজপতাকা নিয়ে যারা এসেছিল তারা এবার মুয়ে পড়েছে। লাইন দুটো তাদের চুম্বকের মতো টানছে। কিছুক্ষণ বাদে তারা সম্বিৎ ফিরে পাবে। তখন তারা কাঠের হাত-পা মেলে খটখট ক'রে আবার পুরোনো রাস্তা বাজিয়ে চ'লে যাবে।

ট্রেনটা আমার সামনেও দাঁড়িয়েছিল। একটা মৃদু জানলায় সুখ-দুঃখের অনেক রং জমছিল। আমি তাতে নিমগ্ন হ'য়ে ছিলাম। হঠাৎ সেই জানলা আর পাশের কপাট ঝড়ে মেতে উঠল এবং সারা কামরাটা কালবোশেখীর মেঘের মতো উধাও হ'য়ে গেল। অন্য কোন্ সমতলের উপর পৌঁছে তা শান্ত হবে জানি না। আমার একমাত্র প্রার্থনা, তা যেন একবার ভেসে এসে ইস্টিশানের এই কোনায় একটু ছায়া ফেলে।

শেষ একটা কথা ছিঁড়ে দু-টুকরো হ'য়ে গিয়েছিল। তারই আধ-খানা আমি কুড়িয়ে নিয়ে এখন বুকে গুঁজে রাখছি।

দু-জনকে দেখেছিলাম

গমের ক্ষেতে তাদের দু-জনকে দেখেছিলাম। পাকা শীষগুলো উঁচু ক'রে তুলে ধরেছে যেন সামনের সমস্তটা পথ তাতে আলোকিত হ'য়ে যাবে। চড়ুই বুলবুলির ঝাঁক তাদের হাতের নাড়া লেগে পালানোর পর সারা মাঠে তারা তাদের উজ্জ্বলতা ঢেলে দিয়েছে। যেটুকু কুয়াশা ধুতি আর শাড়িতে তারা জড়িয়ে এনেছিল তাও আর নেই। কাছে এবং দূরে বাড়ি ঘর পাথর পুরোনো গাছের গুঁড়ি তখনও ভয়ঙ্কর হ'য়ে আছে, কিন্তু সে-সবে ঘেরাও হ'য়েও তারা এক নিবিড় উৎসবের প্রবাহ ধরতে পেরেছে, আমার মনে হয়েছিল।

আমি আশা করেছিলাম আবার তাদের দেখা মিলবে। উদ্‌ভ্রান্ত হাট থেকে বেরিয়ে এসে দু'টো মুখের আদল দেখে থমকে দাঁড়ালাম। তারাই বুঝি গাঁয়ের আবছা কোণে দুখানা পোড়া রুটি সামনে নিয়ে

ব'সে আছে। কিন্তু এতখানি ব্যর্থতা আমার বিশ্বাস হল না। তাই আবার এলাম ক্ষেতের ধারে। তারা নেই। সারা মাঠ খাঁ খাঁ করছে। গমের যে দানাগুলো ঝ'রে পড়েছিল সেগুলো খোঁজাখুঁজি ক'রে কয়েক-জন ধুলোর রাস্তায় উঠে এসেছে। তাদের জিগ্যেস করতে তারা চিনল, উত্তর দিল: ওরা দু-জন তো সেই কোন্ কালে স্বপ্ন দেখতে চ'লে গিয়েছে।

ভরসন্ধ্যায় সে ফিরে আসে

ভরসন্ধ্যায় সে ফিরে আসে। ভালবাসার ছাঁচে গড়া তার মুখটা তখন ঠিকমতো ঠাহর হয় না। না হ'লেও এইটুকু আন্দাজ করা যায় সেখানে যত ব্যাকুলতা ছিল তা সে মুছে ফেলে দিয়েছে। ফতুর হ'য়ে গেলে যেমন হয় তেমনি।

তাকে যদি জিজ্ঞাসা করো সে মন্থর ক'রে উত্তর দেবে, যেন এক নিষ্ঠুর সত্যের উদ্ঘাটন করছে। তার গলা শুনলে মনে হবে জীবনের অন্য এক পার থেকে সে কথা বলছে। সে বলবে: দুপুরের আগুন তার পাঁজরায় লেগেছিল, তার পায়ের তলা থেকে নদীর চর স'রে স'রে গিয়েছিল আর তারই হাতের উপর ফসলের চারাগুলো অবশেষে এলিয়ে পড়েছিল। এই অভিজ্ঞতার পর সে চ'লে এসেছে এবং যে অটুট শীতলতা তাকে জুড়িয়ে দিতে পারে তাই চেয়ে নিস্পন্দ হ'য়ে আছে। এ-সব কথা যতই অবাস্তব শোনাক, তার নিজের কাছে এর চেয়ে বড় সত্যি আর কিছু নেই।

ক্রমে তাকে ঘিরে জোনাকির ঝাঁক উড়তে আরম্ভ করে। তার মুখটা তখন আব্ছা এক তোড়ার মতো দেখায়। কিন্তু মনে হয় খুব আলগোছে ছুঁলেও তা ঝ'রে পড়বে, ঝ'রে প'ড়ে ধুতরো আর আশ-শ্যাওড়ার ঝাড়ের ভিতর হারিয়ে যাবে।

যাত্রী

একাগাড়ির ঘোড়া পা তুলল, এখনই চলতে আরম্ভ করবে। সওয়ারীরা এতক্ষণ উসখুস করছিল, এই ভঙ্গিটা টের পেয়ে তারা জমাট হ'য়ে বসল। একগলা ঘোমটা-টানা বউ, জোয়ান মরদ, ছেলে বুড়ো সকলে। তারা এখন যাবে কুহকের দেশে। তারা যে এই প্রথম সেখানে যাবার জন্যে সওয়ার হল তা কিন্তু নয়। বলতে গেলে এটা একরকম রোজকারই ব্যাপার। গাড়িতে উঠে তারা দোকানপাটের দিকে পিঠ ফিরিয়ে বসে এবং রওনা দেবার জন্যে অস্থির হ'য়ে ওঠে। প্রত্যেকবারই তারা মনে করে গাড়িটা পুরোনো আমবাগান পাশে রেখে খরা মাঠ পেছনে ফেলে সন্ধের গোনে-গোনে পৌঁছে যাবে ভেল্কির জায়গায়। এরপর বউ তার ঘোমটা সরিয়ে একটু একটু বাইরে তাকায়, ছেলেবুড়োরা গোধূলির আবীর মেখে আশ্চর্য আশ্চর্য গল্প ফাঁদে আর নিজের বুকের আওয়াজ শুনে দশাসই পুরুষটার নেশা লেগে যায়।

কিন্তু গাড়ি থামলে যে জায়গায় তারা নামে সেটা ভীষণ চেনা। চোখ বুঁজে ব'লে দিতে পারে কোন্ কোন্ গাছের তলায় ভূতের মতো ছায়া জমেছে, কোথায় খোড়ো চালগুলোর উপর সীসের তৈরী একটা আকাশ নেমেছে, কোন্ দিকে বালির ঢেউ একেবারে শিয়র পর্যন্ত এগিয়ে এসেছে। তখন আর চোখ খুলে কিছু দেখবার ইচ্ছে থাকে না, দরকারও থাকে না। চাটাইয়ের উপর ঢ'লে প'ড়ে ঘুমের মধ্যে ডুবে গেলেই যেন বাঁচা যায়। কিন্তু পরের দিন আবার যে-কে সেই। কেনাকাটার পাট সেরে ফিরবার সময় বেলা ঝিমোনোর সঙ্গে সঙ্গে মনটা ব্যাকুল হ'য়ে ওঠে। যে জায়গা দেখবার এত ইচ্ছে হয়েছিল সেটা আজকেই দেখা যাবে, পক্ষীরাজ ঘোড়াটা নিশ্চয় সেখানে নিয়ে যাবে, এমন প্রত্যয় জন্মায়।

সেই ঘোড়ার পা আজ আবার যেই উঠল অমনি সওয়ারীরা বিভোর হ'য়ে গেল। একগলা ঘোমটা-টানা বউ, জোয়ান মরদ, ছেলে বুড়ো সকলে।

মেলা

গাঁ থেকে অনেকখানি পথ ভাঙার পর এই মেলা। ছেলেটাকে নিয়ে রওনা হওয়ার সময় তাদের ভয় ছিল মাঝখানের সীমানা যদি না পেরোনো যায়। অথচ গোটা বছরকে তারা এই দিকেই ঘুরিয়ে রেখেছিল। নইলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাতো কি ক'রে? তাই মেলার জমিতে পা দেওয়ামাত্র বাপ-মার রক্তেও হুল্লোড় লেগে যায়। তাদের কুঁড়েঘরটা এখন দিগন্তের ওধারে ডুবে গিয়েছে, ঝিঁঝির ডাক আর লম্বা ছায়া নিয়ে গাছের ঝাড়গুলো হ'টে হ'টে প্রকাণ্ড জায়গা ছেড়ে দিয়েছে আলোর জন্যে হাসির জন্যে। আর কোনো ভাবনা নেই, দৌড়ও, এক দৌড়ে এক্কেবারে ছেলেবেলায় গিয়ে থামো।

*

ছোট্ট মেয়ের সামনে বিরাট দরজাটা হাসতে হাসতে খুলে গেল। এক মুহূর্ত তার মনে পড়ল ইন্দ্রধনুর তলা দিয়ে সে অনেকবার এইখানটায় আসতে চেয়েও আসতে পারেনি। ভেতরে ঢুকে সে-সব কথা তার মনে থাকে না। তার পরনের ন্যাতায় এখন ফুলের নক্সা ফুটে উঠেছে, সারা গা জলের মতো ছলছল করছে। এখানকার স্রোতে মিশে সে মুখটা শুধু জাগিয়ে রাখে আর চোখ বড় ক'রে দ্যাখে। কি নেবে সে, কি নেবে? শেষকালে পুতুলগুলোর সামনে এসে তাকে থেমে পড়তে হল। এই তো সে এতক্ষণ খুঁজছিল। দুটো মাটির পুতুল তুলে নিয়ে সে আহ্লাদে আটখানা। আর কিছু তার নেবার নেই।

ছেলেটা তাকে দেখেও দ্যাখেনি। স্রোতের টানে এক সময় কাছে এসেছিল, কিন্তু তাকে চিনত না, চিনলে চিৎকার ক'রে ডাকত। একা একাই সে তার ব্যাকুলতা নিয়ে ভেসে বেড়িয়েছে। ভাসতে ভাসতে দিশেহারা হাত বাড়িয়ে পেয়ে গিয়েছে একটা তালপাতার ভেঁপু। তখন তার খুশি আর ধরে না, যেন মুঠোর মধ্যে জাদুমন্ত্র পেয়েছে।

*

মেলা থেকে বেরিয়ে গাঁয়ের পথই ধরতে হয়। বয়সের আর গাছপাথর নেই বাপ-মার। ধুলোর উপর ভারী পা ফেলে ছেলেকে নিয়ে তারা ফিরে চলে। তার হাতে তালপাতার ভেঁপু, সেটা সে একটানা

বাজায়। পুতুল বুকে আঁকড়ে একটা মেয়ে অন্য পথে গিয়েছে, আওয়াজটা সে শুনতে পায় না। কিন্তু একদিন পাবে যখন এ গাঁয়ের হাওয়া ও গাঁয়ে পৌঁছবে। তখন সে আকুল হ'য়ে কাছে আসবে। তারপর হাওয়ার জাদু ফুরোলে মেলার দিকে মুখ ঘুরিয়ে দুজনে দিন গোনা শুরু করবে।

একটি গলি

পাড়ার মধ্যে দিয়ে এই গলি। বড় রাস্তার উপর যেখানে ইট আর পাথরগুলো প্রচণ্ড ক্ষমতায় ফাটো-ফাটো সেইখানে মুখ বাড়িয়ে নিশ্বাস নেয়। মার খেলেও মুখ সরায় না, কারণ বাতাস টানবার ওই একটাই পথ।

গলিটার এই একগুঁয়েমি আছে ব'লেই বাসিন্দারা সবাই মিলে হঠাৎ ম'রে যায় না, পর পর একটু-আধটু সাধআহ্লাদের ইচ্ছে নিয়ে বাঁচে। তাছাড়া সাত সমুদ্দুর তেরো নদীর কথাও তারা ভাবতে পারে। পাড়ার ঠিক গা ঘেঁষে পাহাড় আর মাঠ আর মোহনা এসে জড়ো হয়েছে এমন ইঙ্গিত তারা রোজই পায় যখন আচমকা হাওয়া পচা দরজার পাল্লায় নাড়া লাগিয়ে চম্পট দেয়।

এমনিতে খুব নরম হ'য়ে থাকে গলি। একটু কান্নার জলে একেবারে গ'লে যায়। মানুষগুলো বেশ অনুভব করে এই কোমলতার ভিতরে তাদের ঘরদুয়োর কত নিচে শিকড় ডুবিয়ে দিয়েছে।

কিন্তু এই-ই সব নয়। মাঝে মাঝে একটা দারুণ ওলটপালট ঘটে। ভোরবেলার কুয়াশার মধ্যে সকলে এমন আলোড়িত হয় যে উদ্বেগের আর কোনো অবসর থাকে না। সকলে একসঙ্গে বেরিয়ে পড়ে, যেন দিগন্তকে এক্ষুনি ভেঙে ফেলে নতুন ক'রে বানাবে। দিনের আলো ফোটার দরকার নেই, পায়ের ঠোকায় যে চকমকি জ্বলবে তাই যথেষ্ট। পাষাণে বুক বাঁধে এই গলি। তখন একে আর চেনাই যায় না।

রিক্শাওয়ালা

রিক্শার চাকা দুটো ঘুরতে ঘুরতে এইখানটায় এসে দাঁড়ায়। আমার বাড়ির সামনে অপেক্ষা করে। যে লোকটা চালায় একদিনও তার কামাই নেই, এই বিষম ঠাণ্ডাতেও না। এমনিতে তাকে দেখে আমার চেনার কথা নয়, কারণ তার মুখটা যেন রোজই বদলায়। চাকা দুটোর ঘোরা থেকে চিনি।

সন্ধের পর ছেলেবউকে অন্ধকারের মধ্যে ঠেলে দিয়ে সে বেরিয়ে পড়ে। কোন্ মহল্লা থেকে তা আমার কাছে পরিষ্কার নয়। শুধু এইটুকু বুঝতে পারি, ভুতুড়ে আলোগুলো পার হ'য়ে গেলে এক প্রকাণ্ড যে শীতের রাত পড়ে তার ওপারে সে থাকে। যেখানেই থাকুক কিছু আসে যায় না। আমার বাড়িটা যে তার চেনা, আমাদের দু-জনের পক্ষে এটাই বড় কথা।

শীতের ঢেউ যে-সব রাস্তায় আছড়ে পড়ে সেই সব রাস্তা দিয়ে রিক্শা চ'ড়ে আমি অনেকবার গিয়েছি। তখন মানুষটার মধ্যে আগুন গনগন করতে দেখেছি, মনে হয়েছে তার অস্থিমজ্জা জ্বলছে। আমার গায়ে সেই আঁচ এসে লেগেছে। তার সুতীর ফতুয়াটা তখন তীব্রভাবে উড়তে থাকে এবং আমার ভয় হয় আমার গরম জামাকাপড় বুঝি দাউ দাউ ক'রে জ্ব'লে উঠবে। কিন্তু না, প্রত্যেকবারই সে ভুতুড়ে আলো-গুলোর মধ্যে দিয়ে আমাকে আবার এইখানে ঠিকমতো পৌছে দিয়েছে। এমনকি তার বাড়িটা যে একসময় খুব কাছাকাছি এসে গিয়েছিল, এ অনুভূতিটাও আর লেশমাত্র থাকেনি। আজও সে আমাকে নিয়ে শীতের রাতের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়বে এবং নিরাপদে আবার ফিরিয়ে আনবে।

খুব সম্ভব কোনো একদিন সে আর আসতে পারবে না। ভেতরের আগুনটা নিবে গিয়ে সে ঠাণ্ডায় জ'মে পাথর হ'য়ে কোথাও প'ড়ে থাকবে। কিন্তু তা ব'লে রিক্শার চাকা দুটো তো মাটিতে গেড়ে যাবে না। তারা আবার ঘুরবে এবং তাই থেকে আমি বুঝব সেই রিক্শা-ওয়ালা হাজির হয়েছে, এখন যেমন বুঝি। এটাই আমার কাছে এক স্বস্তি।

এই প্রান্তে

এই প্রান্তে উচ্ছন্ন ঘর। আমাদের আওয়াজ ঝাউয়ের হাওয়ার সঙ্গে ফেরে আর নদীর ধ্বসে নামে। সে এক ভীষণ নির্জনতার স্বর, অথচ আমাদের সব ঘনিষ্ঠতা তার ভিতরে।

মেঘের মস্ত নিশান ওড়ে, তার উপর আমাদের তপ্ত মুখ আঁকা। সেই শোভাযাত্রা-দেখে-দেখে-ক্লান্ত চোখ আমরা নামিয়ে নিই। তারপর মুখ দেখবার জন্যে আমাদের শুকনো ডাঙার তাত থেকে স্ফুলিঙ্গ বের করি।

আশা আর অনুশোচনার অসহ্য ভার আমরা ধু ধু মাঠের উপর ছুঁড়ে দিই। আমাদের ছিটোনো স্ফুলিঙ্গ লেগে তা পুড়ুক।

স্বর্গের দিকে যে হাত দুটো বাড়িয়েছিলাম আমি তা আবার তোমার কাঁধের উপর রাখি। আমার স্পর্শ নিয়ে তুমি পাথরমাটির সঙ্গে একাকার হ'য়ে যেতে চাও, যেখানে চিরকালের মত আমি তোমায় ঢেকে থাকব।

সব ভান আমরা খসিয়ে ফেলি।

এই প্রান্তে আমরা উজাড় হয়ে যাই। এই প্রান্তে।

অথই জলবাতাসে আলোর সমুদ্রে

কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি তোমার উপর পড়লে তুমি কানায় কানায় ভ'রে উঠতে, পড়ন্ত বেলায় একটুখানি রোদ তোমায় ছুঁলে তুমি সোনা হ'য়ে যেতে, দক্ষিণ থেকে হাওয়া দিলে তুমি মর্মরিত হতে। এবার তুমি দিনের ভারে চুরমার হ'য়ে গেলে। তোমার হৃদয়কে কুড়িয়ে নিয়েছে অথই জলবাতাস আলোর সমুদ্র। তাদের মাঝখানে আমাদের এই ঘরটা আমি পাল তুলে ভাসিয়ে দিয়েছি।

নীরবতায়

শুক্‌নো ঘাসপাতার নিচে আশ্চর্য নড়াচড়া
আমাদের হারানো স্মৃতির মতো,
রাত্রি খুঁড়ে জলের ধারা ছুঁতে হবে,
এলোমেলো ছায়ায় ধূসরে সবুজে
আন্দোলিত আমরা দু-জন।

*

এত কথা বলা হল
বছর ঘিরে মাস ঘিরে মিনিটে মিনিটে
তবু আমরা অন্যমনস্ক
এত চিৎকার শুনেও শুনিনি,
তোমার প্রেম আমি রেখেছি
নিভৃত চোখে দুপুরের কোলে নীরবতায়
সম্পূর্ণ নীরবতায়।

*

একটা আলো নিয়ে কেউ হাঁটছিল
কোথা থেকে কোথায় জানি না,
তুমি হাসলে
তোমার ঠোঁট যেন দিগন্তে আঁকা হ'য়ে গেল,
তার দিকেই আমরা চলেছি,
আমার আঙুল তুমি দেখতে পাওনি
কিন্তু তোমার মন তার স্পষ্ট ছবি ফোটাল।
সে তো আমাদের ইচ্ছারই দিগন্ত
প্রত্যেক মুহূর্ত থেকে বেরিয়ে চলো চলো—
তারপর আর কোনো রেখা নেই
তারপর অপূর্ব নির্জন সমারোহ
আমাদের অন্ধকার মুখের উপর খালি শিশির।

তোমায় এতদূর আনলুম,
কোথাও কোনো রাস্তার নাম লেখা ছিল না
তবু প্রশ্ন করার কথা তোমার মনে হয়নি।
এসো এবার আমরা অপলক চেয়ে থাকি
সমস্ত ঋতুর জানলা দিয়ে
যদি হঠাৎ দেখা যায়
ভয়ভাঙা সুন্দর মাটি।

ছায়ায় আলোয় চিহ্নিত

আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে
প্রখর নদী দিনের জোয়ার
টলমল নৌকো
ঋতুর পর ঋতুর পথ
অস্ফুট চারা থরে থরে পাপড়ি
মাঠের বিস্তর ক্রোশ
তারপর দিগন্ত
শূন্যে কাঁপা-কাঁপা কুটীর
উধাও জ্যোৎস্না
দেয়ালঘেরা ঘুমের স্তূপ
শিশির আর বৃষ্টির সমতল?

আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে
হৃদয়ের কাছে আচ্ছন্ন হৃদয়
উঁচু থেকে উঁচু গ্রামে টানা তার
অন্ধকার স্নায়ুশিরা
আর কয়েকটি কথার প্রতিধ্বনি
রাত্রির চূড়ায় চূড়ায়?

কোথায় নিয়ে যাবে শেষ পাখির ডাক
ডালপালার সাড়া
রোদের বিস্ফোরণের জন্যে অপেক্ষা ?

*

আমি এই বলি সন্ধ্যা হল
এই বলি চোখ মেলো ভোর
আমি এই দুপুরে থামি এই মাঝরাতে
ছায়ায় আর আলোয় আমাদের চিহ্নিত করি,
উৎসবের জন্যে অনেকগুলি শিখা
ধোঁয়ার কুণ্ডলী সেই অনেকগুলি শিখা,
একটি বাসার খড়কুটো হাওয়ার ফুঁয়ে উড়ে যাবার আগে
সোনার মতো জ্বলজ্বল করে,
দীর্ঘ উজ্জ্বলতার পথ ধ'রে
আমাদের দেখা এক-একটি নক্ষত্র লুপ্ত হয়।

সময় ধীরে ধীরে পোড়ে
আমার চলাফেরা খুব সন্তর্পণে
মনে করি জলমাটির মিল
এইবার বুঝি উদ্ভাসিত হবে,
আমার নির্জন টহলে তোমার সাক্ষাৎ পাই
প্রথম পৃথিবীর মতো তুমি
জল থেকে জাগা
উর্বর আকাঙ্ক্ষায় উঁচুনিচু,
তখন আমার রক্তে রেণু রেণু সূর্য,
যে আওয়াজ দূরের হাহাকার হ'য়ে যাবে
আমার মনের মধ্যে তা মৃদঙ্গের মতো বলে।

আমি শিকড় দিয়ে মাটি বাঁধি
কত ফুল তুলে দিই আকাশে
ফসলের শীষ

ফলের উপর আমার মুখ প্রতিফলিত দেখি,
ভাঙনের ধারে আমি অসীম মায়ায় মুগ্ধ হ'য়ে দাঁড়াই,
শেষ আলো লেগে কাঁকরগুলো যেন মুঠো মুঠো মণি
আমি দুই হাতে তা কুড়োতে চাই।

ঢেউ স'রে গেলে ফেনার রাশ
সব বুদ্‌বুদে আমি তোমার নাম ভ'রে দিই
তারপর দেখি তারা একটা একটা ক'রে ফেটে যায়
আর সেখানে আমার ছায়া ঘন হতে থাকে।

আমার মুখে তাকাও

আমজামের গাঁয়ে চুপিচুপি
লাখো হাতের তল্লাস এড়িয়ে চুপিচুপি
আমার স্বপ্নগুলোকে আগলাই
বছরের চাকায় তারা গুঁড়িয়ে যাবার মতো হয়
তবু প্রাণপণে বাঁচিয়ে রাখি।

আগডাল থেকে বোল ঝরে
একটা দুটো তিনটে অগুন্তি
আমার বুকের শব্দ মাটির মধ্যে
ফল পাকার তাপ আমার বুকের মধ্যে।

চাতকের পাখনায় নীল উছলে পড়ে
আকাশের নীল আমার সারা অঙ্গে
বেলা গড়িয়ে যায়
গোপনে গোপনে মেঘের সঞ্চার
আমার মনে মনে।

শীতের আগুন থেকে কয়েকটা আঙার
আমি তুলে রাখি
যদি আবার তাদের জ্বালানো যায়
আরেক শীতে !

ভোর না হতেই যে মানুষগুলো বেরোয়
তারা ফিরে আসে না
যদিও তাদের চাপা গলার কথাগুলো
কুয়াশার মতো
মাঠের এধারে ওধারে ভেসে বেড়ায় ।
তাদের জন্যে প্রতীক্ষা শেষ হয় না
আমার স্বপ্নের দিগন্তে তারা হাঁটে ।

সব আলোড়ন ধরাছোঁয়ার মধ্যে জড়ো হয়
সব আলোড়ন নিঃশব্দে আমার নির্জনতার ভিতরে ।

তোমার শোকতাপের মুখখানা তোলো
আমার মুখে তাকাও ।

এইটুকু আলোর বৃত্ত

এইটুকু আলোর বৃত্ত
তার বাইরে উৎকণ্ঠা জমেছে
এইটুকু জায়গায় কেনাবেচা হাজার কথা
পেছনে স্তব্ধ হাওয়ার দেশ
নিঃশব্দ পাতাখসার শূন্য ।

বীজধানের জমি শিউরে শিউরে উঠছিল
এখন নিথর

যারা তার গায়ে আদর ক'রে হাত রেখেছিল
তাদের রক্তে সেই স্পন্দন এখনো জড়িয়ে রয়েছে।
তারা এই সীমান্তে এসে ঘনিয়েছে।
এমনিভাবেই কি থাকবে তারা
প্রহরের পর প্রহর
যতক্ষণ না ঘাসের উপর শিশির জমে
পাখির ডানায় আকাশ কাঁপতে আরম্ভ করে ?
না কি তারা এমনিভাবে থাকবে
যতক্ষণ না ঝড় আসে
এক ফুঁয়ে সব একাকার হ'য়ে যায় ?

দুটো সুডোল বাহু ধানের মঞ্জরীর মতো ঝলকে
নদীতীরের প্রকাণ্ড অবকাশ ভরিয়ে দিতে চেয়েছিল,
সেই আবেগের ছবি কখন ভেসে গিয়েছে কালো জলে,
মেয়েটা তারপর প্রেম নিয়ে বারে বারে এল
কেউ তার দিকে গভীর ক'রে তাকাল না।

একান্তে

ওই কোণে

ওই কোণে আমার নজর রয়েছে,
বিশালতার জন্যে অস্থির হ'য়েও আমি বেরিয়ে পড়িনি
সাত সমুদ্দুর আমাকে হাতছানি দিয়েও টানতে পারেনি,
যন্ত্রণা ক্ষোভ আলোড়ন
বারো মাসের টালমাটাল
সব ওই কোণে জমা ক'রে দিয়ে ব'সে আছি,
ওখান থেকে নদী বইতে পারে।

যে এসে জাগায়

রাত্রির খাড়া কিনার ধ'রে চোরা পথ :
আমায় যে সন্তর্পণে এসে জাগায়
তাকে আমি দেখতে পাই না
কিন্তু তার মুখে ভোরবেলাকার মুগ্ধতার সৌরভ,
তাকে আমি দেখতে পাই না
কিন্তু আমার করতলে
দিনের দূর উৎসের অনুভব।
আমার সব ছত্রভঙ্গ কথা এক দীপ্ত রেখা খোঁজে
যেখানে তারা ধুলোর মতো নাচবে।

জ্বরে

দিনের জানলাটা কোন্ সময়
এক মস্ত কালো আকাশ হ'য়ে গেছে,
আমি শুয়ে শুয়ে ওড়ার আওয়াজ শুনছিলাম
আমার নাড়িতে শুনছিলাম দূর আলোর ধাক্কা,
হঠাৎ সব চুপচাপ রংমোছা
কখন নিঃসাড়ে বৃষ্টির ছাউনি পড়েছে চারধারে।

আমার জ্বরের বিছানা থেকে ডাকি
ধুকপুক পাখিটাকে,
বিকেল তাকে সোনার জালে ধ'রে
অন্ধকারের মুঠোয় রেখে গেছে,
সে বুঝি এখন ঘুম আঁকড়ে রয়েছে,
আমি ভাবি অতটুকু বুক
এবার কি বিদ্যুতে দাগা হবে ?
উঁচু পিদ্দিমটা যেখানে মেঘের মধ্যে মুখ গুঁজে দিয়েছে
সেই দিকে তাকিয়ে কাঁপি।

তাকে ডাকি,
এই তো তার সূর্যকে আমার এখানে বিছিয়ে রেখেছি
আমার হাতের আড়ালে তার শস্যের কণা জমা করেছি
তার ছায়াবটের ঝুরি
আমার মাটিতে নামিয়েছি।

বাঁচবার সাড়া যদি আসে সেজন্যে আমার অস্ফুট হৃৎপিণ্ডের
উপর করতল রেখে আমি উন্মুখ হ'য়ে থাকি।

অন্ধের মতো

একলা টিমটিমে লণ্ঠন
অন্ধের মতো হাতড়ায়
পথগুলো যেন থম্‌কে গিয়েছে
জলের কলকল ছাড়িয়ে অনেক উপরে।

কই সে নদীমেখলা
মুগ্ধ কামনার বাঁক
মাটির ভরাট ইশারা
কোথায় ?

কোথাও শস্য বাড়ছে
ধুলোবালি কাদায় আমার রোমাঞ্চ ছড়ানো রয়েছে।
অন্তরঙ্গ গাছ আমার দিকেই মাথা তুলে আছে
পাথর নুড়ির ফাঁকে ফাঁকে নতুন চারা
যেমন আমি দেখেছি আমার আকাঙ্ক্ষার চোখে,
নিচে আরো নিচে উথলপাথল
জন্মের অফুরন্ত আবেগ।

যেখানে বীজ পড়ে অঙ্কুর তৈরি হয়
সেখানে কেমন ক'রে নামব ?

দগ্ধ দিনে

টগর চুঁইয়ে চুঁইয়ে রোদ ঝরছে
টকটকে রোদ জবার ঝুমকোয়
আমি ছায়া খুঁজছি
তোমার গলার স্বরে,
আমার ঘুমের স্তরে স্তরে বিছোনো
তোমার কথা
কথা থম্‌কে গেলে আচ্ছন্ন
কান্নায় ভাঙো
তখন আমার মধ্যে তুমি ছড়িয়ে যাও
দুলতে থাকো
জলের নিচে যেমন আব্‌ছা উদ্ভিদেরা দোলে
আর তোমার হাসি থেকে উদ্গত রাত্রি
যেন এক ঝর্না
আমি শ্যাওলা-ঢাকা ঠাণ্ডা পাথরের মতো আবিষ্ট,
তোমার স্বরে আমার শান্তির আস্বাদ।

দুঃখ আর আনন্দের ঝঙ্কার
দাবদাহ জুড়িয়ে,
পাখির নীড়ে ফেরার শব্দ
আশ্রয় শান্তি বেদনার দোলা
দিনের একান্তে ছায়া আরো ছায়া
আমার স্নায়ু ছেয়ে তোমার স্বর।

তোমার গলার অন্ধকারে
রহস্যের পর রহস্যের সৃষ্টি।

এর পর

বাগানে ফুলের আভায় চমৎকৃত মুখ
আর কথার ঝুমুর,
অনর্গল শরীরের ঢেউ
পরিষ্কার হাওয়ায় পল-কাটা,
মনের বাঁকা পথ আলোর তোড়ে ভেসে গিয়েছে
আলোয় ভাসছে মেয়েরা
তাদের গালে গলায় স্তনে উরুতে স্বচ্ছ দিন
তাদের ঘিরে নাচ
যেন পেখম মেলেছে আলো,
পাপড়ি আর পাতার ঝাড়
চোখের পদ্মপলাশ
চিকন বাহার কোণে কোণে ঠিকরোয়!

মাটির ভিতর থেকে ছিঁড়ে-যাওয়া দিন
সব ভাবনার বাইরে আলগোছে ধরা।

এর পর বাঁচবার সময়।

দিনের এই ভঙ্গুর পাত্রটা এখনি খানখান হবে
আর সে-ঝঞ্ঝনা অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে ছড়াবে
বিস্মরণের সীমা পার হ'য়ে ছড়াবে
একেবারে হৃদয়ের তল পর্যন্ত
তারই রেশ ধ'রে বুড়ী পৃথিবী কতকালের গান ধরবে
ধুলোয় ধুলোয় শিকড়ে।

আবার আমাদের ঘর
আবার আমাদের রক্তে মাটির কল্লোল।

ঝড়ের কেন্দ্রে

আমরা ঝড়ের কেন্দ্রে বসলাম
এখানে সুস্থির হওয়া যায়
সামনের সীমানা পার হ'য়ে
আলোড়নের পথগুলো ছড়িয়ে যেতে থাকুক
এখানে চলুক আমাদের গল্প ;
ওই ঘরছাড়া ছেলেটার মুগ্ধ চোখ দ্যাখো
মনে হয় যেন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কল্পনার রাজ্যে পৌঁছে গেছে
অন্ধকারে মাথা রেখে এমন উজ্জ্বলতা পেয়েছে ও।

আমরা বলি এক শান্ত আকাশের কাহিনী
যেখানে আমাদের ঘরকন্নার পৃথিবী
স্থির দীপ্তি দেয়,
আমরা তুফানের পরের কাহিনী বলি
যখন গাছপালা ক্ষেত প্রলয়ের জলে ধোয়া
নতুন মাটি দিয়ে সমস্ত ইচ্ছার মূর্তি তৈরী হয়
বীজ ফেটে ফেটে শস্য জন্মানোর সঙ্গে
নানান্ রঙের দিনগুলো জন্মায়।

ঘরছাড়া ছেলেটার চোখে তন্ময়তা দ্যাখো
যেন মার দিকে শেষবার তাকিয়ে আবিষ্ট হ'য়ে আছে
যেন এই কাহিনীতে ওর ফেরবার ঘর গ'ড়ে তোলা হল
ওর সেই মাটির পিদ্দিম থেকে রোশনাই জ্বালিয়ে রাখা হল
আমরা একসঙ্গে বসেছি

আচ্ছন্ন পৃথিবীর শিয়রে হাত রেখে ডাকছি
রূপকথার স্বরে,
তাকে ঝড়ের পাখায় উড়িয়ে নিয়ে যাব বলছি।

এখন খোলা আকাশ

চাঁদোয়ার লতাফুল গ'লে গিয়েছে
এখন খোলা আকাশ,
চাঁদ তারা সূর্য মেঘ ধ্বনির একই নীলে ভাসে,
এই নতুন শূন্যে আমি তাদের কাছাকাছি,
বিলম্বিত লয়ে আমার স্বপ্ন অন্য সংসারে,
মহাজগতের কোনো ঘর
অসীম প্রান্তরের মর্মরে উদ্ভাসিত,
আমি দিনরাতের সীমানা পার হ'য়ে চলি।

কিন্তু বৃষ্টি নামে।
হালকা সাদা মেঘ এমন ঘনঘোর হবে কে জানত
আষাঢ় শ্রাবণ কলস্বরে ঝাঁপিয়ে পড়ে
আমার চোখে মুখে চেতনায়,
ঘুমন্ত উপকূল ভাসিয়ে সমুদ্রও এসে যায়
আর বাতাসে ভরে পঞ্চমুখী শাঁখ ;
গুরুগুরু মেঘ সমুদ্র হৃৎপিণ্ড
ধমনীর বিদ্যুৎ গমক
উতরোল নির্জনতা।

বৃষ্টি থামে।
ঘাসের ডগায় কচুপাতায় টলটলে ফোঁটা,
স্থস্থির নিশ্বাসে তাদের ধ'রে রাখতে হয় ;

আলোর দিকে অন্ধকারের দিকে মীড়,
আমাদের চিরকালের আপন বসুন্ধরা
ললিত রঙের ছটা পুবে
পটদীপে সাজানো সন্ধ্যা
গভীর রাত্রির যোগে আবিষ্ট প্রাণ।

কখন আমি চোখ বন্ধ করেছি জানি না,
উত্তরঙ্গ পথের উপর শান্তির আভা ফুটছে দেখি।
পাশ থেকে কে একজন জিগ্যেস করে কটা বাজল;
কি ক'রে বলব?
আমি তো সময়ের আরম্ভে রয়েছি।

শেষ ঘণ্টার পর

শেষ ঘণ্টার পর প্রকাণ্ড মুহূর্ত;
দীর্ঘ দেবদারুর মরীচিকা ফোটে,
গোটা দলটা সন্ধ্যার দিকে এগোয়
মুগ্ধ শান্ত সরোবর যেখানে।

চলতে চলতে স্পষ্ট আর কিছু দেখা যায় না
আশপাশের কাউকেও আর দেখা যায় না
সামনে পাথরের অতর্কিত প্রতিবিম্ব
সৌধ মূর্তি স্মৃতি,
মনে হয় কোনো জয়ঘোষণার অনেক চিহ্ন—
কার জয়?

এক একজন ক'রে চৌচির ময়দানের উপর চিৎ হয়ে শোয়,
কোন্ দিব্য মুখ জ্যোতি ছড়াবে
তার জন্যে আকাশ তন্নতন্ন করে।

একটি সকাল

রাস্তা যেন পাতার ইশারায় ভোলে
ডাইনে বাঁয়ে ময়দানের টানে গা ভাসায়
ভোর থেকে হাওয়ার মহলে
কেবলই সমুদ্রের ডাকাডাকি
করুণ শুকতারা ছাপিয়ে কেবলই বালির মর্মর।

আমি উদ্‌গ্রীব হ'য়ে তাকাই
সকাল বুঝি এইবার প্রবালের লাল ফুল ফোটাবে
আর আমি বেড়া ডিঙিয়ে
পূর্ণিমার জোয়ার পর্যন্ত হেঁটে যাব।

এই বিস্তীর্ণ উচ্ছ্বাসে আমি ভিড়ে যাই
যেন এক গানের নিটোলে
যুক্ত হই।

চেনা সাঁকোটা কিন্তু ভীষণ উদ্‌ভ্রান্তভাবে দোলে
তার বেতাল পাছে সর্বনাশ ঘটায় তাই
ওধার থেকে আমি স'রে এসেছি।

প্রবাসে

গাছে গাছে গুমোট
যেন কালবোশেখীর প্রতীক্ষা,
আমি ওদের গায়ে হাত দিলেই কি বৃষ্টি নামবে
বাংলার বৃষ্টি ?

রুক্ষ মাঠ
তার উপর ঠাণ্ডা মাটির প্রলেপ দেয়
আমার চোখ,
মেয়েদের শরীরের তীব্র ভঙ্গি
এক নিমেষে সজল হ'য়ে ওঠে,
তালবনের দীঘিতে তারা স্নান সেরে এল মনে করি

*

যত বিক্ষোভ জুড়িয়ে দিয়ে তন্দ্রা নামে,
অস্ফুট শুনতে পাই মাঝির একটানা চিৎকার :
বাঁও মিলে না—
সুন্দরবনের ভোর বুঝি হল
দুরন্ত তট আরও উজিয়ে
স্নেহ আর সংগ্রামের দুই তট বাংলার।
আমার বিছানাটা নৌকোর মতো দোলে।

*

আমি গলার আওয়াজ ছুঁতে পারি
আমি চোখের দৃষ্টি ছুঁতে পারি
যখন লোকে তোমার নাম বলে
তোমাকে দেখে আসে।

জনমদুখিনীর ঘর

দুব্বার কয়েকটা ছোপ
ধানের গুচ্ছের একটু ছটা
কয়েকটা দোয়েল ফিঙে টুনটুনি
নরম হাসির আভা
দু-একজনের ঠোঁট আদর করার মতো খোলা

এই সব নিশানা ধ'রেই
এখানে ফিরেছি আমি।

দুরন্ত রোদের টিলা পেরিয়ে এলাম,
কুয়াশা প্রান্তর বনবাদাড়ের রাত
আমায় ঘোরায়নি আর,
অচেনা হাটুরে আনাগোনা ক্রমে ক্রমে মুছে গেছে,
নানান্ জিজ্ঞাসাবাদ বিচিত্র ভাষার স্তূপ ঠেলে
এখন আমার কান শুদ্ধ এক ধ্বনিতে পেতেছি।

সেই পিদ্দিমের আলো দেখা যায়,
জনমদুখিনীর ঘর।
কবে আমি বড় হ'য়ে তাকে ছেড়ে চ'লে আসি
তবু তার আঁচলের হাওয়া আজও আমার নিভৃতে,
ঘুমের সময় যত গল্প ছিল আমাদের
অন্ধকার ভরাত যা সবই সে তো রূপকথার
তবু দুঃখ ঘোচানোর গোপনতা নিয়ে
গল্পের রাতের মধ্যে অভিভূত আমরা ঘুমোতাম।

তারপর একদিন বেরিয়েছি,
সন্ধ্যার সীমান্তজোড়া পাহাড় ডিঙিয়ে
কতদূর চ'লে গেছি,
বিভুঁই মনের মধ্যে পথ খুঁজে কতবার দিশেহারা,
রূপকথার কোনো দেশ দেখিনি তো।
আজ দুব্বা ধান পাখি দেখে
ভালোবাসার দু-একটা মুখ দেখে
এখানে ফিরেছি।

পিদ্দিম জ্বলার একলা ঘর,
ওই আলো অন্ধকার আমার নাড়িতে বাজে,

আমার শ্রবণ একক স্বরের স্থিতি পায় :
ভাঙাচোরা বুড়ি গলা
বিশুদ্ধ অতলস্পর্শ,
ঘরে ফিরতে ব'লে ডাকে।
সল্‌তেটা নেবার পরও এই ডাক ঘুরতে থাকবে
যতক্ষণ না আমি
রাত্তিরের গল্পগুলো মনে চেপে
আবার দাঁড়াব গিয়ে দুঃখের দুয়োরে

কতকাল ধ'রে

সামনে যে দু-জনের ছায়া নড়ে
তারা কি বিদায় নেয়,
না অনেক দূর থেকে অবশেষে কাছে এল ?
পথে ঘাটে যে আলাপ থামে ফের শুরু হয় থামে
তা কি বলে ?
কথাগুলো কোনো কোনো ভঙ্গি নিয়ে
গভীর দুঃখের মতো
অথবা হাসির প্রান্তে ছোঁয়া।
ধুলো-ওড়া বেলা থেকে রাত দু-পহর
এক স্বর দীর্ঘ হয় এক ছায়া,
চেনা কারবারের পাড়া জাগে রোজ
বাতিগুলো একে একে আবার নেবায়।

কতকাল ধ'রে এই দেখা।

দূর বছরের কোণে একটি বালক
খর প্রত্যাশায় কাঁপে

একাগ্র তাকিয়ে থাকে
গাঢ়রং ছবি যদি ফোটে
নিকটের জনতার পটে
গুঞ্জন সরিয়ে কান পাতে
জোয়ারের দিকে,
সুপুরি গাছের ঘন সারি
স্তব্ধ ঢেউ নেড়ে নেড়ে
কল্লোলে ভরিয়ে তোলে হৃদয়টা
বঙ্গোপসাগর যেন ওই মোড়ে এসে যায়
রক্তে তার মত্ত কথা-কওয়া
ঘাস ফল রোদ তারা
ধ্বনি যেন ছোট্ট এক জীবনের তটে লেগে
অনেক বাতাসে বুক ছাওয়া।

এখনো মাটির ঘর ডানামোড়া
ধুলো-ওড়া বেলা থেকে রাত দু-পহর।

প্রখর দৃশ্যের মধ্যে

এইখানে শিয়র রাখো
বলে সন্ধ্যা-অভিভূত প্রাণ,
এতক্ষণ যত তোলপাড়
ডানা মোড়ে এই বাসায়
যত খর টান
নিথর শান্তিতে থামে,
রুদ্র সাগর শুধু পাঠায় এখানে
মগ্নতার স্বাদ,
সব চিৎকার যেন হঠাৎ অগাধ মৌন।
এ এক মূর্ছার বেলা,

তার সীমান্তে যদিও
প্রসন্ন রঙের স্বর
তবু তার পারেই কি মৃত্যু নেই ?
নিঃসাড় মৃত্যুকে তবে ঠেকাব কি ক'রে ?
আমার দৃষ্টির ভিতরে
যে পৃথিবী বেঁচে থাকে
সেই তো আমায়
জীবনের রক্তাক্ত চূড়ায় রাখে
তাকে মুছে দিলে
আমার কঙ্কাল এক
প্রাগৈতিহাসিক পাথর
যন্ত্রণার প্রেমের আর সূর্যের মন্তর
যখনই ফুরোবে।

আমার ধমনী লাল স্রোতে
টানটান
গভীর ক্ষতের উৎস থেকে,
জ্বালার নিশ্বাস সবই
আমার বুকের হাওয়া,
সর্বদা অস্থির পাওয়া
সমস্ত প্রিয়কে একই মনের মিছিলে।

প্রখর দৃশ্যের মধ্যে র'য়ে যাই :
ঢেউয়ের ইস্পাত জলে মাঠ থেকে মাঠে
কণ্ঠের গরলে
কথা নীল
এলোচুল বিদ্যুৎ আঙুলে ছোঁয়া
শীত আর গ্রীষ্মের ঝলকে
অসংখ্য শরীরে রোদ বৃষ্টি
দিগন্ত পাখার ওঠানামা
সেই তীক্ষ্ণ হাওয়ায় উজ্জ্বল আমি।

'র দেশ থেকে এলে

তুমি বৃষ্টির দেশ থেকে এলে। এই এতগুলো পাতা আমি জড়ো করেছি, এত ডালপালা। ছাখো তো এরা তোমাকে আগুন ছাড়া অন্য কথা বলে কিনা।

*

যে-ছেলেটা মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে তার ঘরে ফিরবার নাম নেই। কি নিয়েই বা ফিরবে? আমি তাকে এমনিভাবেই রোজ দেখি। আমার বিশ্বাস সে সবসময় অদৃশ্য হ'য়ে যাবার জন্যে অপেক্ষা করে। কিন্তু তার কপালের রক্তচিহ্নটা এক-একবার আমাকে অভিভূত ক'রে ফেলে। তুমি হয়তো বুঝবে। মানুষের লক্ষণগুলো তুমি হয়তো ঠিক ঠিক জেনে এসেছ।

*

পাঁচ ক্রোশ পথ ভেঙে আমি গিয়েছি ইস্পাতের নদী দেখতে। কোনোই মানে ছিল না। সে-জ্বালাপোড়া তো এখানকার বাতাস ছেয়ে আছে। তবে এইটুকু আমি অনুভব করেছি যে আমাদের মাটির ভিতরে অমোঘ উত্তর রয়েছে। তুমি মৌসুমকে জানো, ফলনকে জানো; এই মাটিকে একবার তুমি আদর ক'রে ছাখো।

*

মুগ্ধতার একটা চেহারা বোধ হয় কোনো-এক মুহূর্তে আমার নজরে এসেছিল। কিন্তু আমি নিশ্চিত নই। তোমার জলছোঁয়া হাত কি তাকে নতুন ক'রে গ'ড়ে দিতে পারবে?

পোল পার হওয়ার সময়

পোল পার হওয়ার সময় আমার এক ধরনের ভাবনা হয়। পায়ের নিচে খিলেনটা ভেঙে পড়বে, তা নয়। বা লোহার মুঠোয় আমার নিশ্বাস আটকে যাবে, তা নয়। আমার ভাবনা হয় আমি কিভাবে আবার নিজেকে মানিয়ে নেব। যে কয়টা স্থির বিন্দু ছিল ছাড়িয়ে এসেছি। এখন নতুন চিহ্ন তৈরী করতে হবে যা দেখলে

নিজের বুকের ধুকধুক প্রিয় শোনাবে। যা দেখলে টের পাব টকটকে ইস্পাতের মুখে হাত রেখেও আমি শীতলতায় আছি।

আর, খুব পুরোনো কথা মনে আসে। যেমন, নগরীতে প্রথম পা ফেলা। ভীষণ রোদের মধ্যে শুনলাম 'তোমার মুখ পদ্মের মতো ফুটেছে।' পদ্ম পদ্ম পদ্ম! এই একটা শব্দ কেবলই আমাকে ধ্বনিত করেছে। যখন মনে হল আমি আরেক আগুনে, তারপরও। এবার যদি সমস্ত মাটি সীসের মতো হয় তবুও কি বিকশিত হওয়ার কথা শুনব?

প্রাজ্ঞের মতো নয়

প্রাজ্ঞের মতো নয়, অন্ধের ছুঁয়ে দেখার মতো ক'রে বলো। আমার স্নায়ুতন্ত্রধমনী নিয়ে আমি এক অভিন্ন সমতলে আছি। অক্ষরগুলো কাগজে বন্ধ ক'রে এসে তুমি যদি গোধূলিতে নিজেকে আচ্ছন্ন কর এবং অন্তত একটা কুড়োনো পাপড়িও আমার ত্বক মুখের অন্ধকারে রাখো, তাহলে আমি তোমাকে ঠিক শুনতে পাব। মঞ্চে নয়, তার বাইরে মাটিতে দৃষ্টিহীনতার মধ্যে এক প্রখর সৌহার্দ্যের অবয়বে আমি জেগে রয়েছি।

দু-একটা ঘাসের ডগা কখনো-সখনো গভীর থেকে এক অপূর্ব সম্ভাবনাকে ইন্দ্রিয়ের দৃশ্যে নিয়ে আসে। আমি নিঃসন্দেহে বুঝি আমাদের স্পর্শে রোদ রয়েছে, বৃষ্টি রয়েছে। যদি ছ্যাখো বহতা নেই সবুজ নেই তবে অপেক্ষা কোরো না, আমার নিকটে এসো, আমরা অবোধ্য ফাটলে আমাদের শিরা-উপশিরা বিন্যস্ত করি। তাহলে আমরা উৎসারণের মুখ পাব। আমাদের সব কথাকে শস্য আর পুষ্পের মাঠে রূপান্তরিত হতে দেখব।

নির্ভর

মনে হতে পারত আমার হাঁটা নিশি-পাওয়া,
মাথার উপরে চাঁদ : আমি গভীরভাবে আহত।

বাগানের পর বাগান তাদের অনবদ্য ছায়ার হাত
আমার শরীরে রেখেছিল,
বাতাস এক বিশ্রামের কপাট খুলে দিয়েছিল,
আমি দেখেছিলাম
সময়ের ঘণ্টা জ্যোৎস্নায় স্নিগ্ধ নিশ্চল প'ড়ে আছে।
একটু ঘন ক'রে নিশ্বাস নিলে
অভূতপূর্ব স্বস্তিতে আমি ঢ'লে পড়তাম,
যে-সব ডানা আমার দেখা নেই
তারা আমাকে নিয়ে যেত
চন্দনের বনে শিশিরে।

কিন্তু কোনো সৌরভে আমি ভিড়লাম না
কোনো কুয়াশা আমাকে স্তিমিত করল না,
কারণ আমার বিশ্বাস ন্যস্ত ছিল পাথরে
এক অনমনীয় পাথরে।

জন্মভূমিতে

প্রপাত আমি দেখিনি। আচম্‌কা জল আর পাথরে কেউ কেউ গম্ভীর আশ্বাস শুনতে পেয়ে আমাকে এসে বলেছে। কিন্তু ও কথা আমার কাছে যথেষ্ট নয়। আমার নিরিখ এই : আমি তার একান্ত নিকট হতে পারি কিনা, সে কতখানি যন্ত্রণা কতখানি আকুলি-বিকুলি কতখানি ছোঁয়া আমাকে দিতে পারে। এর কোনো সঠিক উত্তর না পাওয়ায় আমি আর আগ্রহ বোধ করিনি। আমার মনে হয়েছে তুমুল লাফের মধ্যে শক্তি অবশ্যই আছে, কিন্তু তার আশেপাশে এমন সব লিপ্সার দৈত্য বড় হয় যারা আমার আত্মার সঙ্গে শত্রুতা না ক'রে পারে না।

নিশ্চয়তার আর এক নাম জন্মভূমি। আমার জন্মভূমি আমাকে হঠাৎ দিশেহারা করে না। আমি নামতে পারি না এমন কোনো খাদ এখানে নেই, আমি এগিয়ে যেতে পারি না এমন কোনো পথ এখানে নেই। সে আমাকে খুব

দুঃখ দেয়, আমাকে খুবই আপন করে। এবং আমাকে সে তীব্রতম প্রতীক্ষায় রাখে।

মাড়ানো ঘাসমাটির সমতলে আমার জন্মভূমি আমাকে সব চিনিয়েছে। যখন শস্য ছিল তখন শস্য দিয়ে এক-একটা মস্ত চিহ্ন ফেলেছে। শস্য লোপাট হওয়ার পর সেই চিহ্নগুলিকে আরও পরিস্ফুট করেছে।

না, আমার বাঁচবার চৌহদ্দিতে কোনো জলের গর্জন নেই। শুধু একটা মন্থর প্রবাহ আছে। মাঝে মাঝে তাও আবার যায়-যায় হয়। সূর্য তাকে অনেকখানি শুষে নেয়, কিন্তু কখনো তা একেবারে মরে না। আঁজলা ক'রে তৃষ্ণা জুড়োবার জল আমি যে-কোনো সময় পাই।

আমি জানি এই প্রবাহ একদিন আমার ভস্ম ব'য়ে নিয়ে যাবে। এবং আমি জানি এই জলে একদিন আমার আকাঙ্ক্ষারা ফ'লে উঠবে। এই প্রবাহ আমি চৈত্রেও তোমাকে দেখাই।

কোনো চিহ্ন নেই

আরোগ্যের জন্যে কয়েকটা কথা প্রথমেই তাদের মনে এসেছিল। যেমন— নদী, যেমন— সূর্য, যেমন— প্রেম। শুধু মনে আসা নয়, তারও বেশী। এই সব শব্দের চিত্র তারা তাদের স্বভাবে মুদ্রিত করেছিল। তাদের ধারণা হয়েছিল জীবনের মূলকে তারা প্রত্যক্ষ করেছে এবং তাকে এক বিশুদ্ধতায় তারা সঞ্চারিত করতে পারবে।

তাদের বিশ্রামের জমিতে পলি পড়ে কিনা তারা অবশ্য জানত না। কিন্তু নির্জনে তাদের কথোপকথন উর্বর হত। যে-কোনো ধ্বনি, তা জলের গতিরই হোক বা মাটির বিস্ফারেরই হোক বা তাপের স্পন্দনেরই হোক, তাদের বাক্যে মিশত। যেভাবে চোখের দেখার সঙ্গে ঘুম মেশে।

প্লাবন আর আগুনের সর্বনাশকে তারা মনে ঠাঁই দেয়নি। অথচ শতাব্দীর গুহার মধ্যে এক ভীষণ উপস্থিতি তাদের নিকটেই ছিল। তারা ভাবেনি তাদের আবিষ্কৃত উষ্ণতা এবং শীতলতার পরে চূড়ান্ত আর কিছু ঘটতে পারে। গাঢ় বিনিময় তারা একসঙ্গে অনেক করেছে; কিন্তু তাদের জানা ছিল না নির্ভরকে

কুরে খাবার পোকা প্রত্যেক নিশ্বাসে গিসগিস করে। এবং তাদের জানা ছিল না মানুষের মুখ ছুঁয়ে 'এই আরোগ্য' বলতে গিয়ে বাতাস একসময় হাহাকার ক'রে ওঠে।

তাদের আশ্রয়ের কোনো চিহ্ন নেই এখন। একটা সমাধির পাথরও না।

আবার

আমি কয়েক পা চলি
আবার হাঁড়িকুড়ি ছাই ভাঙা উনুন
জামাকাপড়ের আঁশ শিমূলের মতো ওড়ে,
পাথরের অক্ষরগুলোয় নোনা ধরেছে
তবু তাদের চীৎকার থামেনি।
গাছের পাতায় পুরোনো বৃষ্টি দেখি
বৃষ্টির পর লালসবুজের রেওয়াজ,
মাটির এলোপাথাড়ি খেলা সেই উঠোনে
উঠোন থেকে রাস্তায়,
হাহা দরোজা কান্নায় গানের স্বর ধোঁয়া
পাথুরে চীৎকার জড়িয়ে অন্ধ ভিখিরি।

আমি কয়েক পা চলি
আবার কাচের ঘরে আলো
পোষা অন্ধকারটা মাটির উপর শুয়ে,
ঘরের মধ্যে আলোয়
নখদাঁত-গুটোনো মহত্ব
ভীষণ বিজয়ের আবহাওয়ায়
ক্রমাগত নড়াচড়া
ক্লান্ত হাওয়া,
মিনিটগুলো চিরে চিরে
কাচের শব্দ
"জানো হে এই হল ভালোবাসা।"

শীতের সকালে

উঁচু একটা পাঁচিল, যেমন জেলখানার হয়। দেখলেই বোঝা যেত বেশ প্রাচীন। তার কোন্ পিঠটা ভেতরের আর কোন্ পিঠটা বাইরের তা কিন্তু আমি বুঝতাম না; আমার সঙ্গীরাও না। এ নিয়ে তাদের সঙ্গে আমার মাঝে মাঝে কথা হত বটে, কিন্তু আমরা পরিষ্কার কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারতাম না।

ছেলেবেলায় আমরা শীতের সকালে হিহি করতাম। পাঁচিলটা রোদ আটকাত। তখন আমি মনে মনে এক তীক্ষ্ণ জেরার সামনে প'ড়ে যেতাম। কেবল প্রশ্ন। কেন এখানে এই পাঁচিল তোলা হয়েছে, কেন এটাকে কেউ ভাঙছে না, ইত্যাদি। অতশত কেনর উত্তর আমার জানা ছিল না। সেজন্যে এক রকমের কষ্ট হত। তবে আসল কষ্ট ছিল শরীরের। যেখানে তাপ খুঁজছি সেখানে তাপ নেই। আমাকে এবং আমার সঙ্গীদের পেছনে হটতে হত। একেবারে পেছনে, যে জায়গায় তেরছা একটু রোদ এসে পড়ত। সেটা এক সীমান্ত। তারপরে আর সরা চলে না। তারপরে খাদ। আমরা তারই ধার বরাবর বসতাম। এ তো ভারী অদ্ভুত অবস্থা, আমি ভাবতাম, ও পাশে পাঁচিল আর এ পাশে খাদ; তাহলে আমরা কোথায় আছি?

এ সব অনেককাল আগেকার কথা। ইতিমধ্যে আমার বয়েস অনেক বেড়েছে এবং সেই সঙ্গে পাঁচিলটাও আরও বুড়ো হয়েছে। যদিও শীতের সকালে আজও আমি রোদ পাই না এবং আমাকে নড়বড়ে শরীর নিয়ে খাদের ধার পর্যন্ত হ'টে যেতে হয়, কিন্তু পাঁচিলটা সম্বন্ধে ছেলেমানুষি আমার আর নেই। আমি এখন তাকে সম্ভ্রান্ত ব'লে ভাববার চেষ্টা করি। এটা আমার পক্ষে খুব সহজ। কারণ আমার ভাববার ক্ষমতাও অনেক বেড়েছে এবং আমি নিশ্চিন্ত হবার উপায় জেনেছি।

ভারসাম্যে

মানুষ ও শস্তের লক্ষণে
আমি আর বিচলিত নই,
আমার ভিত আমি শক্ত ক'রেই গ'ড়ে ফেলেছি

যখন মাটিতে তুফান দেখা দেয়
এবং যে যেখানে আছে মুখ থুবড়ে পড়ে
যখন খামার আর গোলা তুলোধোনা হয়
এবং কারো মাথা গোঁজার একটা কোণও আর থাকে না,
আমার তা স্বাভাবিক লাগে,
আমার দৃষ্টিতে এমন স্থিরতা এসেছে ;
আমি মনে মনে
ওঠাপড়ার ভারসাম্যে পৌঁছেছি।

ছেলেমেয়েরা যদি মেঘের ছায়া দেখে সিঁটিয়ে ওঠে
কিম্বা বড়দের আঙুল
ধানের শীষ ছুঁয়ে সাপে-কাটা নীল হয়,
আমি আর ভাবিত হই না।
ছটফটানি বলো, কুঁকড়ে যাওয়া বলো, ঢ'লে পড়া বলো
আমি বুঝতে পারি এ সবই
সাত সমুদ্দুর তেরো নদীর প্রশান্তিতে বাঁধা,
এ সবই ঐকতানে লীন হ'য়ে থাকার জন্যে।

কেউ যখন বলে মাথার উপর অগ্নিবৃষ্টি হচ্ছে,
আমার হাসি আসে,
শীতলতা যেন তপ্ত নয়!
এই আমি, আমি কি রোদ দেখি না?
কিন্তু আমি যে-কোনো রোদকে
আমার কাচ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে রঙীন করি—
আমার হাতের সেই বাহারের কাচ।

আসল কথা হল শান্ত হওয়া।
ঠোঁট বন্ধ ক'রেও তা হওয়া যায়
চোখ বন্ধ ক'রেও হওয়া যায়
মাটির উপর চিরদিনের মতো চিৎ বা উপুড় হ'য়ে তো বটেই।

হিরণ্ময় ঢাকনাটি সরিয়ে নেওয়ার পর
কী চমৎকার সরল সত্যের মুখ!

কথা এখনো ফোটেনি

কথা এখনো ফোটেনি, কেবল শব্দের আবেগ। তা থেকেই দৃশ্যের পর দৃশ্য আমার সামনে খুলে যায়। সেতুর উপর হাজার হাজার পায়ের তাল, আলোর ঝলক, তোরণ, এক-বুক শস্য, নদীর পাড়ে হৈহৈ মেলা। আমি স্ফটিকের গোলকে পৃথিবীর ছায়া দেখি। আমার কানে পোড়ামাটি পার হওয়ার সুর।

*

আমি যেখানে আছি সে এক বিশ্বাসঘাতক এলাকা। একটা কথাও থিতোয় না, দিনরাত প্রতিধ্বনির তামাশা। যে-সব শব্দ আমি শিখেছি তাদের অর্থ আমার আয়ত্তে নেই। তাদের প্রতিশ্রুতি এক, ব্যবহার আর-এক। আমার মুখে ছাইয়ের আস্বাদ।

*

রোজ আমি টলটলে চোখ দুটোর মধ্যে তাকাই। সেখানে যে-ভাষা আছে তা ঠোঁটে এসে পৌঁছবে কি? সে-ভাষা কি ফুল হবে, ফসল হবে? দোসরের ধমনীর রক্ত হবে? আমার ভয়, শব্দগুলো যদি শেষ পর্যন্ত আগুন থেকে আলাদা হতে না পারে। আমি প্রতীক্ষায় টানটান হ'য়ে আছি।

এবার দূরের জন্যে

মা'র পা বাড়ানোটা এবার দূরের জন্যে। সে-কথা মাটিই ব'লে দেয়, সন্ধের ছায়াও। অমনি রংবেরঙের ছবিগুলো ফুরোয়, মুখখানা নিবে আসে। ভোর থেকে রাত্তির পর্যন্ত একটা গান ছিল যা শুনতে শুনতে ঘুমোনো, শুনতে শুনতে জাগা, ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাজার বার শোনা। নানান পর্দায় একই শব্দের ওঠানামা,

আলো-আঁধারির বুলা। সেই গানটা মা সঙ্গে নিয়ে চ'লে যাবে। এঘর-ওঘর চলতে ফিরতে ঘুঙুরের মতো বুলা। সেই নাচটা মা সঙ্গে নিয়ে চ'লে যাবে। চারদিকে অনবরত জল ঝরাবার বাতাস।

কিন্তু মা'র চ'লে যাওয়ার মধ্যে কোনো জাদু আছে। পা এগুতেই ঘরে ফেরবার ঢোলক বাজে। গা-শিউরোনো ঝোপগুলো দাউ দাউ পুড়তে থাকে। এক ঝল্‌কানিতে সকালটা দেখা যায়। সেখান থেকে পরিষ্কার গলা এসে পৌছয় বুলা। নিবন্ত মুখখানা অন্য এক দিনের ভেতরে ফোটে। দূরে সরাবার বিশ্রী হাতগুলো সেখানে নেই গরগরানি নেই। সেখানে হাসিতে টইটুম্বুর মা। এখন মোটেই কান্না নয়, কেবল বিভোর হয়ে থাকা।

এলাহাবাদ ইস্টিশনের

এলাহাবাদ ইস্টিশনের ঘুমন্ত গোল ঘড়িটা একবার দেখি। না, তার গায়ে কোনো ঢেউ লাগেনি। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আজ কাল পরশু আগের বছর। অথচ লাইনগুলো ঝমঝম করে, প্ল্যাটফর্মটা টাল খায়। আমি সমুদ্রের আস্বাদের জন্যে মুখ তুলি। অতল আবেগের মধ্যে যাওয়া, অন্ধকার থেকে মুহূর্তগুলোকে দুরন্ত শোভার দিকে উছলে দেওয়া। পাথরের মেঝের উপর পা দিয়ে সেঁটে আমি তার কতখানি ছোঁয়া পাব? তবু ইস্টিশন পর্যন্ত বুলা আমায় সঙ্গে নিয়ে এসেছে ব'লে আমি বেহুঁশ শহরকে একটু ভুলতে পেরেছি।

সার্চলাইট পড়তে বুলা ঢেউয়ের উপর নাচে। তার কথার রাশ দক্ষিণের হাওয়ায় উড়ে উড়ে ট্রেন থেমে থাকার সময়টা ভরিয়ে ফেলে। ইঞ্জিনের ভোঁ বাজার আগেই তার দু'চোখের আবিষ্কার শুরু হয়ে যায়। গল্পের জমি স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে, জীয়নকাঠির খেলা দেখার জন্যে কপাটগুলো হাট হ'য়ে সবাইকে ডাকছে। সীমান্তের লাল বাতি সবুজ হয়েছে, ট্রেন নড়ে ওঠে। তার ঝনৎকার ছাপিয়ে বুলার পায়ের শব্দ কলকাতার কোণে কোণে ছুটে যায়। আমি মগজে পৃথিবীর তোলপাড় নিয়ে দু' ফুট জায়গায় সামনে ঘুরে দাঁড়াই।

দাঁড়াই তারার নিচে,
জোনাকি-চুমকিতে ঝলমল
দু-দণ্ডের ছুটি,
ঝলকে ঝলকে ভাসে ঘনবনমায়াবী মর্মর,
রণাঙ্গন বিকশিত ফুলে
লতায় পাতায়, মমতায় ঝরাঝরা,
পরাক্রান্ত ভূমি
স্তনভারানত লাগে,
ছিটোনো রক্তের বিন্দু চুনি।

আমার তুরঙ্গপ্রাণ
রণদাপে দুর্মদ সে-প্রাণ
কী আশ্চর্য স্নিগ্ধ চালে চলে
পদ্মসরোবর পাড়ে
লজ্জাবতী ছুঁয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে,
স্মৃতির ভোমরা ফেরে
গুনগুন, গহীন গাঙের ভাষা শুনি,
কলাপাতা-কাঁপা কথা,
শিরশিরে খড়ে ছাওয়া অবোধ্য অগাধ আধোবুলি

মুখর সৈনিক ফিরে চলি,
কালিমাড়া দু' আঙুলে তুড়ি দিয়ে গান ধরি,
অবাক নীলিমা থেকে রিমঝিম শ্রাবণ ঝরাই,
হাড়ের মালায় গাঁথি প্রেম,
নেশালাগা চোখে
উথলে উঠল সব ধানের মরাই,
হৃদয়বিদার সন্ধ্যা এতক্ষণে হল যে মধুর,
তারা-স্নেহ ঢাকল কঙ্কাল।

দুস্তর যন্ত্রণা ছেনে এ মুহূর্ত গ'ড়ে ওঠে।
যোদ্ধার উদ্দেশে রুগ্ন হাত
রেখেছে প্রণাম, তারপর
হয়েছে পাথর,
ধুলোয় এখনো ছক আছে
বুকে হাঁটা অগস্ত্য যাত্রার,
প্রতি অঙ্গ কেঁদেছে দুর্বহ
স্বপ্ন দেখে, পেটপিঠ মিলেছে অন্তিম
জিজ্ঞাসার চিহ্ন এঁকে
সৈনিকের পায়ে পায়ে,
খ'ড়ো চাল উড়ে গেছে
গলিতে মাঠের পাশে পুকুরের পাড়ে।
আমার এ পেশীর ছিলায়
পড়েছে আকর্ণ টান
শ্বাপদসঙ্কুল ভিড়ে
উদ্‌ভ্রান্ত গৃহের ধারে
দৈনন্দিন সমরসজ্জায়।

ঘরমুখো সঙ্গীনে বিঁধে
উঠল ঘুমন্ত তোড়া,
ভেসে এল
ভেসে এল আগামী সকাল থেকে
দু-দণ্ডের ছুটির জোয়ারে।

ম্যাজিক

বাতির দুর্বল ছায়ানাচ
তাই বেয়ে সরীসৃপরা এ ঘরে ঢোকে,
বাড়িয়ে দিলাম যদি শিখা
বিরাট সর্পিল ভঙ্গী ভর করে প্রতি রন্ধ্রে।

জলাভূমি শ্বাস ছাড়ে সূর্যাস্তের পর,
বিস্ফারিত রোমকূপে ঢেউ লাগে,
আকণ্ঠমগ্নের দোলা বৃত্ত তুলে দিয়েছে কোথায়
ছড়ায় সে তীব্র ঢেউ আকাশে বাতাসে।

বঙ্গপ্রান্তে বেতারে কম্পন থরোথরো
বার্তাবহ।
ফসল মাড়িয়ে গেল অশ্বারোহী বিজয়ী পাগল।
আলিঙ্গনে চূর্ণধুলো নকল পাঁজর।
গড়বন্দী প্রেম
মেলল যে পতঙ্গপাখা
সেতুহীন প্রণালীর ওপারে নির্মম
অহঙ্কারী অস্থি বজ্র ছুঁড়ে দিল
এপারে সন্তানদের মাথার উপরে।

ডানে বাঁয়ে দুলে
লম্বমান ঘণ্টা আর মিনিটের জাদু
সম্পূর্ণ মর্মরমূর্তি ধরে,
এমন সময়
আমাদের বন্দরের কিনার উথল
মূর্তি ভেঙে গুঁড়োগুঁড়ো,
কুড়োই সে কঠিন ঝঞ্ঝনা,

ভিজে মাটি নীবার মঞ্জরী
ভঙ্গুর নীহার,
ঝ'রে-পড়া শস্যকণা
শুধু প্রতিধ্বনিতে মুখর।

সুজলা সুফলা দেশে,
ভালোবেসে সূর্যপ্রদক্ষিণ
থেমে গেল,
পরিধিতে পদাঙ্কের ক্ষত
অগাধ গহ্বরে
আহ্বান করেছে বেনো জল।

অক্লান্ত বেতার বন্ধ করি,
নোনাজলে ক্ষয়লাগা পাড়ের যন্ত্রণা
মুছে দিই দুই কান থেকে,
এখন হলাম আমি ধ্যানী
পদ্মাসন আমার ম্যাজিক,
ধীরে ধীরে
বাতিটার আঁকাবাঁকা ছায়াগুলো
জ্যান্ত হ'য়ে ওঠে।

মুখর

এতগুলি বন্ধ্যা মুখ খুলে গেল ফসলের সুরে,
কর্কশ বাতাসে
বন্ধুদের স্মৃতির গুঞ্জন
ঘুরে ঘুরে মৃতপ্রায়, হঠাৎ জীবন পায়
ঘূর্ণির ফুৎকারভরা উচাটন আহ্বানের ঝড়ে,

তারা সব প্রাণ পায়,
শ্রাবণ আকাশে তীব্র উর্বর স্নেহের মাতামাতি,
তারা সব প্রাণ পায় ভাঙনের নদীর দুকূলে,
পোড়ো জমি জুড়ে
সোনালি খুশীর শীষ ভরপুর ঝড়ের দমকে।

স্বচ্ছ চোখ মর্মরের মতো
চেয়ে থাকে
তারপর অশ্রু ফেলে, বর্ষণের ধারা নামে,
গভীর ইচ্ছার সরোবর
ঢেকে দেয় বিচ্ছেদের তৃষ্ণার্ত সফর।

এতগুলি বন্ধ্যা মুখ খুলে গেল নক্ষত্রের সুরে,
শ্রাবণসন্ধ্যায় দেখি মেঘচাপা মাথাগুলি জাগে
আকাশ ফুঁড়তে চায় ললাটের উজ্জ্বল ফলকে,
রক্তিম সময়
ভর রাখে প্রজাপতি-পাখনায়
আলোর ফুলের শূন্যে শূন্যের শোভায়
হৃৎপিণ্ড খালি বাজে উন্মত্ত বাজনায়
বোবা যত আড়ষ্ট ইঙ্গিত
সুরে সুরে ফুটে ওঠে আকাশের গায়।
নিঃশব্দে পাহাড় ফেটে উদ্‌গিরণ অজস্র কথার,
যারা রুদ্ধ দিনের গুহায়
অনুভব করেছিল পাষাণের ভার
তারা পেল মুখর উল্লাস,
তাদের সম্মান দেখি স্ফুলিঙ্গের মণি-জ্বলা শ্রাবণ সন্ধ্যায়

নভেম্বর

কারখানাঘর ভেঙে এল কয়েদীরা
বাইরে, মাঠের বন্দীরা হাঁকে ;
ঘৃণায় ভারী আঁধার
কোটি সকালের লাভা লেগে টলে
গলে জ্বলন্ত পথে ;
শীতের আমেজ
ভাঙা কাচগাঁথা
ছেঁড়া কাঁথা ফাড়ে
টুক্‌রো টুক্‌রো ওড়ায় শুক্‌নো পাতা ;
দুর্গে প্রাসাদে জমা জঞ্জাল ওড়ে
হেমন্ত রোদ্দুরে !

বুড়ো বুদ্ধির ঘুরপাক চলে হায় রে হায় !
চালু কারখানা চষা ক্ষেত থেকে অসংখ্য
কণ্ঠে জবাব বিনা দ্বিধায়,
অসংখ্য
আঙুল বাঁকল সাঁড়াশির মতো,
বনেদী গলার কাতরানিটুকু
সুরেই বাজল,
বিশাল ঐকতানে
ভরল পৃথিবী—
মুক্তি আমার, মুক্তি তোমার, মুক্তি।

সে আমার নবজন্মের দিন
নভেম্বরের আভায় রঙীন
মুহূর্ত থেকে মুহূর্তে সেই যাত্রা আমার
চোখে ভাসে :
সাঁজোয়া মনের বাঁধে আছড়ায়

ঝ'ড়ো ইতিহাস,
কালো কালো সব চিম্‌নি ছাড়িয়ে
মাথা ওঠে তার—
ভ্লাদিমির ইলিইচ লেনিন।

দশটা দিনের চূড়ায় জ্বলল
মশালশিখা
দশটা দিনের বনিয়াদে চাপা
শতাব্দীরা।
আমার সে-শিশুচোখের সাক্ষ্য
সবার চোখে ;
দশটা দিনের মিনারের আলো
ছড়ায় ছড়ায় পৃথিবীময়।

নভেম্বরের শুরু
বারো মাস জুড়ে কথা বলে
গঙ্গার ধারে লালদীঘি ঘিরে গাঁয়ে
যেখানে দুর্গপ্রাসাদের ভিড়
গুরুগম্ভীর,
পাতাবাহারের আড়ালে ক্ষিপ্র বাঘ ফেরে

নভেম্বর এক খর করবাল
পশ্চিমে ঘন রাত কাটে
আমার এখানে হেমন্ত রোদ্দুরে
পথ কাটে।

রাস্তা বোঝাই তোমরা

রাস্তা বোঝাই তোমরা কাঁপতে থাকলে,
আগুপিছু অস্থির সওয়ার
নিয়ে যাবে ঠাসা মৃত্যুর খাসা ঘরে,
কুম্ভকর্ণ বাড়িগুলো
খড়খড়ি মেলে তাকাল নিচে
যেখানে অথই সকলে দাঁড়িয়ে
লঙ্গরখানা বিনীত যেখানে
সেখানে।

কোন্ মান্ধাতা আমলের ঢাল
ছিন্নভিন্ন, অমোঘ বর্শাফলক
চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই
বায়ুভরে হৃৎপিণ্ডে যে পৌঁছায়,
হাঙর-হাওয়ায় জীবন জুড়াতে কে পারে ?
কাঁটাতারে ভর দিয়ে ক্ষণিক
শুধু নিষ্ঠুর বাগানকে দেখা
প্রাণান্তিক।
অক্ষয় ক্ষত চিতায় পোড়ে
কাফনে ঢাকে,
ঝরে অকাতরে পার্কে মোড়ে
অকুণ্ঠ আয়ু।

বরফ-রাত্রি খুঁড়ে খুঁড়ে
তোমরা চললে,
কী কথা বললে ?
ছেঁড়া স্বরদল-বিধুনিত ঘুম সারা পথে,
ডানে বাঁয়ে ঘোর পতনের মুখে
নিরেট পাথরে কোন্ ধিক্কার
তোমরা রাখলে ?

—আমরা পেয়েছি আঁধার বন্যা বিস্তর কাল,
আমনে আউশে ডুবেছি আমরা
খুদের ভেলায় ভেসেছি শ্রান্ত গ্রামান্তরে,
সোহাগে রুদ্ধশ্বাস বহু রাত
ছাতিফাটা সেই জোয়ারে জেগে
জ্বলেছি আহত
জ্বলেছি দ্বীপের কিনারে আমরা,
গলেছি রুগ্ন ভিটায়, বেঁচেছি বুকের বাঁধে।
সে-কালো বন্যা এখানে আনল
গল্পের শেষ ছত্র টানল,
আর কী চাই ?
ধনধান্যে ও পুষ্পে ভরা
দুই পারে আহা বসুন্ধরা !
বাড়ি দিয়ে আর গাড়ি দিয়ে আর শাড়ি দিয়ে
তৈরী সেরা দুই পাড় আহা !
এক দুর্বোধ মুহূর্তে খালি দেখে নিলাম,
মাঝখানে স্রোত বইলাম,
খুদকুঁড়ো গেল, বুক বাঁধবার ভান গেল খ'সে,
গ্রাম থেকে বানে
রাক্ষুসে টানে চললাম,
আর কী চাই ?

তোমরা চললে,
ভিটেমাটি-ছাড়া ভাবনার পাখা
উড়াল অন্ধ পাতাগুলো,
শেষ ছত্রটা গুঁড়াল ভেঙে।
দৃশ্য জমাট বাঁধবে যখন
ফিরবে তোমরা,
অক্ষয় ক্ষতবীজে জন্মানো
জীবন ভ'রে

ফিরবে তোমরা,
পার্কে মোড়ে
ঘিরবে তোমরা
হিংস্র এলাকা ঘিরবে

আমরা দখল নিলাম

তোমার সঙ্গে উঠেছি নতুন চরে
আমরা দু-জন স্বপ্নের দেশ মাড়াই।
পক্ষাঘাতের শিলা গেল খ'সে,
বাহুপদ-ঝঙ্কার
সুবর্ণ প্রান্তরে
ছাপায় শূন্য, আমরা অঙ্গ মেলি
যোজন যোজন, অলঙ্ঘ্য হ'য়ে দাঁড়াই।

গেরুয়া ভাঙন বেগে বয়, কাঁচা জমি
আঁটো হয়, তার কাঁপন
বিদ্রূপ, তার বালুমুষ্টিতে ধরা
অজেয় শিকড়।
চোরা বালিয়াড় অঙ্কুরে ফোটো-ফোটো,
তন্তুঝিল্লী-ঝরা
বাঁচবার রস বিন্দু বিন্দু
ছেয়ে ফেলে মাটি, মুগ্ধ রাত্রিযাপন।

আমরা পেলাম গড়বার ঠাঁই,
দুই আঁজলাতে ভ'রে
পৃথিবীকে দান নিলাম।
চরো মাঠ ধরে আয়না আবার দেখি
আমাদের আশা দিগন্ত ভালোবাসা,
দেখি অপূর্ব খিলান

সাত রঙে মিল উদয় অস্তে বাঁকা,
আমাদের মুখে ভাষা
ফুলঝুরি কাটে,
অজগর-নদীগর্জন
ফিসফাসে ঘোরে বাষ্পগুচ্ছে,
আমাদের মুখে দাগা
যন্ত্রণা ফোটে চিকণ পুষ্পে,
চূর্ণ মমতা ফোয়ারায় ওঠে
হাজার ধারার ঝারি,
বন্ধু বন্ধু প্রতি কণা চিনি আপন।

তোমার আমার স্বপ্নের দেশে
একটি শপথ উদগ্র তরবারি
হীরাধার জ্বলে,
একটি শিরায় দপদপ টের পাই,
একটি সময় ম্লান করে আর সকল।
আমরা প্রথম আঁকড়াই পায়ে
পিঙ্গল রেণু দানাবাঁধা কাঁচা জমি,
অপ্রতিরোধ্য বাহু
আমরা দু-জন মেলি,
পিছনে আসবে দৃঢ় অক্ষৌহিণী
সেই প্রত্যয়ে আমরা দখল নিলাম।

লক্ষ লক্ষ শিশু

লক্ষ লক্ষ শিশু
ফুটপাথ ছাড়িয়ে ভাঙা রাস্তায় পা দিতে
না দিতেই পাথনায় থরথর
কলকাতা এমন রং বিলোয় যে কথায় কথায়

ঘাসপাতা প্রজাপতি এবং অগুন্তি তারা
ছয়লাপ
ট্রামলাইন ফুরিয়ে দিয়ে খোলা মাঠ
গঙ্গার বুকের নৌকো
কাগজের ভাঁজ থেকে তরতরিয়ে
অনেক ক্ষেতের ধারে বনঘেঁষা বিকেল পেরিয়ে
ফানুসের আলো
চরের হাওয়ায় ঘুরে মাতলায়।

তখনই সন্ধের ফুল ফুটে ওঠে
গড়িয়াহাট ছলাৎছল নদীর পাড়ের
দোলা নিয়ে নলখাগড়া কাশবন
আর বেল রজনীগন্ধার ফুঁয়ে
একরত্তি গায়ের সুবাস
মালা আর পুতুলকে আঁকড়ে ধ'রে ভিড়ের উজানে চলতি পথ
বুড়ো মানুষের বুক কচি মুখটা আগ্‌লে আগ্‌লে
অন্ধকার পার হ'য়ে একটু আলোয়
একটু কেন একটু কেন এই ব্যাকুলতা খালি
কারণ দূরের পাড়ি দিতে হ'লে আলো
এমনকি বাড়ির রাস্তা অন্ধকারে হারাবার মতো।

এখনই দক্ষিণ পুরো খুলে যায়
আ-মরি বাতাস আহা সমুদ্দুর
গা-জুড়োনো রাত কথা-বলিবলি
অথচ ঘরের ভিত ভীষণ ঝড়ের দিকে
ছোট্ট বিছানার কোণ পাল তুলে কলকল
কত লক্ষ হাত দাঁড়ে
কত না মজার দেশ বাকী
যখন কালকের সূর্য উঠবে কলকাতা
দ্বীপের ইশারা-লাগা সোনার রোদ্দুরে

ইস্কুলের ফিরতি পথে হৈ হৈ বাড়ি
আশ্চর্য হবার গল্প
সব গলা ঢেউয়ে ঢেউয়ে বুলার চীৎকারে
খুশীর হাজার লক্ষ ঢেউ।

গর্জনের সামনে

গর্জনের সামনে একটা তারা কাঁপছে। তাকে দেখার পরই আমরা বেরিয়েছিলাম, বুলা আর আমি। এতক্ষণ হাঁটছিলাম। আমরা সারা পথ নানান কথা বলছিলাম। মানুষ, চড়ুই, টগর, জল, কাঠবিড়াল, আমরা আর ঐ তারা। সবটাই তো আমাদের ভালো লাগা। আমরা বুঝেছি আমাদের যে-বুদ্ধি আছে তা দিয়ে কোনো হিসেব মেলানো যায় না। আমরা তাই এই ভাবেই বলি। তোমার সঙ্গে চলতে আমার ভালো লাগে, তোমার সঙ্গে দেখতে আমার ভালো লাগে, তোমার সঙ্গে ভাবতে আমার ভালো লাগে।

তারাটা যখন সবে ফুটেছে তখন আমরা বেরিয়েছিলাম। আমরা কোনো কিছু থেকেই আলাদা হ'য়ে যাইনি। এই দিন এবং এর আগের সবগুলো দিন এবং সবগুলো সন্ধে আর রাত আমরা আমাদের সঙ্গে জড়িয়ে নিয়েছিলাম। আমরা কথা বলছিলাম। কথাগুলো যেন জুড়ে জুড়ে এক সাঁকো, তার উপর দিয়ে আমাদের সমস্ত ইচ্ছে সমস্ত বোঝাবুঝি পারাপার করছিল। কষ্ট কি ছিল না? ভীষণভাবেই ছিল। খাবারের দোকানের কাছে ভিখিরি ছেলেটা কোনো দিন আমাদের নজর এড়ায়নি। এবং ঘরেবাইরে যত যাচ্ছেতাই চীৎকার আমরা শুনেছি, সব আমাদের কানে লেগে ছিল। তবু আমরা তাদের ছাপিয়ে উঠছিলাম। এই সমস্তকে শুধরে নেওয়ার আর একটা সময়ের কথা আমরা ভাবছিলাম, বলছিলাম। আমাদের বলা এবং শোনা অনেক কবিতার বাজনা আমাদের উছলে তুলেছিল।

আমরা হাঁটতে হাঁটতে কতদূর এসেছি? যতদূরই হোক, ফিরবার ভাবনা আমাদের মাথায় নেই। কিন্তু ঐ তারা এখন কাঁপছে। আমি বুলার হাত শক্ত ক'রে ধ'রে দাঁড়িয়েছি। আমরাও গর্জনের সামনে।

ফরাসী কবিতার অনুবাদ

প্রা চী ন

মরিস সেভ (১৫১০—১৫৬৪)

দেলি

১

হেকাতের মতো তুমি আমারে ঘুরাবে অনিবার
জীবিত বা মৃত শত বর্ষকাল ছায়ার ভিতরে ;
দিয়ানের মতো তুমি বঞ্চিয়াছ মোরে অমরার
গৃহ হতে, নামিয়াছি হেথা এই মর্ত্যভূমি 'পরে ;
ছায়ার রাজ্যের রানী, আমার দুঃখেরে হেলাভরে
কমাবে বাড়াবে তুমি সুনিশ্চিত জানি তাহা হায়।
দেলি, তুমি চন্দ্রমার মতো মোর শিরায় শিরায়
সঞ্চারিত ছিলে, আছ, রবে নিত্য একান্ত নিভৃতে,
প্রেম তোমা বাঁধিয়াছে আমার নিষ্ফল ভাবনায়
এমন বন্ধনে যারে মৃত্যু কভু পারে না ছিঁড়িতে।

২

তব উপস্থিতি-ভরা মধুর সে বিগত দিবস
ছিল যেন অন্ধকার শীতে এক কবোষ্ণ বিহার,
তুমি নাই, তাই রাত্রি ; নিরালোক এ রাত্রি বিবশ,
বিস্মিত বাঁচার মাঝে দেহ মোর পায় যে আঁধার
তার চেয়ে বহুগুণ অন্ধকার এ রাত্রি আমার
হৃদয়ের চোখে, তাই অর্থহীন আমার জীবন।
যে মুহূর্ত হ'তে তুমি গেছ চলি, আমি অনুক্ষণ
শশকের মতো বসি' বিবরে ভুলিয়া দিবা সাঁঝ
উৎকর্ণ শুনেছি শুধু একাকার জটিল গুঞ্জন,
সবই যে হারায়ে গেছে মিশরের অন্ধকারে আজ।

পিয়ের ত্য রঁসার (১৫২৪—১৫৮৫)

হেলেনের প্রতি

১

ভালোবাসা যদি হয়, শুনহ শ্রীমতী, অনিবার
স্বপ্ন দেখা, শুধু ভাবা তোমারে কিভাবে খুশী করি,
সকলই ভুলিয়া যাওয়া, সব ইচ্ছা দূরে পরিহরি'
যে-রূপ আমারে মারে ইচ্ছা রাখা তারে পূজিবার ;

ভালোবাসা যদি হয় যে-সুখ পলায়ে ফেরে তার
পিছু পিছু ধাওয়া আর নিজেরে হারানো, সর্বোপরি
খুব কষ্ট সহা, খুব ভয় করা, বাক্যেরে সম্বরি'
চুপ করা, কাঁদা আর দয়াভিক্ষা বিতাড়নসার ;

ভালোবাসা যদি হয় আমা চেয়ে তোমা মাঝে বাঁচা,
দারুণ ক্লান্তিরে ঢাকা হাসিমুখে, হাসিরেই যাচা,
অন্তরে অসম দ্বন্দ্ব অনুভব করা অতি ঘোর,
যেমন প্রণয়-জ্বরে শীত-তাপে মুহুর্মুহু কাঁপি,

নিজের দুঃখের কথা তোমারে বলিতে লজ্জা মোর :
এই যদি ভালোবাসা, তোমারে দুরন্তভাবে তবে
ভালোবাসি আমি, তোমা ভালোবাসি, জানি প্রাণ লবে
এই ব্যাধি, হৃদয় তা বলে, জিহ্বা নির্বাক তথাপি।

২

একটি সুন্দর তোড়া পাঠানু তোমারে,
স্ফুট পুষ্পে সাজায়েছে আমার অঙ্গুলি ;
আজিকে সন্ধ্যায় যদি না নিতাম তুলি'
আগামীকল্যই তারা ঝরিত দু'ধারে।

অবশ্য মানিও তুমি দৃষ্টান্ত ইহারে,
যদিও তোমার রূপ উঠিয়াছে দুলি'

বিকচ শোভায়, তাহা পড়িবে যে ঢুলি',
পুষ্পসম যাবে ঝরি' পৃথিবী মাঝারে।

সময় যে ক্ষয় পায়, সময়, হে নারী,
না গো না সময় নয়, আমাদেরই ক্ষয়,
আমরা অচিরে হব মৃত্যুপথচারী।

যে-প্রেমের কথা কই, নাহিক সংশয়,
সে-প্রেম নীরব হবে, তাই হে প্রেয়সী,
ভালোবাসো মোরে আছ যাবৎ রূপসী।

যোয়াশ্যাঁ দ্যু বেলে (১৫২৫—১৫৬০)

সুন্দর স্বর্ণাভ ওই

সুন্দর স্বর্ণাভ ওই কেশগুচ্ছ নয়,
নয় ও ললাটপট মহিমা যাহার
অপরূপ, নয় ওই ভ্রূধনু-বাহার
দু'চোখের, শত চোখ যেথায় তন্ময় ;

ও দুটি প্রবাল নয়, যদিচ নিশ্চয়
ভালো লাগে ওই দুটি অধর আমার,
অঙ্গের যে-বর্ণ দীপ্ত প্রত্যূষ-ছটার
তাও নয়, কিম্বা অন্য প্রেমের বিষয় ;

নয় ও গোলাপ পদ্ম, রত্নমালা-রাগ
তাও নয় কণ্ঠে যার নিবিড় সোহাগ ;
ওরা নয় ওরা নয়, স্বর্গের অতুল

উপহার ওই মন দেহের আধারে,
ও মনের রূপ তার রশ্মিতে আমূল
বিঁধিয়াছে মোর আঁখি হৃদয় আত্মারে।

আ ধু নি ক

র‍্যাঁবো

এক ন্যায়যুক্তির উদ্দেশে

মন্দিরার উপর তোমার আঙুলের একটি আঘাতে সমস্ত ধ্বনি উৎসারিত হয়, শুরু হয় নতুন ঐকতান।

তোমার একটি পদক্ষেপ, সে তো নতুন মানুষদের অভ্যুদয়, তাদের অভিযান।

তোমার মাথা ওদিকে ঘোরে : নতুন প্রেম! তোমার মাথা আবার এদিকে ঘোরে : নতুন প্রেম!

"আমাদের অদৃষ্ট বদলে দাও, অত্যাচারের আধারকে গুঁড়িয়ে ফ্যালো, প্রথমেই ধরো এই সময়কে"— তোমার উদ্দেশে বার বার বলে এই শিশুরা। "যেখানেই হোক আমাদের সম্পদ আর শুভেচ্ছার সারাৎসারকে লালন করো" —তোমাকে অনুনয় ক'রে বলে লোকে।

সর্বকাল থেকে এসে সর্বত্র তুমি যাবে।

বিদায়

হেমন্ত ইতিমধ্যেই!—কিন্তু কেন চিরন্তন রৌদ্রের জন্যে আকুতি যদি আমরা স্বর্গীয় আলোকের আবিষ্কারে ব্যাপৃত হ'য়ে থাকি—ঋতুচক্রে যারা মরে তাদের কাছ থেকে দূরে ?

হেমন্ত। নিশ্চল কুয়াশার মধ্যে আমাদের উঁচু বজরা দুর্দশার বন্দর অভিমুখে ঘোরে, ঘোরে বিরাট শহর অভিমুখে, যার আকাশ আগুনে আর কাদায় দাগা। আঃ, পচা ন্যাকড়া, বৃষ্টিভেজা রুটি, নেশা, হাজার প্রেম যা আমাকে ক্রুশবিদ্ধ করেছে। ও ক্ষান্ত হবে না তাহলে, লক্ষ লক্ষ হৃদয় আর শরীরের অধীশ্বরী এই প্রেতিনী, তাদের বিচার হবে! আমি আবার দেখতে পাচ্ছি আমাকে, আমার চামড়া কাদায় আর ব্যাধিতে ক্ষ'য়ে গেছে, আমার চুল আর বগল কীটে ভরা, আরো বড় বড় কীট হৃৎপিণ্ডের ভিতরে, আমি বয়সহীন অনুভূতিহীন অজানাদের মধ্যে শায়িত।... আমি সেখানে মরতে পারতাম।... ভয়াবহ স্মৃতিজাগরণ! দুর্দশাকে আমি ঘৃণা করি।

আর শীতকে আমি বড় ভয় করি, কেননা সে আরামের ঋতু!

—মাঝে মাঝে আমি আকাশে দেখি সীমাহীন বেলাভূমি আনন্দমগ্ন শ্বেত জাতিতে আবৃত। আমার উর্ধ্বে এক বিশাল স্বর্ণপোত, সকালের হাওয়ায় তার বহুবর্ণের ধ্বজপতাকা আন্দোলিত। আমি সৃষ্টি করেছি সমস্ত উৎসব, সমস্ত বিজয়, সমস্ত নাটক। আমি চেষ্টা করেছি উদ্ভাবন করতে নতুন ফুল, নতুন তারা, নতুন রক্তমাংস, নতুন ভাষা। আমি ভেবেছি অমানুষী শক্তি আমার করায়ত্ত হয়েছে। এখন, আমার কল্পনা এবং স্মৃতিকে আমায় কবর দিতে হবে! এক চমৎকার শিল্পী-খ্যাতি গেল রসাতলে!

আমি! আমি নিজেকে বলেছি দ্রষ্টা অথবা দেবদূত, সমস্ত নীতির বন্ধন থেকে যে মুক্ত; সেই আমি ফিরে এলাম মাটিতে একটা কর্তব্যের অন্বেষণে, কর্কশ বাস্তবকে চেপে ধরার দায় নিয়ে। চাষী!

আমি কি ভুল করলাম? করুণা কি আমার পক্ষে মৃত্যুর দোসর হবে?

অবশেষে আমি ক্ষমা চাইব মিথ্যা দিয়ে নিজেকে পুষ্ট করার জন্যে। এবার যাই।

কিন্তু একটাও বন্ধু-হাত নেই! কোথায়ই বা সাহায্য পাওয়া যাবে?

*

হ্যাঁ, নতুন সময় আর কিছু না হোক খুব কঠোর।

কারণ আমি বলতে পারি জয় আমার অধিগত: দাঁতের কড়মড়, আগুনের হিসহিস, দূষিত দীর্ঘশ্বাস নরম হ'য়ে আসছে। সমস্ত অশুচি স্মৃতি বিলুপ্ত হ'য়ে যাচ্ছে। আমার শেষ অনুশোচনাগুলো স'রে পড়ছে—ভিক্ষুক, দস্যু, মৃত্যুর সুহৃদ, সব রকম অনগ্রসরদের জন্যে যত ঈর্ষা।—অভিশপ্তেরা, আমি যদি প্রতিশোধ নিতাম!

সম্পূর্ণ আধুনিক হতে হবে।

স্তবগান নয়: যতখানি এগোনো গেছে ধ'রে রাখতে হবে। কঠিন রাত্রি! শুকনো রক্ত আমার মুখের উপর ধোঁয়া ছড়ায়, আমার পিছনে কিছু নেই কেবল ঐ সাংঘাতিক ঝোপটা ছাড়া। আত্মিক সংগ্রাম মানুষের লড়াইয়ের মতোই নির্মম; কিন্তু ন্যায়ের উপলব্ধি একমাত্র ভগবানেরই আনন্দ।

এখন এ হল প্রাক্কাল। এস আমরা শৌর্যের, প্রকৃত স্নেহের সমস্ত সঞ্চারকে গ্রহণ করি। প্রভাতে এক আবেগময় সহিষ্ণুতায় সজ্জিত হ'য়ে আমরা অপূর্ব নগরগুলিতে প্রবেশ করব।

বন্ধু-হাত সম্বন্ধে কি বলছিলাম! একটা চমৎকার সুবিধা পাওয়া গেছে: আমি মিথ্যাচারী পুরনো সব প্রেমকে বিদ্রূপ করতে পারি, মিথ্যাবাদী ঐ যুগলদের লজ্জার আঘাত দিতে পারি—আমি ওখানে তো দেখেছি নারীদের নরক—এখন আমার পক্ষে সম্ভব হবে একটি আত্মা ও একটি শরীরের মধ্যে সত্যকে আয়ত্ত করা।

ঝ্যুল স্যুপেরভিয়েল

ধরা

ধরব ওই সন্ধ্যা আর পাথরের স্থির মূর্তিটাকে,
ধরব ছায়া আপেল ওই দেয়াল আর রাস্তার সীমাকে।

ঘুমন্ত মেয়ের গ্রীবা ধরব, তার পা-ও মৃদু চাপে,
তারপর হাত খুলব। কত পাখি ছাড়া পেয়ে যাবে;

কত পাখি হারিয়ে হয় রাস্তা আর সন্ধ্যা আর ছায়া
দেয়াল আপেল আর পাথরের অচঞ্চল কায়া।

হাত, তোমরা ক্ষ'য়ে যাবে ঠিক
বিষম এই খেলায়।
কাটতে হবে তোমাদের একদিন
তীক্ষ্ণ ছুরির ফলায়।

*　　*　　*

আমাকে যখন সবই ছেড়ে চ'লে যায়
তখন তাদের ধরা, করি কী উপায়?
কোন্ হাত দিয়ে ধরব এই ভাবনাকে?
অবশেষে দিনটার ঘাড় শক্ত ক'রে
ধরব কোন্ হাত দিয়ে? খরগোশের মতো
ঝটপট দিনটাকে ধ'রে রাখব বলো
কোন্ হাতে? আমার কি সেই হাত আছে?

আয় ঘুম তুই আয়, আমি তোর মিতা,
আমায় সাহায্য কর, আমার জন্যেই
তুই ধরবি যত কিছু আমি এতক্ষণ
ধ'রেও পারিনি ধরতে। ঘুম, তোর হাত
আমার হাতের চেয়ে অনেক বিরাট।

*

আমার কানের কাছে কোন্ এক মুখ
আয়নার মুখ এক এসে ধীরে ধীরে
সন্তর্পণে ভর দেয় রাতের তিমিরে।
—"ও সুন্দর মুখ, তুমি এইখানে থাকো,
জেগে থাকো অবিচল, ভয় পেয়ো নাকো।
একটি মানুষ আর তার ঘুম এই
রয়েছে তোমার কাছে। এমনটা করো
যাতে দূর সঙ্গী হ'য়ে তারা দু-জনেই
যোজন-বিস্তার বনে ঢুকে পড়ে, লাখো
পাতারা যেখানে সব আছে নত হ'য়ে,
চোখের পাতার মতো বুঁজে আছে সব,
যে-রাজ্যে পাখিরা আছে যারা গান গায়
অন্ধকারে মুড়ে-রাখা ডানার তলায়
ভোরের আলোয় যারা জেগেই নীরব
হ'য়ে যায়, চোখ মেলে গ্যাখে শুধু চেয়ে।"

—"ঘুমোও ঘুমোও তুমি, তোমার শিয়রে
আছি আমি জেগে ঠিক, দেখছি পৃথিবীটা
এখনো রয়েছে কিনা, রাতের ভিতরে
গাছগুলো গাছ কিনা, পথেরা এখনো
নির্বিবাদে মানে কিনা খুশীর খেয়াল,
আর সেই নক্ষত্রটা যাকে তুমি কাল
আবিষ্কার করেছিলে সেও জ্বলে কিনা
আসে কিনা ক্রমে ক্রমে আমাদের কাছে।

এখন ঘুমোও তুমি, এদিকে অনেক
বছরের বোঝা ব'য়ে ক্লান্ত বাড়িগুলো
উপর-নীচের তলা রাজ্যপাট নিয়ে
যাক সব এক মুহূর্ত হাওয়ায় মিলিয়ে।"

—"বিরাট ঘুমের পারে এই যে কথা কয়
সে কি তুমি? পাহাড়ের সারির মতন
যে-ঘুম আড়াল ক'রে আছে মাঝখানে
তার পার থেকে শুনি তোমার কথা কি?
আমি সেই পৃথিবীতে আছি কি এখন
যেখানে বিস্তৃত পথ্ যেন আমাদের
হাতের রেখার মতো, কেউ তো জানে না
কে তাদের জড়ো ক'রে সাজায় এমন?"

—"প্রতি ঘাস প্রতি শীষ চঞ্চল মাছেরা
সবার উপরে আমি রেখেছি নজর,
তাদের টিঁকিয়ে রাখব নিশ্চয় তোমার
মুখ চেয়ে, তারা থাকবে কালকেও জেনো।
আর তুমি খুঁজে পাবে যাতে এ পৃথিবী
তোমার দৃষ্টির কাছে উদ্ভাসিত হয়,
খুঁজে পাবে পোকাদের, খুঁজে পাবে তুমি
চোখের গভীর রং, সময়ের স্বর।
নামুক নামুক ঘুম তোমার উপর,
তোমার বিছানা আহা এরি মধ্যে ভাবে
একদা সে দোলনা ছিল, স্মৃতি জাগে তার।
তোমার হাতের মুঠো খুলুক এবার
ছেড়ে দিক শক্তি-দুর্বলতার সঞ্চয়,
তোমার মস্তিষ্ক আর তোমার হৃদয়
অবশেষে টেনে দিক ভারী পর্দাগুলো,
তোমার রক্তের স্রোত শান্ত হ'য়ে যাক
রাত্রি যাতে পার পায় ঘূর্ণির বিপাক।"

স্যাঁ-ঝন প্যার্স

হে অতি বৃদ্ধ বয়স

আমাদের ভাবনা ইতিমধ্যেই ব্রাত থাকতে উঠে পড়ে বড় তাঁবুর মানুষদের মতো, যারা দিন হবার আগেই বাঁ কাঁধে তাদের জিন ব'য়ে লাল আকাশের নিচে হাঁটে।

এই আমাদের ফেলে-চলা জায়গা। মাটির ফল আমাদের পাঁচিলের নিচে, আকাশের জল আমাদের চৌবাচ্চায় এবং পাথরের মস্ত জাঁতাগুলো বালির উপর প'ড়ে।

হে রাত্রি, উপহার কোথায় নিয়ে যেতে হবে, কোথায় রাখতে হবে স্তুতি? আমরা হাতের ডগায়, চেটোর উপরে সদ্য ডানা-গজানো পাখির ছানার মতো তুলে ধরি মানুষের এই অন্ধকার হৃদয়কে যেখানে ছিল আগ্রহ, ছিল উদ্দীপনা এবং কত অপ্রকাশিত ভালোবাসা...

হে রাত্রি, শোনো শূন্য প্রাঙ্গণে এবং নির্জন তোরণের নিচে, পবিত্র ধ্বংসস্তূপ আর চূর্ণ বল্মীকের মাঝখানে গুহাহীন আত্মার প্রবল রাজ-পদক্ষেপ,

যেন ধাতুর চত্বরে সিংহের বিচরণ।

*

অতি বৃদ্ধ বয়স, এই তো আমরা। মানুষের হৃদয়ের পরিমাপ নাও।

পল এলুয়্যার

অন্তরঙ্গ

আমি তোমাকে সাহায্য করি
বেড়া ডিঙিয়ে যেতে
কাঁচা রাস্তায় না চলতে
আমাদের স্বপ্ন থেকে কিছু না ছেড়ে দিতে।
আমরা ভুলি কোমল বালি
ঘন সমুদ্র গুমোট আকাশ

সহিষ্ণুতায় ভারী প্রহর
এবং অন্ধকারে সেই সব দূরত্ব
যা তোমার মুখের সামনে স্পর্ধিত।
আমাদের সূর্য আমাদের সমর্পণ করেছে
তার উষ্ণত্বক মুক্তির
আমরা নীল মুখে চুমু খাই
গন্ধ নিশ্বাস আলো
অতি রহস্যময় মাঠের।
তোমার মুখে আমাদের সব কথা
তোমার বুকের বিশুদ্ধ বায়ুর মতো
আনন্দের নূপুরকে গলিয়ে দেয়।

——